রামের

অরণ্য-যাত্রা।

পাঠশালাস্থ বালক বালিকাদিগের
অধ্যয়নার্থ

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রী হরিনাথ শর্ম্ম ন্যায়রত্ন
কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলার রোড,
৫৮।৫ সঙ্খ্যক ভবনে
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭০। জ্যানুয়ারি। সন ১২৭৬। মাঘ।

মূল্য ৸০ বার আনা।

বিজ্ঞাপন

মহর্ষি-বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত রামের অরণ্য-যাত্রা অংশটীর অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করা হইয়াছে। কৈকেয়ীর স্বার্থ-পরতা; দশরথের সত্যপালন; রামের বাক্যনিষ্ঠা, পিতৃ-ভক্তি, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য; লক্ষ্মণের সরলতা, বীরভাব ও গুণানুরাগ; কৌশল্যার পুত্রবাৎসল্য; সীতার পতি-পরায়ণতা ও মহানুভাব, এবং ভরতের মহীয়ান্ ঔদার্য্য, গুণানুরাগ ও ধর্ম্মপরতা, এগুলি ভগবান্ বাল্মীকি এই অংশে অতি সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। উহা যেমন স্বভাব-শুদ্ধ তেমনি উপদেশ-পরিপূর্ণ; অতএব বালক-দিগের শিক্ষার সুন্দর উপযোগী হইবে মনে করিয়া অনুবাদিত ও প্রচারিত করিলাম। ঐ অংশে পুরী-বর্ণন, বন-বর্ণন প্রভৃতি যে গুলির সহিত বর্ণনীয় মহাত্ম-দিগের চরিত্রের সবিশেষ সম্বন্ধ নাই, সে সকল পরি-ত্যাগ করিয়া, তাহার অন্তর্গত সংক্ষিপ্ত গল্প মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং ঐ সকল স্থান ইহাতে এক প্রকার নীরসই হইয়াছে। যাহা হউক, যাঁহারা সংস্কৃত জ্ঞান বিরহে মূল গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে তাঁহাদিগের সন্তোষ লাভের সম্ভাবনা আছে। আমি ইহার সঙ্কলনে শ্রমের ত্রুটী করি নাই, এক্ষণে ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি আশ্বিন ১২৭৫।

শ্রী হরিনাথ শর্ম্মা।

রামের

অরণ্য-যাত্রা।

কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা।

রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইলে বেলাবসানে রাজা দশরথ প্রফুল্লমনে কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন মহিষী মলিনবেশে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রোদন করিতেছেন। রাজা প্রেয়সীর অকস্মাৎ ঈদৃশ ভাব দর্শনে বিস্ময়ান্বিত ও নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কৈকেয়ী অশ্রুজল মোচন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া এ অধীনীকে পূর্ব্বে দুইটী বর দিয়াছিলেন, আমি এতদিন কোন বিষয় প্রার্থনা করি নাই, আপনিও আমার নিকট ঋণী হইয়া রহিয়াছেন, অতএব এক্ষণে দুইটী বিষয়ে এ দাসীর মনোরথ পূর্ণ করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হউন।

সরলাশয় রাজা কৈকেয়ীর এক্ষণকার মনের ভাব কিছুই জানেন না, প্রার্থনা করিবামাত্র আনন্দিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, বীরপ্রধান পুত্র চতুষ্টয়, সমুদয়

পরিবার এবং আমার আত্মা পর্য্যন্তও তোমার অধীন, বল, এই দণ্ডেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। কৈকেয়ী কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভস্বরে কহিলেন, মহারাজ! পুনর্ব্বার সত্যবদ্ধ করিলেন, দেখিবেন যেন অন্যথা না হয়; আপনি কল্য প্রাতে রামকে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে বিবাসিত করুন, আর প্রিয়পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন, আমার এই দুই প্রার্থনা।

এই কথা শ্রবণে রাজা নিস্তব্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি, আমার দিবাস্বপ্ন বা মোহ, অথবা চিত্তেরই কোন আকস্মিক উপদ্রব হইল! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কৈকেয়ীর হিংসাপূর্ণ প্রচণ্ডমূর্ত্তি বিলোকনে তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, বজ্রাহতের ন্যায় সহসা অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িলেন। ক্ষণ বিলম্বে চৈতন্য লাভ হইলে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, হা ধিক্, এই কথা বলিয়া প্রবল শোকাবেগে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন!

অনন্তর মূর্চ্ছাভঙ্গে রাজা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, রে নৃশংসে দুঃশীলে কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন, আমিই বা কি অপরাধ করিয়াছি। রাম চিরকাল তোমার প্রতি জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অনিষ্টের নিমিত্ত তুমি কেন উদ্যত হইয়াছ? হায়, আমি না জানিয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ বিষধরী ব্যালীকে গৃহে প্রবেশিত করিয়াছি। রে পাপে! পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই যাহার গুণের প্রশংসা করে সেই প্রিয়তম রামচন্দ্রকে আমি কি দোষে পরিত্যাগ করিব,

বরং সুমিত্রাকে ত্যাগ করিতে পারি, কৌশল্যাকেও ত্যাগ করিতে পারি, রাজলক্ষ্মীকেও ত্যাগ করিতে পারি, আপনার জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রিয়তম রামচন্দ্রকে কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। যাঁহার দর্শনমাত্রে অন্তঃকরণ অমৃতাভিষিক্ত হয়, যাঁহাকে ক্ষণমাত্র না দেখিলে জ্ঞানহারা হইতে হয়, আমি সেই প্রাণতুল্য রামকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। বরং, বিনা সূর্য্যে জীবলোক তিষ্ঠিতে পারে, বিনা তোয়ে শস্যও থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা এদেহে কিছুতেই জীবন থাকিতে পারে না।

রাজা এই কথা বলিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া, প্রসাদলাভের নিমিত্ত কৈকেয়ীর চরণধারণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ক্ষান্ত হও, এই নিদারুণ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর; রাম হইতে কেন বৃথা অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছ; আর দেখ, তুমি আমার কখন কোন অপ্রিয় কর্ম্ম কর নাই, তোমার মুখে কখন কোন অন্যায় কথাও শুনি নাই; তুমি যে এতদূর গর্হিত কর্ম্ম করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। তুমি যাঁহার উপর সর্ব্বদা বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া থাক, ভরতের তুল্য বলিয়া তুমি নিজমুখে যাঁহার সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাক, সেই রামের বনবাস তোমার অভীষ্ট হইবে, কখনই সম্ভাবনা করা যায় না। বস্তুতঃ ভরত অপেক্ষাও রাম তোমার অধিকতর সেবা করিয়া থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে বিবাসিত করিতে কেনইবা ইচ্ছা করিবে। যে মহাত্মার শরীরে সত্য, দান, তপশ্চর্য্যা, সারল্য, মিত্রবাৎসল্য প্রভৃতি গুণগণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, যাঁহার গুণে পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই বশীভূত, যিনি প্রাণা-

স্তেও কাহার হিংসা করেন না, কাহাকেও কোন অপ্রিয় কথা কহেন না, এবং কণামাত্র উপকৃত হইলে চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন, সেই নিখিললোক-ললামভূত পরমপুণ্য-চেতা প্রিয়তম রামচন্দ্রকে "তুমি বনে যাও" ঈদৃশ ঘোর হিংসাপূর্ণ কৃতঘ্ন অপ্রিয় কথা আমি কিরূপে বলিব। দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, চরম সময় উপস্থিত প্রায়, অতিকাতর হইয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি তোমার করুণা করা কর্ত্তব্য। এই সসাগরা ধরা-রাজ্যে যত বস্তু আছে সমস্তই দিতেছি, তুমি আমার মৃত্যুকামনা করিও না, আমি অঞ্জলিবদ্ধ করিতেছি, তোমার পায়ে ধরিতেছি, নিতান্ত শরণাগত হইয়াছি, তুমি আমাকে পাপকূপে নিপাতিত করিও না। নির্ম্মল সূর্য্যবংশকে চিরকলঙ্কিত করিতে বিরত হও।

রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ করিলে, কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে কিছুমাত্র লজ্জা, কিছুমাত্র ভয়, বা কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না; বরং তিনি অধিকতর প্রচণ্ডস্বরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে বর দিয়া ও সত্যবদ্ধ করিয়া যদি এখন কাপুরুষের ন্যায় অনুতাপ কর, জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে। যখন সমস্ত রাজর্ষিগণ একত্র হইয়া তোমাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিবে? বোধ হয়, এই উত্তরই দিতে হইবে যে, যে কৈকেয়ীর প্রসাদে আমার জীবনরক্ষা হইয়াছে, যাহাহইতে আমি ঘোর সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইয়াছি, তাহার নিকট অঙ্গীকার প্রতিপালন করি নাই; ইহা ছাড়া তোমার আর কি বলিবার আছে। আর তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গে কি

সূর্য্যবংশ কলঙ্কিত হইবে না মনে ভাবিয়াছ? তোমার ন্যায় কোন্ প্রসিদ্ধ-নামা পুরুষ প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া আপনাকে পাপপঙ্কে নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করে? দেখ, শৈব্য, একটী কপোতকে অভয়দান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আত্মশরীরের সমুদায় মাংস শ্যেন-পক্ষীকে দিয়া, ইহলোকে কেমন অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে কেমন অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছে! কৈ সে ত আপনার মৃত্যুভয়ে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই। এমন কত কত পুণ্যনামা মহাত্মগণ অঙ্গীকার পালনার্থ আনন্দিতচিত্তে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ধরাতলে চিরকীর্ত্তিত রহিয়াছেন! অতএব পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ কর, মিথ্যা হইতে বিরত হও। দেখিতেছি, তোমার নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। তুমি সত্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া রামকে রাজা করিয়া কৌশল্যার সহিত আমোদসুখে কালাতিপাত করিবে মনে করিয়াছ। কিন্তু ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আমার নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছ কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদি রামকে অভিষিক্ত কর তাহা হইলে অদ্যই হলাহল গরল পান করিয়া তোমার সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করিব। কৌশল্যা যে রাজমাতা হইয়া লোকের সাঞ্জলিপ্রণিপাত প্রতিগ্রহ করিবে তাহা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না। আমি প্রাণপ্রতিম ভরতের দিব্য করিতেছি, রামের বনবাস ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব না।

দশরথ কৈকেয়ীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, ক্ষণকাল কোন কথাই কহিতে পারিলেন

না। একপক্ষে মহিষীর প্রতিজ্ঞা ও পক্ষান্তরে রামের বনবাস, চিন্তা করিয়া কৈকেয়ীর প্রতি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে থাকিয়া "হা রাম!" এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরস্বরে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! আপাত-মনোরম পরিণাম-বিষম এই বিষয়টী তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছে? তোমার নিতান্তই মতি-ভ্রম হইয়াছে, এমন নিষ্ঠুর কথা বলিতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জা হইতেছে না। তোমাকে এত নীচ, এত-দূর দুঃশীলা বলিয়া আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই; তোমার পূর্ব্বতন গুণসমুদায়ের আজ সম্পূর্ণ বিপরীতভাব দেখিতেছি। তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ও কনিষ্ঠ ভরতের রাজ্যাভিষেক, কি বলিয়া প্রার্থনা করিতেছ? যদি ভরতের, আমার, ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের হিতানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা কর, এই পাপ সঙ্কল্প হইতে বিরত হও; তুমি নিশ্চয় জানিবে ভরত, রামশূন্য রাজ্যে কখনই বাস করিবেন না। আর আমরা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে তুমি এই ঘোর নিষ্ঠুর নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ? আহা, "রাম তুমি বনে যাও" এই কথা বলিলে তাঁহার বদন যখন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইবে, আমি কিরূপে দেখিব। হায়! অমাত্য বান্ধবগণের সহিত একত্র হইয়া কল্য যাঁহাকে রাজা করিব স্থির করিয়াছি, প্রাণ থাকিতে আমি তাঁহাকে কিরূপে অরণ্যবাসী করিব! দিগ্‌দেশাগত নিমন্ত্রিত রাজন্যগণ সভাস্থ হইয়া আমাকে কি বলিবেন! বয়োগুণবৃদ্ধ রাজর্ষিগণ যখন রামের কথা

জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব! কৈকেয়ীর উৎপীড়নায় সত্যপালনার্থ রামকে বনবাসী করিয়াছি বলিলে কেহই বিশ্বাস করিবেন না। গুরু বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিগণ আমাকে কি মনে করিবেন! রামকে নির্ব্বাসিত করিলে একপুত্রা দুঃখিনী কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন, এরূপ অনিষ্ট করিয়া আমিই বা তাঁহাকে কি বলিব! আহা, যে মহিষী কখন দাসীর ন্যায়, কখন সখীর ন্যায়, কখন ভার্য্যার ন্যায়, কখনবা স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, আমার সেবা করেন, কর্কশ বা অপ্রিয় বাক্য যাঁহার মুখে কখন শুনি নাই, যিনি স্বপ্নেও আমার অহিত চিন্তা করেন না, সেই সাধ্বী সরলা পতি-পরায়ণা কৌশল্যার কি এই পুরস্কার হইল! হা দুঃশীলে কৈকেয়ি! আমি এতকাল যে সেই ধর্ম্মচারিণীর কোন প্রত্যুপকার করি নাই, সে শুদ্ধ তোমারই নিমিত্ত। আমি তোমারই নিমিত্ত তাঁহাকে চিরকাল উপেক্ষিত করিয়াছি এবং তোমার সুখের নিমিত্তই তাঁহাকে চির-জীবন কষ্ট দিয়া আসিতেছি। আমি তোমার ইষ্ট-সাধনের নিমিত্ত এতকাল যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছি সেই গুলি রোগীর কুপথ্যসেবনের ন্যায় আমার প্রাণনাশেরই কারণ হইল! হায়! রামকে বনবাসী করিলে সুমিত্রা দেবী আর আমাকে বিশ্বাস করিবেন না; স্বামীর বনবাসে জনকনন্দিনী কখনই প্রাণধারণ করিতে পারি-বেন না, তিনি, হিমালয়পার্শ্বে কিন্নর-বিরহিতা কিন্নরীর ন্যায়, আমার পার্শ্বে বসিয়া নিরন্তর বাষ্পবারি বর্ষণ করিবেন।

হা দুঃশীলে কৈকেয়ি! রামকে বনবাসী হইতে এবং

সীতাকে অবিরত রোদন করিতে দেখিয়া, আমি কথনইত জীবন ধারণ করিতে পারিব না। যেমন হরিণগণ কপটী ব্যাধদিগের সঙ্গীত-রবে মুগ্ধ ও জালনিবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, তোমার মধুর বাক্যে আমিও সেইরূপে বিনষ্ট হইলাম। হায়! আমি কাচমূল্যে অমূল্য চিন্তামণি বিক্রয় করিলাম! একটা সামান্য নারীর সুখের নিমিত্ত জগতের যাবতীয় লোকের সুখের মূলোৎপাটন করিলাম! তোমাকেই বা কি দোষ দিব। এসমুদায় আমার পূর্ব্বকৃত পাপেরই পরিণাম। আমি মহাপাতকী না হইলে "রামকে বনবাসী কর" এই কথা কিরূপেই ক্ষমা করিলাম; রে পাপীয়সি! আমি আমোদে অন্ধ হইয়া এতকাল তোমাকে মৃত্যু বলিয়া চিনিতে পারি নাই। আমি অজ্ঞান বালকের ন্যায় নিজ করে, কৃষ্ণসর্প ধারণ করিয়াছি। হায়! মহাত্মা রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিলে আমার নিন্দার আর সীমা থাকিবে না। সকলেই বলিবে "দশরথ অতি মুর্খ, অতি নরাধম ও অত্যন্ত কামাত্মা, যে একটা স্ত্রীর অনুরোধে নিরপরাধে প্রিয়পুত্রকে বিবাসিত করিল।" আহা! রাম আমার কথায় দ্বিরুক্তি মাত্র করিবেন না। "বনে যাও" বলিলে বৎস তৎক্ষণাৎ বনে প্রস্থান করিবেন। ফলতঃ রাম এ বিষয়ে যদি আমার প্রতিকূলাচরণ করেন তাহা হইলেই মনোমত কার্য্য হয়, কিন্তু সরলাশয় পুত্র আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন না। রে নীচে কৈকেয়ি! তোমার রাজ্যলোভে কেবল রামেরই বিবাসন ও তন্মাত্র পাপাচরণ হইতেছে না, রাম বিবাসিত হইলে তাঁহার একান্ত ভক্ত লক্ষ্মণ সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিবাসিত হইবেন। পুত্রদ্বয়ের নির্ব্বাসনে

লোক নিন্দা ও শোক সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে অবশ্যই মৃত্যু-হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ঈদৃশ পতি পুত্র বিয়োগে কৌশল্যা ও সুমিত্রারও প্রাণ বিয়োগ হইবে। সাধ্বী ধর্ম্মশীলা সীতাও প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। এবম্বিধ কঠোর নিষ্ঠুর ব্যবহারে শত্রুঘ্নও রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবেন। হা পাপীয়সি! মহাবীর তিন পুত্রকে দূরীকৃত ও আমাদিগের চারি জনকে বিনষ্ট করিয়া কি তুমি নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিবে ভাবিয়াছ? আর এসমুদয় কি ভরতেরও অভিমত? যদি তাহাই হয়, আমি মরিলে সে যেন আমার প্রেতকার্য্য কিছুই না করে। রে নীচে কৈকেয়ি! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি, ভরতকে পরিত্যাগ করিতেছি, আপনার জীবনও পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি সুখী হও। তুমি বিধবা হইয়া, পুত্রের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ সম্ভোগ কর।

হায়! যে রাম, রথ অশ্ব বা হস্তী ভিন্ন কখন কোথাও যান নাই, তিনি নিবিড় অরণ্য মধ্যে কি রূপে বিচরণ করিবেন। আহা! যাঁহার আহারের নিমিত্ত প্রধান প্রধান পাচকগণ অহঙ্কার পূর্ব্বক উত্তম উত্তম পান ভোজন প্রস্তুত করে, সেই রাম যদৃচ্ছালব্ধ কটু তিক্ত কষায় ফল মূল ভক্ষণ করিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিবেন। যাবজ্জীবন সুকোমল রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাম কিরূপে জটাচীরধারী হইবেন।

রাজা এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া কহিলেন। আঃ, শঠতায়, স্বার্থপরতায় ধিক্। রে দুঃশীলে নৃশংসে কৈকেয়ি! তুই আপনার অকিঞ্চন স্বার্থ সাধনের

নিমিত্ত জগতের হিত বিলোপ করিলি। অদ্য রামকে বিপন্ন দেখিয়া সমস্ত জগৎ কুপিত ও বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হউক, পিতা মাত্রেই প্রিয় পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করুক, ও চিরানুরক্ত ভার্য্যা মাত্রেই নিজ নিজ স্বামী ত্যাগ করুক। হায়! আমি এতকাল করাল বিষধরীকে অঙ্কে করিয়া রাখিয়াছিলাম, আমি আপনার মৃত্যুকে আপনই গৃহে প্রবেশিত করিয়াছি। রে পাপীয়সি! নিষ্পাপ রামচন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা সময়ে তোর দন্ত-পংক্তি, যে কেন সহস্রধা স্খলিত হইল না বলিতে পারি না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুই তাপিতই হ, জ্বলন্ত অনলেই প্রবেশ কর্, বিষ পানই বা কর্, আর মহীগহ্বরেই বা প্রবিষ্ট হ, কিছুতেই তোর পাপাভিলাষ পরিপূর্ণ করিব না।

এই কথা বলিবামাত্রই রাজার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তখন তিনি আপনাকে সত্য-পাশে নিতান্ত আবদ্ধ ও নিরুপায় বিবেচনা করিয়া, পুনর্ব্বার অতি-কাতরে মহিষীর চরণ ধারণ করিয়া প্রসাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি যত রোদন ও যতই প্রবোধ প্রদান করিলেন, কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে কিছুতেই করুণার সঞ্চার ও কল্যাণী বুদ্ধির উদয় হইল না। বরং মনোরথ সিদ্ধির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি ঘোরতর কঠোর স্বরে রাজাকে মিথ্যাবাদী অসত্য-প্রতিজ্ঞ ও পাপাত্মা বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন।

কৈকেয়ীর ভৎর্সনা বাক্যে রাজা অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, রে পাপে! তুই আমাকে যেমন কষ্ট দিলি

তেমনি তোর ইহামুত্র কোথাও মঙ্গল হইবে না। রে নিষ্ঠুরে! রামের বনবাস ও আমার প্রাণনাশ হইলেই তোর কামনা সিদ্ধ হইবে। রে পাপীয়সি! আমি তোর নিমিত্ত পরলোকেও সুখী হইতে পারিব না। তথায় দেবগণ, পুত্র বিবাসনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কোন্ যুক্তি-বলে আত্ম-শোধন করিব? কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার পালনের নিমিত্ত এই কার্য্য করিয়াছি বলিলে, সকলেই আমাকে স্ত্রৈণ ও কামপরতন্ত্র বলিয়া দোষী করিবেন। যে গুণবান্ মহাত্মা রামচন্দ্রকে আমি কত যত্ন কত পরিশ্রম ও যজ্ঞের ফলে পাইয়াছি, তাঁহাকে কি রূপে পরিত্যাগ করিব! বীরকুল-চূড়ামণি বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ইন্দীবর-শ্যামসুন্দর অভিরাম রাম-চন্দ্রকে কি রূপে দণ্ডকারণ্যে বিবাসিত করিব! যে রাম জন্মাবধি রাজভোগে সুখে রহিয়াছেন, দুঃখের লেশও পান নাই, তাঁহাকে বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে কি রূপে দেখিব। রে নিষ্ঠুরে! তথাবিধ সত্যপরাক্রম ধীমান্ রামচন্দ্রের কেন অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছিস্? কেনই বা আমাকে ঘোর অযশঃপঙ্কে নিমগ্ন ও লোকমনাস্কে পরিভূত করিতেছিস্?

দশরথ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, সূর্য্য অস্তমিত ও রজনী উপস্থিত হইল। নক্ষত্রমালা উদ্যানগত কুসুম-কলিকার ন্যায় ক্রমে প্রকাশিত হইয়া দিগঙ্গনার সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত করিল। সুধাকরও শনৈঃ শনৈঃ উদয়াচলে আরোহণ করিয়া সুখস্পর্শ করজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভূলোকের সন্তাপ শান্তি করিতে লাগিলেন। শীতল সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ গমনে যাবতীয় প্রাণীকে স্নিগ্ধ

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে দশরথের কিছুমাত্র সন্তাপ দূর হইল না।

বৃদ্ধ রাজা আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মত্তপ্রায় আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। নিশাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে চন্দ্রনক্ষত্রভূষিতে যামিনি! তুমি প্রভাত হইও না, আমি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি আমার প্রতি অনুকম্পা কর। অথবা তুমি শীঘ্রই প্রভাতা হও, তাহা হইলে আর পাপীয়সী কৈকেয়ীর মুখাবলোকন করিতে হইবে না। রাজা এই কথা বলিয়া সংযতাঞ্জলি হইয়া মহিষীকে পুনর্ব্বার প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হে প্রেয়সি! আমি জ্ঞানপূর্ব্বক কখন কোন অপরাধ বা কোন অসৎকার্য্য করি নাই, আমি তোমার নিতান্ত অনুগত ও শরণাপন্ন হইয়াছি, পরমায়ুরও প্রায় শেষ হইয়াছে, অতি দীন-ভাবে প্রার্থনা করিতেছি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দেবি! আমি কল্য রামকে অভিষিক্ত করিব একথা সভামধ্যে সর্ব্বজন সমক্ষে বলিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট আমাকে উপহাসাস্পদ করিও না। হে কেকয়রাজনন্দিনি! রাম তোমার দত্ত অক্ষয় রাজ্য লাভ করুন, তাহা হইলে পৃথিবীতে সকলেই তোমার যশোগান করিবে। হে বালে! রাম রাজা হন, ইহা যে কেবল আমার অভীষ্ট এমত নহে, ইহা সমুদায় প্রজাবর্গের এবং ভরতেরও নিতান্ত বাঞ্ছিত। অতএব এ বিষয়ে আর অন্য মত করিও না।

সরলস্বভাব অধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ রাজা দশরথ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে করুণস্বরে অনেকক্ষণ বিলাপ করিলেও, কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে কণামাত্রও করুণার সঞ্চার হইল না।

রাজা যত বুঝাইতে লাগিলেন তিনি তাহার কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন দশরথ তাঁহাকে রামবিবাসনে স্থির-প্রতিজ্ঞ বুঝিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। দুষ্টস্বভাবা কৈকেয়ী রাজাকে পুত্রশোকে একান্ত অধীর, সংজ্ঞাশূন্য, মৃতপ্রায়, পতিত দেখিয়া কর্কশস্বরে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! তুমি আমাকে বর দিয়া যেন ঘোর পাপকর্ম্ম করিয়াছ এমত ভাবে কেন ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছ? তোমার নিজ মর্য্যাদায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য। দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ সত্যকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমিও তোমাকে সেই সত্যধর্ম্ম পালন করিতেই বলিতেছি। প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যে সমস্ত মহাত্মার সদ্গতি হইয়াছে তাঁহাদিগের বিষয় তুমি বিলক্ষণ জান। ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্য শব্দে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। সনাতন বেদ-শাস্ত্রেও উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, সত্যের অনুবর্ত্তী হও, বরদান সার্থক কর, ধর্ম্ম রক্ষা ও আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত রামকে বনে পাঠাও। আমি তিন বার বলিলাম, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা পালনে নিতান্তই পরাঙ্মুখ হও, এই দণ্ডেই তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এইরূপ বলিলে, দশরথের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইল, বদন ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল, অশ্রুভরে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন, রে পাপে কৈকেয়ি, আমি অগ্নিকে সাক্ষী

করিয়া তোমার যে মন্ত্রপূত পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা আজ পরিত্যাগ করিলাম, এবং ভরতকেও ত্যাগ করিলাম। দেখ, রজনী প্রভাত-প্রায় হইল, বশিষ্ঠাদি গুরুজন এখনই আসিয়া রামের অভিষেকের নিমিত্ত ত্বরা করিবেন। যদি তাঁহাদিগকেও অবজ্ঞা করিয়া অভিষেকের ব্যাঘাত কর তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, এই সমস্ত অভিষেক-সামগ্রী লইয়া রাম আমার সলিলক্রিয়াদি করিবেন। আমার প্রেত-কার্য্যে ভরতের কোন অধিকার থাকিবে না। দশরথ রাজ্ঞীকে এই কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাতা হইল।

অনন্তর দুঃশীলা কৈকেয়ী রোষ-কর্কশস্বরে রাজাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন মহারাজ তুমি বিষবিকৃত রোগীর ন্যায় আর কেন বৃথা কথা কহিতেছ? এই দণ্ডেই রামকে আনাইয়া বনবাসের আজ্ঞা দাও এবং ভরতকে নিঃসপত্ন করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত কর। তাহা হইলেই সত্যবন্ধ হইতে তোমার মুক্তি ও কৃতার্থতা লাভ হইবে; ইহা ভিন্ন আর কিছুতেই তোমার নিস্তার নাই। এ কথায় রাজা আপনাকে সত্যপাশে বদ্ধ বিবেচনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

এদিকে সূর্য্যোদয় হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ বহুসংখ্য শিষ্য সমভিব্যাহারে অভিষেক-সম্ভার লইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন রাজপথ সকল সিক্ত ও সম্মার্জ্জিত হইয়াছে, পতাকাশ্রেণী উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, লোকসকল চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল করিতেছে, বিপণী বিবিধ পণ্য দ্রব্যে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত হইয়াছে, অগুরুচন্দনাদিগন্ধে নগরাঙ্গন সুবাসিত হইতেছে। রাম রাজা হইবেন

বলিয়া স্থানে স্থানে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। বশিষ্ঠ এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাজবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নগরের ও জনপদের বহুসংখ্য ব্যক্তি অভিষেক দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছে; বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ ও প্রধান প্রধান সদস্যবর্গে সভা-স্থল পরিপূর্ণ হইয়াছে। বশিষ্ঠ এই সমস্ত সন্দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে অন্তঃ-পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুমন্ত্রকে দেখিতে পাইয়া আপনার আগমন বার্ত্তা রাজাকে জানাইতে কহিলেন। আরও বলিলেন রামের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে; গঙ্গাজলপূর্ণ কাঞ্চনকলস, মঙ্গল-পীঠ, বিবিধ রত্ন, দধি, ঘৃত, লাজ, পুষ্পাদি সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে; সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা অষ্টকন্যা, মত্তবারণ, চতুরশ্ব রথ, মহীয়ান্ নিস্ত্রিংশ, উত্তম ধনু, শ্বেতবর্ণ ছত্র ও চামর, হিরণ্ময় ভৃঙ্গারক, হেমদাম-ভূষিত পাণ্ডুবর্ণ বৃষ প্রভৃতি সকলই সজ্জিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান নাগরিকগণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নানাদেশীয় রাজন্যগণে সভাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়াছে; শুভলগ্নেরও বিলম্ব নাই; অতএব সূত, তুমি শীঘ্র গিয়া রাজাকে এই সকল কথা বলিয়া ত্বরা কর। সুমন্ত্র বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণমাত্র অন্তঃপুর-মধ্যে রাজার শয়ন-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে যথো-চিত স্তুতিবাদ পূর্ব্বক বশিষ্ঠোক্ত সমুদায় যথাবৎ বর্ণন করিলেন।

দশরথ ঐ বিষয়েরই চিন্তা করিতেছিলেন, এক্ষণে সুমন্ত্র-বচনে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া কোন কথা না

কহিয়া, ম্লান বদনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সুমন্ত্র রাজার তথাবিধ ভাব দর্শনে ভীত হইয়া, তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলে, চতুরা কৈকেয়ী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সূত, রাজা রামাভিষেকের আনন্দে কল্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া এক্ষণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, তুমি সত্বর গিয়া রামকে এই খানে লইয়া এস। সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা না পাইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হইলে, রাজা রামকে আনিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র সুমন্ত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজার ভাব-বৈপরীত্যের বিষয় বহুক্ষণ আন্দোলন করিলেন, কিছুতেই প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে "রাজা অভিষেকার্থই রামকে আনিতে আদেশ করিয়াছেন" স্থির করিলেন।

সুমন্ত্র অবিলম্বেই রামের অভিষেক হইবে এই আশয়ে মহানন্দে সত্বর তাঁহার বাস-ভবনে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, অসংখ্য নাগরিক নিজ নিজ যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক উপায়ন-সম্ভার লইয়া রাম-দর্শনার্থে তোরণ দ্বারের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটী বৃহৎকায় হস্তী ও কতকগুলি অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে। দ্বারের অভ্যন্তরে বিশাল-বক্ষঃস্থল মহাবল পুরুষেরা ভয়ঙ্কর বেশে দ্বার রক্ষা করিতেছে, ভবনপ্রাঙ্গনে রাম-সহচরগণ, রাজন্যগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান লোক সকল রামাভিষেকের কথা বার্ত্তায় মহান্ আনন্দ অনুভব করিতেছে। সুমন্ত্র এই সমস্ত সন্দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া অন্তঃপুর-

দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বেত্রপাণি বৃদ্ধ দ্বারপালেরা সুমন্ত্রকে দেখিবামাত্র আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিল, এবং তাঁহার আগমন-বার্ত্তা রামকে অবগত করিয়া, সারথিকে তাঁহার নিকট লইয়া গেল।

সুমন্ত্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাম রাজবেশ পরিধান করিয়া সৌবর্ণ পল্যঙ্কে আসীন রহিয়াছেন, সর্ব্বাভরণ ভূষিতা সীতা পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। সুমন্ত্র বিনীত ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, রামের বিজয় স্তুতি করিয়া, আপনার আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন, কহিলেন রাজা মহিষী কৈকেয়ীর শয়ন-মন্দিরে যুবরাজের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাম সারথিকে সমুচিত সম্মানিত করিয়া সীতাকে কহিলেন, প্রেয়সি, রাজা অভিষেকার্থই আমাকে আহ্বান করিতেছেন, সুদক্ষিণা হিতকারিণী জননী কৈকেয়ী রাজাকে ত্বরা করাতেই তিনি দূত পাঠাইয়াছেন। অদ্য নিশ্চয়ই আমার অভিষেক হইবে, অতএব আমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন করি, তুমি পরিজনবর্গের সহিত আনন্দে অবস্থান কর। পতির এরূপ সম্মাননায় সীতা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্রকে মহারাজ আজি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কালান্তরে সাম্রাজ্যেও অভিষিক্ত করিবেন। আমি প্রাণেশ্বরের দীক্ষা-চিহ্ন-ধারণ দর্শনে জীবন চরিতার্থ করিব। এইরূপে সীতা নানা শুভ সম্ভাবনা করিয়া পতিসঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

রাম সীতার নিকট বিদায় লইয়া, লক্ষ্মণ ও বন্ধুবর্গের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং অর্থী ও ব্রাহ্মণ দিগকে

ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া, মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পরে বহিস্থ নাগরিক-গণ উপায়ন প্রদান করিলে তিনি মৃদু মধুর বাক্যে যাবতীয় ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা করিয়া, সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ সমভি-ব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। ধীমান্ সারথি সর্ব্বজনসন্তোষার্থ মন্দ মন্দ ভাবে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। শত শত অশ্বারোহী বীরপুরুষ বিজয়-ধ্বনি করিতে করিতে রথের অগ্রে অগ্রে চলিল। কত ব্যক্তি হস্তিপৃষ্ঠে, কত ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে ও কত ব্যক্তি নর-যানে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে জন-সমূহের মহান্ কোলাহল হইয়া উঠিল। বাদিত্রের শব্দে, বন্দিগণের স্তুতি-সঙ্গীতে ও বীরগণের সদর্প সিংহনাদে নগরাঙ্গন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বাতায়নস্থ নারী-গণ রামের অভিষেক মঙ্গলার্থ রামসমীপে রাশি রাশি লাজ ও কুসুম নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চতুঃপার্শ্বস্থ ও প্রাসাদস্থ জনগণ “অদ্য রাম রাজা হইবেন, অদ্য আমাদিগের চিরকালের আশা ফলবতী হইবে ; ধন্যা দেবী সীতা, যিনি এতাদৃশ গুণবান রামের সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন ; ধন্যা মহিষী কৌশল্যা, যিনি এবম্বিধ গুণবান্ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ; ধন্য রাজা দশরথ, যিনি এতাদৃশ উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন” ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর রথ রাজবাটীর নিকটে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ লোক সকল জয় শব্দ করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম বিনয়

প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলেরই যথাযোগ্য সম্মাননা করিলেন এবং রাজপথের উভয় পার্শ্বে অভিষেকসূচক ঘৃতপূর্ণ দধিপূর্ণ ও গঙ্গাজলপূর্ণ কলস সকল শ্রেণীবদ্ধ সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে দেখিতে আনন্দিতান্তঃকরণে প্রিয় বান্ধবগণের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। প্রথম কক্ষ্যাদ্বয় রাম বাজিপৃষ্ঠে অতিক্রম করিয়া তৃতীয় কক্ষ্যায় পদব্রজে চলিলেন। ঐ কক্ষ্যায় অভিষেকের নিমিত্ত সভা হইয়া ছিল। তথায় অভিষেচনের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। দূরদেশাগত নিমন্ত্রিত রাজন্যগণ আসীন রহিয়াছেন। রাম এই সমস্ত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলে বিনীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি তাবৎকেই প্রত্যভিনন্দন করিলেন। অনন্তর সহচর বন্ধুবর্গকে সেই স্থানে রাখিয়া তিনি একাকী রাজার শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাম কৈকেয়ীর শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, রাজা অতি বিষণ্ণভাবে পল্যঙ্কে নিষণ্ণ রহিয়াছেন দেখিয়াই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং শঙ্কিত মনে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ সাবধান হইয়া কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করিলেন। দশরথ প্রিয় তনয়কে সমাগত দেখিয়া, "হা রাম" এই কথা মাত্র বলিয়া শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। বাষ্পজলে তাঁহার কণ্ঠপথ অবরুদ্ধ হইল, নয়নদ্বয় প্লাবিত হইতে লাগিল; তখন তিনি আর রামকে দেখিতেও পাইলেন না, কোন কথা কহিতেও পারিলেন না। রাম, অগাধ গাম্ভীর্য্যশালী পৃথ্বীশ্বরের ঈদৃশ

অসঙ্গত শোক-ক্ষোভ দর্শনে অত্যন্ত ভীত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন "অদ্য পিতা আমাকে কেন প্রত্যভিনন্দন করিলেন্ না! ইনি অন্য দিন কুপিত থাকিলেও আমাকে দেখিবামাত্র প্রসন্ন হয়েন, অদ্য ইহাঁর কেন এরূপ ভাব হইল।" ধীমান্ রাম এই প্রকার চিন্তা করিয়া ম্লান বদনে দীন স্বরে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি আমি অজ্ঞান পূর্ব্বক কি কোন অপরাধ করিয়াছি? পিতার এরূপ ক্রোধ কেন হইয়াছে বলুন এবং আপনিই মহারাজকে প্রসন্ন করুন। পিতা আমার প্রতি চিরবৎসল হইয়াও আজ আমাকে দেখিয়া এপ্রকার বিষণ্ণ বদনে দীনভাবে রহিলেন্ কেন? কেনই বা কোন কথা কহিতেছেন না? মহারাজের শারীরিক বা মানসিক কোন বিশেষ যাতনা উপস্থিত হয় নাইত? কারণ, সংসারে সদাতন সুখ নিতান্তই দুর্লভ। অতএব জননি, আপনি পিতার আকস্মিক বিকৃতিভাবের কারণ ব্যক্ত করিয়া বলুন্; ইহাঁর এবম্বিধ ভাব দর্শনে আমার প্রাণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে।

রাম এইরূপ বলিলে নির্লজ্জা কৈকেয়ী আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, বৎস, রাজা রাগ করেন নাই এবং ইহাঁর কোন যাতনাও উপস্থিত হয় নাই; ইহাঁর মনোগত কোন কথা আছে, শুদ্ধ তোমার ভয়ে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন্ না। প্রিয়তম পুত্রকে অপ্রিয় বলিতে ইহাঁর কথা সরিতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা প্রতিপালন করা তোমার

অবশ্যই কর্ত্তব্য। মহারাজ পূর্ব্বে আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর দিয়াছিলেন। এক্ষণে কোন বিষয় প্রার্থনা করাতে ইনি সামান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। দেখ, সাধুগণ সত্যধর্ম্মকে সমুদায় ধর্ম্মের মূল বলিয়া থাকেন। যাহাতে তোমার নিমিত্ত রাজার ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ না হয়, তাহা তুমি অবশ্যই করিবে। এক্ষণে যদি আমি বলিলে কথার অন্যথা করিবে না প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে সমুদয় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি; রাজা স্বয়ং তাহা বলিবেন না।

রাম কৈকেয়ীর ঈদৃশ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন, হা ধিক্, দেবি, আমাকে এরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় না; পিতা আদেশ করিলে আমি কালকূট পান করিতে পারি, সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারি, এবং প্রজ্বলিত হুতাশনেও অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি; অতএব আপনি পিতার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবশ্যই প্রতিপালন করিব।

কৈকেয়ী, সরলাশয় পুণ্যচেতা রামচন্দ্রকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া আপনার মনোগত ঘোর নৃশংসভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন রাম! পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে তোমার পিতা শল্যাহত হইলে আমি বহুযত্নে ইঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়া ইনি আমাকে দুইটী বর দেন, আজ আমি একটী বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক ও অপর বরে তোমার অদ্যই দণ্ডকারণ্য-যাত্রা, রাজার নিকট প্রার্থনা করি-

য়াছি। এখন যদি তুমি রাজাকে ও আপনাকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা কর, আমার কথা শুন, তুমি অদ্যই বনগমন কর; আর তোমার অভিষেকের নিমিত্ত যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছে তাহাতে ভরত অভিষিক্ত হউক। তুমি জটাচীর-ধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যবাসী হও, ভরত বিবিধ রত্নপূর্ণ বসুন্ধরার রাজত্ব করুক্। বৎস, আমি এইমাত্র প্রার্থনা করাতে তোমার পিতা একবারে শোকে অধীর হইয়াছেন ও কোন কথাই কহিতেছেন না। ফলতঃ যাহাতে রাজার সনাতন সত্যধর্ম্মের রক্ষা হয় তাহা তুমি অবশ্যই করিবে।

ধীরপ্রধান রাম কৈকেয়ীর তাদৃশ মর্ম্মভেদী ঘোর নৃশংস বাক্যেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি অম্লানবদনে কহিলেন, দেবি, দুঃখ করিবেন না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাজার সত্যপালনার্থ অদ্যই জটা-চীর-ধারী হইয়া অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিব। কিন্তু মহারাজ পূর্ব্বের ন্যায় আজ আমাকে কেন অভিনন্দন করিতেছেন না? রাজা কোন আজ্ঞা করিলে আমি আপনাকে অনুগৃহীত বলিয়াই বিবেচনা করি; ভৃত্য ও পুত্রের নিকট সঙ্কোচের বিষয় কি আছে? পিতা আমাদিগের সকলেরই রাজা, সকলেরই প্রভু ও সক-লেরই গুরু; পিতার আজ্ঞা মস্তকে লইয়া আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। আমি পুনর্ব্বার প্রতিশ্রুত হইতেছি অদ্যই কৌপীনধারী হইয়া বনবাসী হইব। কিন্তু আমার মহৎ দুঃখ এই যে রাজা ভরতের অভি-ষেকের কথা স্বয়ং বলিতেছেন না। ভরত যে প্রকার

গুণবান ও আমার যে প্রকার স্নেহভাজন, রাজা না বলিলেও, আমি স্বতই তাঁহাকে সমুদয় রাজ্য প্রদান করিতে পারি, এবং তাঁহার নিমিত্ত এ জীবন, ও জীবনাধিক সীতাকেও উৎসর্গ করিতে পারি। অতএব আপনকার ইষ্টসাধন ও পিতার সত্যপালনের নিমিত্ত আমাকেআজ্ঞা করিতে আপনাদের সঙ্কোচের বিষয় ত কিছুই নাই। মহারাজ যে অধোবদনে অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আপনি উহাঁকে সান্ত্বনা করুন। দূতেরা অদ্যই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে বেগগামী ঘোটকে শীঘ্র গমন করুক, আমি সত্বর দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিতেছি।

কঠোর-হৃদয়া কৈকেয়ী রামের তথাবিধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বনপ্রস্থানের নিমিত্ত তাঁহাকে ত্বরা করিতে লাগিলেন ; কহিলেন পুত্র, তোমার কথাই হউক, দূতগণ দ্রুতগামী ঘোটক লইয়া অদ্যই ভরতকে আনিতে যাউক, তুমিও আর বিলম্ব করিও না। যেরূপ উৎসুক হইয়াছ, এই দণ্ডেই তোমার দণ্ডকবনে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। তবে মহারাজ যে তোমাকে স্বয়ং কোন কথা কহিতেছেন না, তাহাতে তোমার দুঃখের বিষয় কি আছে ? বস্তুতঃ তুমি এই পুরী হইতে যতক্ষণ অরণ্যযাত্রা না করিবে, ততক্ষণ রাজা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।

রাজা দশরথ এই সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে, হা ধিক্ এই কথা মাত্র বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাম বহু যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলে, কৈকেয়ী পুনর্ব্বার

কহিলেন, বৎস রাম! তুমি আর বিলম্ব করিও না, এখনই বনগমন কর। ধীমান্ রাম তাঁহার তথাবিধ নিষ্ঠুর ব্যগ্রভাব দেখিয়া বলিলেন, মাতঃ, চিন্তা করিবেন না, প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমি মহারাজের ইষ্টানুষ্ঠান করিব। পিতার শুশ্রূষা ও পিতার আজ্ঞা পালনের ন্যায় প্রধান ধর্ম্ম আর নাই; অতএব আমি জননীর নিকট বিদায় লইয়া সীতাকে বলিয়া এই দণ্ডেই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; এখন ভরত যাহাতে পিতার শুশ্রূষা ও রাজ্যের রক্ষাবিধান করেন আপনি তাহা করিবেন। রাম এই কথা বলিয়া তাঁহা-দিগের চরণে প্রণাম করিলে, দশরথ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন রাম তাঁহাদিগের উভয়কে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হই-লেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি সমুদায় অবগত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং রাম বিনা জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না স্থির বিবেচনা করিয়া মনে মনে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

অনন্তর রাম রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া ছত্রধর, চামরধর, সহচর, ও ভৃত্যাদিগকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরান্তঃকরণে মাতার ভবনাভিমুখে মন্দমন্দ গমন করিতে লাগিলেন। যেমন কলাক্ষয়ে চন্দ্রের রমণীয়তার অপচয় হয় না, তদ্রূপ তত নৈরাশ্য ও তত বিপদেও রামের বদনশ্রীর কিছুমাত্র গ্লানি হয় নাই। ফলতঃ রামচন্দ্রের অন্তঃকরণ এত উন্নত ছিল যে সাংসারিক ঘটনার পরিবর্ত্তনে তাঁহার প্রাকৃ-

তিক ভাবের পরিবৃত্তি হইত না। যৌবরাজ্য-লাভের আশায় পিতার নিকট গমনকালে তাঁহার বদন যে-প্রকার প্রসন্ন ছিল, বনগমনার্থ মাতার নিকট বিদায় লইতে যাইতেছেন এখনও তাঁহার বদন সেইরূপই লক্ষিত হইল। তাঁহার মুখে কেহ কোন বিকৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইল না। যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, তিনি মধুর বচনে সকলেরই যথাবৎ সম্মাননা করিতে করিতে চলিলেন। তুল্য-পরাক্রম-শালী লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

রাম রাজভবন হইতে বহির্গত হইলে অন্তঃপুরমধ্যে রোদনধ্বনি উঠিল; আর আর মহিষীগণ সকলেই বলিতে লাগিলেন, যে রাম, না বলিলেও, সর্ব্বদা আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করেন, যিনি আমাদিগের একমাত্র গতি ও একমাত্র শরণ, হায়, তিনি আজ বনবাসী হইলেন! আহা, যে মহাত্মা চিরকাল আমাদিগের সহিত জননী-তুল্য ব্যবহার করেন, কখন কাহার প্রতি উপেক্ষা করেন না; যাঁহার দর্শনমাত্রে ক্রোধীরও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়; সকল-মঙ্গল-ধাম সেই রাম আজি বনবাসী হইলেন! হায়, দুর্ব্বুদ্ধি রাজা তেমন আশ্রিত-বৎসল সর্ব্বজনৈক-শরণ বৎস রামচন্দ্রকে বনবাসী করিলেন! মহিষীগণ আর্ত্তস্বরে এ প্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, রাজার ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

রামের মাতৃগৃহপ্রবেশ।

—৪৪৪৪—

রাম অন্তঃপুর স্ত্রীবর্গের রোদন শ্রবণ করিয়া সকরুণ হৃদয়ে ভ্রাতার সহিত জননীর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তোরণ-রক্ষী পুরুষেরা দেখিবামাত্র রামের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। রাম, দ্বিতীয় কক্ষ্যায় বেদজ্ঞ বৃদ্ধব্রাহ্মণদিগকে সমাসীন দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃতীয় কক্ষ্যায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় বৃদ্ধা ও বালা স্ত্রীগণ দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা জয়সূচক শব্দে রামের সম্বর্দ্ধনা করিয়া সত্বর গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক কৌশল্যাকে রামের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল।

নিয়ম-পরিক্ষীণা কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গল-কামনায় পূর্ব্বরাত্রি সংযত থাকিয়া প্রভাতে শুক্ল-ক্ষৌম-বসন পরিধান করিয়া বিবিধ উপহারে স্বয়ং অভীষ্ট দেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন এবং ব্রাহ্মণপুরোহিতগণদ্বারা হুতাশনে আহুতি দান করাইতে ছিলেন। পুত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রুতমাত্র আনন্দে পূর্ণ হইয়া আসন হইতে উঠিলেন। এদিকে রাম গৃহে প্রবেশ করিয়া জননীকে বিবিধ মঙ্গলকর্ম্মে নিরত ও তথাবিধ আনন্দিত দেখিয়া মনে মনে তাঁহার আসন্ন ক্লেশের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখশ্রীতে সে ভাব কিছুই প্রকাশ পাইল না।

অনন্তর কৌশল্যা কিশোরাভিমুখী বড়বার ন্যায় আনন্দে রামের প্রত্যুদ্গমন করিলে, তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন; পুণ্যচেতা

মহিষীও আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, এবং কহিলেন বৎস তুমি, বৃদ্ধ ধর্ম্মশীল মহাত্মা রাজর্ষি-দিগের আয়ু, কীর্ত্তি ও কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। অদ্য রাজা তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন। এই প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া মহিষী পুত্রকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। রাম মাতৃগৌরব রক্ষার্থে আসন স্পর্শমাত্র করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, দেবি অদ্য যে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে আপনি তাহার কিছুই জানেন না; উহা আপনার, লক্ষ্মণের ও বৈদেহীর ঘোরতর দুঃখেরই কারণ। আপনি আমাকে যে আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন উহাতে আর আমার অধিকার নাই; আমার কুশাসনের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে অদ্যই দণ্ডকবনে যাত্রা করিতে হইবে এবং মুনিদিগের ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর কন্দ মূল ফলাহারে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। আজ মহারাজ, ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এবং আমাকে আজই জটাকৌপীনধারী করিয়া অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিবেন। অদ্যাবধি আমার অরণ্যেই বাস ও আরণ্য ফল মূলেই প্রাণ ধারণ হইবে।

কৌশল্যা এই মর্ম্মভেদি অচিন্তনীয় সাংঘাতিক কথা শ্রবণমাত্র কুঠারছিন্ন শালযষ্টির ন্যায়, স্বর্গচ্যুতা দেবতার ন্যায়, ভূতলে পড়িলেন। আহা! যে কৌশল্যার বদন রাম কখন ম্লান দেখেন নাই, শৈশবাবধি মিষ্ট বচন ও ইষ্টানুষ্ঠান করিয়া চিরকাল যাঁহার আনন্দ-

বর্দ্ধন করিয়াছেন, ক্ষণবিলম্বে যৌবরাজ্য-চিহ্ন ধারণ করিয়া যাঁহার চিরমনোরথ পূর্ণ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, সেই জননীকে বজ্রাঘাত-সদৃশ অশুভ সম্বাদে স্বয়ং আহত করিলেন; তিনি জননীকে ভূতলশায়িনী ও অচেতনা দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া তুলিলেন এবং বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মূর্চ্ছান্তে দীনা কৌশল্যা পুত্রকে নিকটে দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রতি একবার সজল দৃষ্টিপাত করিয়া কাতরস্বরে রামকে কহিলেন বৎস, যদি তুমি জন্মগ্রহণ না করিতে, আমি বন্ধ্যা হইতাম, তাহা হইলে তোমার নিমিত্ত আমাকে এত দুঃখ পাইতে হইত না। বন্ধ্যার এক দুঃখ এই যে "আমি নিঃসন্তান" ইহা ছাড়া তাহার কোন দুঃখই থাকেনা। বিশেষতঃ তোমার পিতা আমাকে কখনই সুখী করেন নাই, তাঁহার নিকট আমি চিরকালই অনাদৃত হইয়া কষ্ট পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু সে সকল দুঃখই তোমার মুখ চাহিয়া একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারও এই পরিণাম হইল। প্রধানা হইয়া আমাকে নীচার ন্যায় সপত্নীদিগের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল। হায়, আমার ন্যায় দুঃখিনী হতভাগিনী স্ত্রী প্রমদাকুলে আর নাই। বৎস তুমি সন্নিহিত থাকিতেই আমি যে প্রকার অপমানিত হইয়া রহিয়াছি, তুমি বনবাসী হইলে আমার মৃত্যুই অবধারিত। আমি রাজার এত অপ্রিয় ও তিনি আমাকে এতদূর নিগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর ন্যায় বা তাহা অপেক্ষাও হীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে। অধিক কি, কেহ সানুকম্প হইয়া আমাকে কোন কথা কহিতেছে এমন

সময়, সে যদি কৈকেয়ীর পুত্রকে আসিতে দেখে, অমনি মুখ পরিবৃত্ত করে, আর কথা কয় না। হা বৎস, আমি সেই ক্রূরা কৈকেয়ীর তাদৃশ ক্রোধারক্ত বদন, সেই অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিপাত ও তথাবিধ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ কি প্রকারে সহ্য করিব! তোমার জন্মাবধি, তোমা হইতে দুঃখ নিবারণ হইবে, তোমার সুখে সুখিনী হইব, এই আশা করিয়া সপ্তদশ বর্ষ অতিপাতিত করিয়াছি, এখন জীর্ণদশায় আর কি আশায় থাকিব! তোমার চন্দ্রবদন না দেখিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব! হায়, আমি এত কাল নিয়ম-পর থাকিয়া এত পরিশ্রমে এত কষ্টে কি তোমাকে বনবাসী করিতে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি! তোমার লোকাতীত গুণ সমুদায়ের কি এই পরিণাম হইল! জন্মাবধি রাজভোগে থাকিয়া পরিশেষে ফলমূলাহারী হইয়া তরুতলে কালাতিপাত করিতে হইল? হা হৃদয়, তুমি কেন বিদীর্ণ হইতেছ না! বোধ হয়, যেমন বর্ষাকালে নদীকূল বারিপূর্ণ হইলে ভাঙ্গিয়া পড়ে না, আজি, শোকে তুমিও সেইরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছ। অথবা আমার মৃত্যুই নাই, যমালয়ে স্থানই বা নাই, থাকিলে, যমরাজ আজ আমাকে কখনই এরূপ নিগৃহীত করিতেন না। হা হৃদয়! তুমি অবশ্যই লৌহময়, অন্যথা এমত বজ্রাঘাত কিরূপে সহ্য করিলে? হায় আমি যে, পুত্র কামনায় চিরকাল সংযত থাকিয়া কঠোর ব্রত করিয়াছিলাম এবং পুত্রের সুখের নিমিত্ত দেব-পূজা ও দানধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলাম, সমুদয়, উষর-ক্ষেত্র-নিহিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইল। হা

মৃত্যু, তুমি যদি শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যদৃচ্ছা-লভ্য হইতে, এই দণ্ডেই তোমার শরণাগত হইয়া সুশীতল হইতাম। বৎস রাম! যখন বিধাতা অকাল-মৃত্যুর নিয়ম করেন নাই এবং তোমা বিনা আমার জীবন ধারণও অসম্ভব, তখন তোমার অনুগমন করা ছাড়া আমার আর কোন উপায়ই নাই। কৌশল্যা এইরূপ বিলাপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ কৌশল্যার তথাবিধ দীন বচন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সময়োচিত বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কহিলেন, মাভৈঃ, নিখিল গুণালয় রঘুনাথ যে, একটা স্ত্রীলোকের কথায়, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হন, ইহা আমারও ভাল লাগে না। রাজার অভিমত হইলেও এ বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা উচিত হয় না। উৎকট বিষয়াসক্তি প্রযুক্ত তিনি যে প্রকার হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়াছেন ও তাঁহার যেরূপ প্রকৃতি-বৈপরীত্য জন্মিয়াছে, এখন তিনি কৈকেয়ীর কথায় না করিতে পারেন এমন কোন কাজই নাই। রঘুনাথ এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে তিনি একবারে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত হন্? যাঁহার শরীরে দোষের লেশ মাত্রও নাই, পরম শত্রুগণ অসাক্ষাতেও যাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করে, ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে কি রাজা একটা স্ত্রীর সন্তোষার্থ তাদৃশ পুত্রকে বনবাসী করিতে পারেন! আর তথাবিধ অজ্ঞান অধার্ম্মিক পিতার আজ্ঞা পালন করা কি ধীমানের কর্ম্ম! অতএব আমি ভরতকে কখনই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে

দিব না। এই বিবাসনের কথা প্রচার হইবার পূর্ব্বেই রাম আমার সহিত একত্র হইয়া রাজ্যপদ আপনার আয়ত্ত করিয়া লউন। আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে পার্শ্বে থাকিলে কার সাধ্য জ্যেষ্ঠের অনিষ্ট সাধন করে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি রামের কিছুমাত্র অনিষ্ট করে তাহা হইলে তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে এই অযোধ্যাকে একবারে নির্ম্মনুষ্য করিব। যে কেহ ভরতের পক্ষ হইবে বা যে কেহ তাহার অভিষেক ইচ্ছা করিবে, আমি তাহাদিগের সকলকেই নিহত করিব, মৃদু হইলে সকলেরই নিকট পরাভূত হইতে হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি পিতা কৈকেয়ীর কথায় উৎসাহিত হইয়া ভরতকে রাজ্য দিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েন্ তাঁহাকেও বিনষ্ট করিতে ক্ষান্ত হইব না। বিবেক-শূন্য, পাপাচার, গর্ব্বান্ধ, গুরুরও শাসন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর রাজা, কি সাধন ও কোন্ বল অবলম্বন করিয়াই বা আপনার এই উপস্থিত রাজ্যপদ কৈকেয়ীর হস্তে দিতে সাহসী হইয়াছেন? আমাদিগের দুই জনের সহিত বিবাদ করিয়া, কি সাধ্য, যে, তিনি ভরতকে যুবরাজ করেন। জননি, এই ধনুর্ব্বাণ হস্তে সত্য করিতেছি, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্ত; যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিবিড় অরণ্যে বা প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিতে হয়, আপনি আমাকে সেখানে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট বলিয়াই জানিবেন। দেবি, আপনি দুঃখ করিবেন না, যেমন প্রভাকর কিরণ বিস্তার করিয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আমি নিজ বাহু-বীর্য্যে আপনার সমুদায় দুঃখ দূর

করিব; আমার কত দূর পরাক্রম আপনারা দেখুন। রাজা কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া পুনর্ব্বার বালভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি উঁহাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিব।

শোক-বিহ্বলা কৌশল্যা লক্ষ্মণের ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের কথা শুনিলে, এখন ইতিকর্ত্তব্য যাহা হয় কর। বিমাতার কথা শুনিয়া দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার কোন মতেই উচিত হয় না। যদি ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা থাকে, আমার শুশ্রূষা করিয়া এই স্থানেই থাক। রাজা তোমার যেমন পূজনীয়, আমিও সেইরূপ; অতএব আমি বলিতেছি তুমি এখান হইতে দণ্ডকবনে গমন করিও না। আমি তোমায় বিহীন হইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তোমার সহিত আমার তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকাও শ্রেয়ঃ। অতএব যদি এই শোকার্ত্তা দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, আমি নিশ্চয়ই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। তাহাতে তোমাকে অবশ্যই ঘোর পাপে পতিত হইতে হইবে।

এই রূপে কৌশল্যা অনেক বিলাপ করিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া ধর্ম্মানুগত বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কহিলেন, মাতঃ, আপনি ও পিতা উভয়েই আমার পূজনীয় ও উভয়েই গুরু; আপনাদিগের দুই জনের কথাই আমার শিরোধার্য্য। পিতা আমাকে বনগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমিও তাঁহার নিকট "যাইব" বলিয়া প্রতিশ্রুত

হইয়াছি, এখন আপনার কথায় আর তাহা অতিক্রম করিতে পারিব না। অতএব কাতরে প্রার্থনা করিতেছি আপনি বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন। বিশেষতঃ পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা পিতাকে পরম গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতার আজ্ঞায় কত কত মহাত্মা জ্ঞান-পূর্ব্বক অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছেন। বিখ্যাতনামা পরশু-রাম পিতার আজ্ঞায় মাতৃহত্যাতেও পরাঙ্মুখ হন নাই; অতএব এই ধর্ম্মটী আপনার প্রতিকূল হইলেও, আমি নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত করিতেছি না; পূর্ব্বতন প্রধান পুরুষেরা যে পথে কীর্ত্তি লাভ ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, আমি সেই পথে তাঁহাদিগের অনুগমন করিতেছি। জননি! আমি পিতার আজ্ঞা নিয়তই প্রতিপালন করিব, পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া কেহ কখনও পতিত বা বিনিন্দিত হয় নাই।

রাম জননীকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ আমার প্রতি তোমার যে অকৃ-ত্রিম প্রগাঢ় স্নেহ আছে তাহাতে সন্দেহ করি না এবং তোমার অতুল পরাক্রম, অলোকসামান্য বল ও মহীয়সী তেজস্বিতাও কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু বিবে-চনা না করিয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ। আমার জননী সত্য ও শান্তির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়াই এতদূর শোকার্ত্ত হইয়াছেন। দেখ, জগতে যত ইষ্ট পদার্থ আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মই প্রধান এবং যত প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে সকলই সত্যমূলক; সেই পরম ধর্ম্ম সত্যের রক্ষা নিমিত্তই পিতা আমাকে বন গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা যে যথার্থ

ধর্ম্মানুগত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিও পিতা মাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া কখনই তাহার অন্যথা করে না। অতএব আমি পিতার আজ্ঞা কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারিব না। পিতার সত্যস্খলন ও আত্মপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন পাপে আমি কখনই কলঙ্কিত হইব না। মাতা কৈকেয়ী পিতার আজ্ঞাতেই আমাকে বন গমন করিতে বলিয়াছেন, আমিও প্রতিশ্রুত হইয়াছি। অতএব হে বীরবর! ক্ষত্র-ধর্ম্মাশ্রিত নীচ বুদ্ধি ও প্রচণ্ড ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধুধর্ম্ম অবলম্বন কর ও আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।

রাম সৌহার্দ্দ ভাবে লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে পুনর্ব্বার কৌশল্যাকে কহিলেন, জননি, আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন, দুঃখ করিবেন্ না। আমি বনবাস হইতে তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়া পুনর্ব্বার আপনার চরণ বন্দনা করিব। আপনি, আমি, বৈদেহী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা, আমরা সকলেই রাজার শাসন প্রতিপালন করিব, কারণ, এইটীই সনাতন ধর্ম্ম। অতএব জননি আপনি অভিষেক-সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন।

কৌশল্যা রামের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন বৎস! যদি তুমি আমাকে ধর্ম্মতঃ ও স্নেহতঃ গুরু বলিয়া বিবেচনা কর আমি বলিতেছি তুমি বনগমন করিও না। দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার কোন মতে উচিত হয় না। তোমাতে বঞ্চিত হইয়া আমার ইতর সহস্র থাকিলেও

প্রয়োজন নাই এবং এ জীবনেও কোন ফল নাই। তোমাতে রহিত হইয়া আমার স্বর্গও ক্লেশকর, মোক্ষ-পদও বিপদ বলিয়া জ্ঞান হয়। তোমার ক্ষণমাত্র সন্নিধানও আমার পক্ষে সকল জীব-লোকের সুখা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রাম জননীর তথাবিধ কাতরতা ও তন্নিবন্ধন ভ্রাতার ক্রোধোদ্রেক দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, ভ্রাতঃ আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ আছে তাহা আমি সবিশেষ জানি, কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া মাতার সহিত একত্র হইয়া আমাকে বৃথা কষ্ট দিতেছ। দেখ, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ-মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম হইতে যাবতীয় সুখলাভ, সুতরাং অর্থলাভ ও কামলাভ হইতে পারে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যেমন ত্রিবিধ পুরুষার্থ সাধন দ্বারা ইহামুত্র সমান সুখী ও যশস্বী হয়েন, অর্থ-কাম-পরায়ণ ব্যক্তি কখনই সেরূপ হইতে পারেন না, তাহাকে ইহলোকে যেমন অশ্রদ্ধিত ও অবজ্ঞাত হইতে হয়, পরলোকেও সেইরূপ কষ্ট পাইতে হয়। অতএব অর্থ কামের পার-তন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অনুগমন করাই ধীমানের কর্ত্তব্য। পিতা আমাদিগের ঈশ্বর ও পরম গুরু, তাহাতে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে ক্রোধবশতই হউক আর কাম-বশতই হউক, তিনি যাহা বলিবেন তাহা প্রতিপালন না করা অতি অধার্ম্মিক নৃশংসেরই কর্ম্ম। রাম, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি, পিতা আমাদিগের নিয়োগ বিষয়ে যে প্রকার গুরু, আপনার নিয়োগ বিষয়েও তিনি সেইরূপ।

বিশেষতঃ আপনার তিনি ভিন্ন আর গতি নাই। পিতা জীবিত থাকিতে আপনি বিধবার ন্যায় কোন ক্রমেই আমার অনুগামিনী হইতে পারেন না। অতএব আপনি রাজার অভিমত বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন, প্রতিজ্ঞান্তে পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার চরণশুশ্রূষা করিব। আমি সামান্য ঐশ্বর্য্যের কামনায় কীর্ত্তির বিলোপ করিব না এবং এই ক্ষণভঙ্গুর মলবাহী শরীরের সুখের নিমিত্ত নির্ম্মল ধর্ম্মেও জলাঞ্জলি দিব না।

রাম এই কথা বলিতে বলিতে, ক্রোধে লক্ষ্মণের সর্ব্বশরীর স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল, নয়নদ্বয় বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইল, মত্ত বারণেন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে রাম শান্ত ও সুস্নিগ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ সত্যপরায়ণ পিতার প্রতি ক্রোধ করা তোমার উচিত হয়না। এবং বনগমনে আমার অবমাননা হইতেছে মনে করিয়া তোমার শোক করাও যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। বরং সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইলে পিতার স্বর্গলাভ হইবে বিবেচনা করিয়া আমার অরণ্যগমনে তোমার আনন্দিত হওয়াই ন্যায়সিদ্ধ। অতএব বৎস ধৈর্য্য অবলম্বন কর ও আমার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া অক্ষয় ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। মাতা কৈকেয়ী আমার রাজ্যাভিষেক হইবে সম্ভাবনা করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে আর শঙ্কিত করিও না। আমি মাতাদিগের মধ্যে কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই, সুতরাং উহা মনে করিতেও আমার কষ্ট বোধ হয়। বিশেষতঃ সত্যস্খলন ভয়ে পিতা অতিমাত্র ভীত হইয়াছেন, তাঁহাকে নির্ভয় করা

আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার কিঞ্চিৎ মনস্তাপ হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অতএব ক্রোধ সম্বরণ কর, আমি জটাচীরধারী হইয়া বনগমন করি, দেবী কৈকেয়ী ভরতকে অভিষিক্ত করিয়া সন্তুষ্ট হউন।

হে বীরবর! তুমি ইহাও বিবেচনা করিবে যে বিধাতার নির্ব্বন্ধই আমার বনবাসের একমাত্র কারণ; এবিষয়ে মাতা কৈকেয়ী বা অন্যের কোন দোষ নাই। আমি বাল্যকালাবধি মাতৃগণের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, ও তাঁহারা আমাকে যে প্রকার স্নেহ করেন, বিধাতা প্রতিকূল না হইলে এ অঘটন ঘটনা কখনই হইত না। ভরতজননী তাদৃশ স্নেহশালিনী হইয়া কখন এতদূর নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না এবং তথাবিধ পতিপরায়ণা হইয়া রাজার প্রতি কখনই এতদূর প্রচণ্ড ব্যবহার করিতেন না। অতএব এ বিষয়ে দৈবই বলবৎ কারণ; দৈবের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া ধীমানের কর্ত্তব্য নহে, কাহারও সাধ্যও হয় না। জগতের সুখ ও দুঃখ, ভয় ও ক্রোধ, লাভ ও অলাভ এবং বন্ধ ও মোক্ষ সকলই দৈবায়ত্ত, পুরুষকার কাকতালীয় মাত্র। দেখ, কত শত মুনি ঋষি চিরকাল কঠোর তপস্যা করিয়া পরিশেষে কামক্রোধ বশে সমুদায় পুণ্যফলে বঞ্চিত হইয়াছেন; কত সহস্র উদ্যোগী পুরুষ নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াও উদ্দেশ্য বিষয়ে নিরাশ হইতেছেন; আবার কত লোক উদ্যোগ ও চেষ্টা না করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন। এই রূপে যে, চিরারব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাত ও আকস্মিক ঘটনার সম্পাত হইতেছে, দৈবই তাহার এক মাত্র মূল! সেই

দৈবদুর্ব্বিপাকেই আমার অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। অতএব দৈবের উপর বিশ্বাস করিয়া শান্তি অবলম্বন কর। এই সমস্ত মঙ্গল ঘট, যাহাতে আমার রাজ্যাভিষেক হইত, এক্ষণে বনবাস-ব্রত-স্নানের উপযোগী কর। রাজ্য ও বনবাস এ দুএর মধ্যে বনবাসই শ্রেয়ঃ; বনবাসে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় ও শান্তিসুখ লাভ করিতে পারা যায়, রাজ্যপালনে কখনই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

রামের অবিচল ধৈর্য্য, অগাধ গাম্ভীর্য্য, নিরুপদ্রুত শান্তি ও অলৌকিক মাহাত্ম্য-সূচক বচনাবলি শ্রবণে তাঁহার প্রতি লক্ষ্মণের ভক্তিভাব ও অনুরাগ যত বর্দ্ধিত হইল, আবার তাদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠের ঘোরতর বিপৎপাতের চিন্তায় ক্রোধানলও ততই প্রবল হইয়া উঠিল। ক্রোধাবেগে তাঁহার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, ললাটদেশে ভীষণ ভ্রূকুটী প্রাদুর্ভূত হইল, সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত হইতে লাগিল; বিলমধ্যগত রোষিত মহাভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পড়িতে লাগিল; ক্রোধান্বিত কেসরীর ন্যায় তাঁহার বদন নিতান্ত দুর্দ্দর্শন হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ভয়ঙ্কর বারণ যেমন শুণ্ড সঞ্চালন করে তাহার ন্যায়, দক্ষিণ করাগ্র বিধূত করিয়া ঈষৎ বক্র মস্তকে ভ্রাতার প্রতি তির্য্যক দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আর্য্য, আপনার এই ধর্ম্মগৌরব নিতান্ত অযথা স্থানেই বিনিযোজিত হইয়াছে। আপনি তাদৃশ ধীমান ও তথাবিধ বিবেকশালী হইয়া কেন এত দূর ভ্রান্তবৎ ব্যবহার করিতেছেন। নিখিল লোক-বাঞ্ছিত ধর্ম্মানুগত কার্য্যে কেন বৃথা পাপভয় ও নিন্দাভয় করিতেছেন?

আপনি অতুল পৌরুষশালী ও অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত হইয়া দীনতম অক্ষম পুরুষাধমের ন্যায় কিরূপে অকিঞ্চনকর দৈবের উপসর্পণা করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! আপনি মহাসুক্ষ্মার্থদর্শী হইয়াও পাপীয়সী কৈকেয়ী ও অধর্ম্ম-পরায়ণ রাজার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেছেন না।

উঁহারা সত্যপ্রতিপালন ছল মাত্র করিয়া আপনাকে নির্ব্বাসিত করিতেছেন। বর দানের কথা সত্য হইলে আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিতাম; অদ্য অভিষেক বেলায় ইহার নূতন প্রস্তাব হইত না। রাজা আপনাকে ত্যাগ করিয়া ভরতকে অভিষিক্ত করেন ইহা ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারও অভিপ্রেত নহে। অতএব আপনি ক্ষমা করুন; আমি এ বিষয় কখনই সহ্য করিতে পারিব না। যে কার্য্যটীকে প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া আপনার অতদূর বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে, যাহাতে আপনি এত বিমুগ্ধ হইয়াছেন, নিশ্চয় জানিবেন, সেই কার্য্যটী আমার নিতান্ত বিদ্বেষ্য। কি আশ্চর্য্য! আপনি ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়া কি প্রকারে স্ত্রী-পরাজিত রাজার তাদৃশ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় বাক্যের বশীভূত হইবেন? এরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেও যে ইহা আপনার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না, এই দুঃখে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কৈকেয়ী নাম মাত্রেই আমাদিগের মাতা ও দশরথ নামমাত্রেই আমাদিগের পিতা, বস্তুতঃ উঁহাদিগের সদৃশ পরম শত্রু আমাদিগের আর নাই। উঁহাদিগের আজ্ঞা কার্য্যতঃ প্রতিপালন করা দূরে থাকুক মনে মনে চিন্তা করাও উচিত হয় না।

আর আপনি উঁহাদিগের এই পাপ-প্রবৃত্তিকে যে

দৈবী বিবেচনা করিয়া পুরুষকারে উপেক্ষা করিতেছেন তাহা কি ভবাদৃশ পুরুষ-প্রধান বীরের কর্ত্তব্য? যাহারা বীর্য্যহীন উপায়-বিহীন ও অকর্ম্মণ্য তাহারাই দৈবের উপাসনা করে, অসামান্য বলবীর্য্য-শালী প্রসিদ্ধ-নামা কোন্ পুরুষ কোন্ কালে দৈবের উপর নির্ভর করিয়াছেন? যাঁহারা স্বকীয় পৌরুষ প্রকাশে সাহসী হইয়া দৈব-প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদিগকে কখনই পরাভূত হইতে দেখা যায় না। অতএব আজি দৈব ও মানুষের কাহার কত দূর ক্ষমতা দেখা যাইবে। আজ আমি দৈবের প্রতিঘাত করিয়া লোকের চিরন্তন ভ্রম নিরাকৃত করিব; আজি আমি আপনাকে সিংহাসনে অধিরোপিত করিয়া পৃথিবীর দৈবভয় একবারে বিদূরিত করিব; আজি আমি উদ্দাম গজেন্দ্রের ন্যায় দৈবকে পৌরুষাঙ্কুশাঘাতে বশীভূত করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদি আজি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের সমস্ত বীর ও সমস্ত দিক্-পাল একত্র হন, তথাপি আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত করিতে দিব না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যাহারা আপনাকে বনবাসী করিতে একপরামর্শী হইয়াছে তাহারাই রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত হইবে এবং তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডক বনে বাস করিতে হইবে। ভরতকে রাজা করিবেন বলিয়া কৈকেয়ী ও দশরথের যে আশা বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা একবারে উৎপাটিত করিব; প্রবল পৌরুষানল-জ্বালায় তাঁহাদিগের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। দেখিবেন দৈববল আমার বাহুবলের নিকট কিছুই করিতে পারিবে না। আপনি সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন

করিয়া পূর্ব্বতন রাজর্ষিদিগের ন্যায় বনপ্রস্থান করিলে আপনার পুত্রেরাই রাজ্য রক্ষা করিবে, ইহা আর কাহারও ভোগ্য হইতে পাইবে না।

আর আপনি দশরথের সহিত বিরোধ করিয়া রাজ্য লইলে, রাজ্যভ্রংশ হইবে মনে করিয়া যদি শঙ্কিত হয়েন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি বেলাকূলের ন্যায় এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের রক্ষাবিধান করিব। আপনি যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হউন, আমি একাকী সমগ্র মহীপালদিগকে পরাভূত ও নিবারিত করিব। আমার এই বাহুদ্বয় শোভার্থ হয় নাই, এই ধনুও আমি ভূষণের নিমিত্ত ধারণ করি নাই, এই খড়্গ শুদ্ধ বন্ধনের নিমিত্ত রাখি নাই এবং এই বাণ সকলও কেবল তূণীরে রাখিতে গ্রহণ করি নাই; এ সমুদায় শুদ্ধ শত্রুনির্মথনের নিমিত্তই জানিবেন। আমি দর্প করিয়া বলিতেছি, এই বিদ্যুচ্চলিততেজা তীক্ষ্ণধার তরবারি ধারণ করিলে ভূধরবিদারণক্ষম স্বয়ং বজ্রধরকেও শত্রুমধ্যে গণ্য করি না। আজি আমি এই খড়্গাঘাতে এত রথী, এত হস্তী ও এত অশ্বের প্রাণ সংহার করিব যে মহীতল তাহাদিগের রক্তে পরিপ্লুত ও বিচ্ছিন্ন কর-চরণ-মস্তকে আচ্ছন্ন হইবে। আজি আমার অস্ত্রপ্রভাবে আপনার প্রভুতা জগতীতলে প্রতিষ্ঠাপিতা হইবে। এত কাল যে বাহুদ্বয় চন্দনসারে চর্চ্চিত ও কেয়ূরে পরিশোভিত হইয়াছে, যে বাহুদ্বয়ে দীনে দ্রবিণদান ও মিত্রজনের প্রতিপালন করা হইয়াছে, অদ্য সেই এই বাহুদ্বয় অস্ত্রাহত শত্রুশোণিতে পরিপ্লুত হইয়া অনুরূপ রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চরিতার্থ হইবে। বলুন্ কোন্ ব্যক্তি

আপনার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তিই বা আমার বীর্য্যানলে পতঙ্গবৎ প্রাণ বিসর্জ্জনে সমুদ্যত হইয়াছে? আমি আপনার নিতান্ত বশীভূত কিঙ্কর, আজ্ঞা করুন, এই দণ্ডেই বসুন্ধরা যাহাতে আপনার আয়ত্ত হয় তাহা করিব।

রাম, আপনার প্রতি লক্ষ্মণের উৎকট ভক্তি ও তন্নিবন্ধন ভয়ঙ্কর ক্রোধ দর্শন করিয়া, বাষ্পজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানামতে প্রবোধ প্রদান করিলেন। পরিশেষে কহিলেন, বৎস, আমি পিতার আজ্ঞাপালনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, প্রাণান্তেও তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। অতএব যদি আমার প্রতি তোমার প্রকৃত স্নেহ থাকে তাহাহইলে তুমি আমার মতের অনুবর্ত্তী হও। একথায় লক্ষ্মণ মনে মনে বনগমনেই স্থির সঙ্কল্প করিলেন।

কৌশল্যা রামের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন বৎস, যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাও আমার কথা শুন। আমি অনেক কষ্ট-সাধ্য তপস্যায় তোমাকে পাইয়াছি, আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার প্রধান ধর্ম্ম সন্দেহ নাই। দেখ, তোমাকে শিশুকালে অনেক আশা করিয়া প্রতিপালন করিয়াছি, এখন সমর্থ হইয়াছ, আমাকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজা পবিত্র কুলধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া তোমার প্রাপ্য রাজ্য ভরতকে দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তুমি তাঁহার অধর্ম্ম্য কথা প্রতিপালন করিয়া এ দুঃখিনীকে সপত্নীদিগের অধীনী ও চিরক্লেশ-ভাগিনী করিও না। যথেচ্ছাচারী গুরুর বচন রক্ষা করিতে শাস্ত্রে নিষেধই আছে। আরও দেখ, মাতার সমান গুরু পৃথিবীতে

আর নাই। পতিত হইলে সকল গুরুকেই ত্যাগ করা যায়, কিন্তু জননীকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব আমি তোমার পরম গুরু, আমি বলিতেছি তুমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

কৌশল্যা এই কথা বলিলে রাম যুক্তিযুক্ত মৃদুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কহিলেন জননি রাজা আমার ও আপনার উভয়েরই গুরু; তিনি যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহার নিবারণ বিষয়ে আপনার প্রভুত্ব নাই। দেখুন, ধর্ম্মশাস্ত্রে ভর্ত্তা ঈশ্বর ও দেবতার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ভর্ত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। অতএব আপনি আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইলে আমি পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার আজ্ঞাকর হইয়া থাকিব। আপনি অমিততেজা মহীপালদিগের বিস্তীর্ণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কুল, শীল, আচার ও ধর্ম্মের বিষয় সকলই জানেন। আমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত পরম গুরু স্বামীর মতের অন্যথা করিবেন না। আমি রাজাজ্ঞা পালনার্থ বনবাসী হইলে আপনার ও আমার উভয়েরই মঙ্গল।

আর দৈবই আমার নির্ব্বাসনের একমাত্র কারণ, এবিষয়ে রাজা, ভরত, ও কৈকেয়ী ইহাঁদিগের কাহারও দোষ নাই। অতএব আপনি কাহাকেও কোন অপ্রিয় কথা বলিবেন না। আপনি মহাত্মা ভরতকে আমার ন্যায় ও কৈকেয়ীকে সর্ব্বথা ভগিনীর ন্যায় দেখিবেন। বিবেচনা করুন, ভরত যদি পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহার কি অপরাধ আছে? কৈকেয়ীও যদি

পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বর রাজার নিকট গ্রহণ করেন তাঁহারই বা দোষ কি? আর রাজাও যদি অঙ্গীকার পালনার্থ কৈকেয়ীকে বর দান করেন তাঁহারই বা অপরাধ কি? রাজা যে প্রকার ধার্ম্মিক ও যে প্রকার সচ্চরিত্র, তিনি সত্য ধর্ম্ম হইতে কখনই বিচলিত হইতে পারেন না। অতএব আপনি দৈবে বিশ্বাস করিয়া আমাকে অনুমতি করুন, আমি দণ্ডকবনে যাত্রা করি।

কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে কহিলেন বৎস! যদি তুমি নিশ্চয়ই বন গমন কর আমাকেও লইয়া চল; আমিও সেই মৃগাকুল অরণ্যে বাস করিব। রাম কহিলেন দেবি, ভর্ত্তা জীবিত থাকিতে নারী কখনই স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার করিতে পারে না। স্বামী নীচ হইলেও পতি-পরায়ণা স্ত্রী তাঁহাকে পরম গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন; অতএব আপনি তাদৃশ মহাত্মা মহীশ্বর স্বামীর অনভিমতে কি রূপে আমার অনুগমনে ইচ্ছা করিতেছেন? আর আমার অনুপস্থানে আপনার তত্ত ভয়ের বিষয়ই বা কি আছে? ভরত যে প্রকার বিনীত ও যেরূপ গুরুবৎসল, তাঁহা হইতে আপনার কোন অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমা অপেক্ষাও ভরত আপনার অধিক সেবা করিবেন। অতএব আপনি পিতার মতের অন্যথাচরণ করিবেন্ না। যে পতিব্রতা নারী ধর্ম্মানুসারে পতির অনুবর্ত্তিনী না হয় সাধু লোকেরা তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামির অনুবর্ত্তিনী হইয়া ইহ লোকে যেমন কীর্ত্তি লাভ করেন, পর লোকেও তদ্রূপ নিরুপম স্বর্গসুখ ভোগে অধিকারিণী হয়েন। অতএব আপনি

গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রত হইয়া দেবতাদিগের আরাধনা ও পতির মনোনুবর্ত্তন করিয়া থাকুন, চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে আমি পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার চরণ বন্দনা করিব।

কৌশল্যা রামের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হায়! যে রাম রাজা দশরথের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মিয়া চিরজীবন রাজভোগে লালিত হইয়াছেন, যাঁহার ভৃত্য ও দাসগণও বিবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করে, আহা, সেই রাম কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিবেন, সেই রাম যদৃচ্ছালব্ধ বন্য ফল মূলে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন! হায়, "রামের নির্ব্বাসন হইল" এ অসম্ভব কথা শুনিলে সহসা কে বিশ্বাস করিবে, এবং বিশেষ জানিয়া কেই বা ভয় না পাইবে! হা বৎস, গ্রীষ্ম কালে শুষ্ক তৃণচয় যেমন প্রচণ্ড তাপে পরিদগ্ধ হয়, প্রবল শোকানল আমাকেও তদ্রূপ দগ্ধ করিবে। অতএব বৎস, বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার অনুগামিনী হইব, আমাকে বাধা দিও না।

রাম জননীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন মাতঃ, কৈকেয়ী রাজাকে যে প্রকার প্রতারণা করিয়াছেন আমি বন গমন করিলে, ও আপনিও পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করা স্ত্রীলোকের অত্যন্ত নৃশংসকর্ম্ম, অতএব তাদৃশ নিষ্করুণ বিগর্হিত কার্য্য আপনি মনেও করিতে পারেন না। জগতীপতি দশরথ যত দিন জীবিত থাকেন তাবৎ তাঁহার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া থাকুন, কারণ, এইটীই সনাতন ধর্ম্ম ও অবশ্য

কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর আমিও আপনাকে লইয়া যাইতে পারি না, রাজা আমাদিগের সকলের প্রভু ও সকলেরই ঈশ্বর, তিনি জীবিত থাকিতে আমাদিগের কাহারও স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার করা যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না। এক্ষণে আপনি যদি রাজার প্রাণ রক্ষা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, গৃহে থাকিয়া স্বামীর সেবা করুন। যখন রাজা আমার শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িবেন তখন আপনার সঙ্গ ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহার স্বাস্থ্য লাভ হইবে না। অতএব পতি-সেবারূপ পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন এবং আমার মঙ্গলের নিমিত্ত দেবারাধনা ও নিত্য স্বস্ত্যয়ন করুন। আমি নির্ব্বিঘ্নে বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে, ভর্ত্তৃসহ পুনর্ব্বার সুখ-ভাগিনী হইবেন।

পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামী যতই অবজ্ঞা করুন, তাঁহার ক্লেশের কথা শুনিলে, নিতান্ত অস্থির হইয়া তন্নিবারণের নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। কৌশল্যা পুত্র-শোকে একান্ত অধীর হইয়া পুত্রের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন পতির জীবন সংশয় হইবে এই কথা শুনিলেন তখন তাঁহার আর সে ইচ্ছা রহিল না। তখন রামের সমুদয় বাক্যই যুক্তিমূলক ও ধর্ম্ম-মূলক বলিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু স্নেহের এমনি মোহন প্রভাব যে, পুত্রকে বনবাসে অনুমতি দিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অতি-কাতরে কহিলেন বৎস! তুমি যত কথা কহিয়াছ সমস্তই ন্যায্য। আমি তোমাকে বনগমনে নিষেধ করিতে পারিব না, করা উচিতও নয় বুঝিলাম। তুমি রাজাজ্ঞা

পালনার্থ বনগমন কর, বনবাস হইতে কুশলে প্রত্যাগত হইলে আমি পুনর্ব্বার সুখী হইব। তোমার পিতাও অনৃণী হইয়া সুখে তোমাকে পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

মাতার অনুমতি লাভে রাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কৌশল্যা তাঁহার বনগমনোচিত মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পবিত্র গঙ্গাজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া আশীর্ব্বচনে কহিলেন বৎস তুমি বনবাস হইতে কুশলে প্রত্যাগত হইবে। তুমি যে ধর্ম্মের অনুরোধে উপস্থিত রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলে, সেই ধর্ম্মই তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল করিবেন। তুমি যে সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, ও ব্রাহ্মণগণের চিরপ্রীতি বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছ, তাঁহারা তোমার অমঙ্গল দূর করিবেন। বিশ্বামিত্র হইতে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পাইয়াছ তাঁহারাই তোমাকে বিপদে রক্ষা করিবেন। তুমি পিতা ও মাতৃগণের শুশ্রূষা করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ তাহা হইতেই তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবে। পর্ব্বত, বন ও নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তোমাকে বনবাসে কুশলী রাখিবেন। বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ও গ্রহগণ এবং দিক্‌-পাল সকল সত্যপরায়ণ পিতৃভক্ত তোমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবেন। রাক্ষস, পিশাচ ও দৈত্য হইতে তোমার যেন কোন ভয় ও কোন উৎপাত না হয়। বৎস, তুমি চিরজীবী হও। এই কথা বলিয়া দুঃখিনী কৌশল্যা রামের কণ্ঠদেশে শ্বেত কুসুম মালা প্রদান করিলেন, এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রজ্বলিত হুতাশনে রামের মঙ্গল হোম সম্পাদন করিয়া,

দূর্ব্বা ঘৃত মধু প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য-পূর্ণ পাত্র হস্তে বারং-বার রামকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, বৎস তুমি বনবাস হইতে তীর্ণ-প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়া বধূসহ একত্র হইয়া এ দুঃখিনীর হৃদয়-সন্তাপ সুশীতল করিবে। কৌশল্যা এইরূপে মঙ্গলাচরণ করিলে রাম তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। তিনিও আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অমনি রামের নয়ন হইতে বাষ্পবিন্দু বিগলিত হইল। তখন কাতরা জননী নিজকর দ্বারা পুত্রের চিবুক ধারণ করিয়া বদন উন্নমিত করিলেন, কিন্তু অশ্রুজলে তাঁহার দর্শনপথ ও কণ্ঠপথ এত অবরুদ্ধ হইল যে তিনি আর পুত্রকে দেখিতেও পাইলেন্ না, কোন কথা কহিতেও পারিলেন্ না। এইরূপে রাম বিদায় হইলে কৌশল্যা শোকে অধীর হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। সমদুঃখ-ভাগিনী পরিচারিকারা অশ্রুমুখে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সমুপস্থিত ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহাকে নানামতে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন্।

—৪৪৪৪—

রামের সীতার নিকট গমন।

রাম জননীর নিকট বিদায় লইয়া, প্রাণ-প্রতিমা জনকনন্দিনীর নিকট বিদায় লইতে চলিলেন। তাদৃশ অগাধ গাম্ভীর্য্য ও তথাবিধ সুগম্ভীর ধৈর্য্যেও তাঁহাকে সুস্থির রাখিতে পারিল না। তিনি প্রেয়সীকে কিরূপে এরূপ কঠোর নিষ্ঠুর কথা কহিবেন, কি করিয়া বিদায় লইবেন, কি বলিয়াই বা বুঝাইবেন, এই চিন্তা-হুতাশনে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

এ দিকে সীতা এই আসন্ন মহাবিপদের কিছু মাত্র জানেন না; তাঁহার অন্তঃকরণ একমাত্র যৌবরাজ্য-বিষয়িণী চিন্তার আনন্দেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি প্রাণেশ্বরকে যৌবরাজ্য-চিহ্নে আগত-প্রায় বিবেচনা করিয়া, সময়োচিত গৃহসজ্জা ও দেবার্চ্চনাদি সম্পন্ন করিয়া, স্বয়ং মঙ্গল-বেশে পরমোল্লাসে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। দাস দাসীগণ ও বান্ধবগণ নবীন যুব-রাজের অভ্যর্থনা নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই আনন্দোৎসব হইতেছে। এমন সময় রাম লজ্জা-দুঃখ-ভরে মস্তক অবনত করিয়া, প্রেয়সীর তথাবিধ সানন্দ জন পূর্ণ ভবনে নিরানন্দ মনে প্রবিষ্ট হইলেন। জানকী, রাম আসিতেছেন শুনিয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক দ্বারে দণ্ডায়-মানা ছিলেন, এক্ষণে প্রাণেশ্বরের বদন বিষণ্ণ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভয়ে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। রাম শোকাবেগ গোপনের নিমিত্ত অগ্রে কোন কথা না কহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিন্তু সেই নিস্তব্ধ-ভাবই তাঁহার প্রবল অন্তঃ-সন্তাপ সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত করিল।

জনকনন্দিনী জীবিতনাথের তাদৃশ অচিন্তনীয় শোক-সন্তপ্ত বদন সন্দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যপুত্র, আপনার শরীরে মঙ্গল কুসুমমালা দেখিতেছি, তবে বদন এত ম্লান হইবার কারণ কি? এমন শুভ দিনে এত বিষণ্ন ভাব কেন হইয়াছে? আজ শলাকাশত-শোভিত মুক্তামালা-খচিত শ্বেত ছত্রে আপনার বদন কেন আবৃত হয় নাই? উভয় পার্শ্বে কেন ব্যজন সঞ্চালিত হইতেছে না? প্রধান প্রধান বন্দী-

গণ কেন মঙ্গল সঙ্গীত করিতেছে না? আপনার মস্তকে কেন অভিষেক-চিহ্ন দেখিতেছি না? প্রকৃতিবর্গ ও নাগরিকগণ আনন্দ-কুতুহলে কেন আপনার অনুসরণ করে নাই? আপনার সেই মহাবেগ তুরগচতুষ্টয়-যোজিত পুষ্পরথ এখন কোথায়? গিরিমেঘ-তুল্য সেই সর্ব্ব-সুলক্ষণ বারণই বা আপনার কেন অগ্রগামী হয় নাই? অমাত্য, বান্ধব ও সেবকগণ আনন্দচিহ্ন ধারণ করিয়া কেন অগ্রসর হইয়া আসে নাই? হে জীবিতনাথ! যদি আপনার অভিষেক হইয়া থাকে তবে এ অমঙ্গল-লক্ষণ সকল কেন?।

রাম জনকনন্দিনীর তাদৃশ বচন শ্রবণে সমধিক সন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, অবলে, তুমি মহোচ্চ বংশে জন্মিয়াছ ও অতি ধর্ম্মশীলা, আমার প্রতিও তোমার পরম পবিত্র প্রেমভাব আছে, সবিশেষ জানি; তথাপি মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে আমার নিতান্ত শঙ্কা ও অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু কি করি, উপায় নাই, বলিতে হইল। প্রেয়সি! আজ রাজা আমাকে বনবাসী করিলেন, এবং ভরতকে যুব-রাজ করিবেন বলিলেন। যে কারণে এই অভাব-নীয় ঘটনা হইয়াছে বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্য-পরায়ণ রাজা দশরথ মাতা কৈকেয়ীকে অতিপূর্ব্বে দুইটী বর দিয়াছিলেন। আজ অভিষেকের সমুদায় আয়ো-জন হইলে, মহিষী রাজাকে পূর্ব্ব সত্য প্রতিপালন করিতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস ও ভরতের যৌবরাজ্য-লাভ হইল। আমি অদ্যই দণ্ডক-বনে যাত্রা করিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি,

অতএব বিদায় দাও। আর, আমি বনবাসী হইলে তোমাকে এখানে যে ভাবে অবস্থান করিতে হইবে বলিতেছি শুন। তুমি যুবরাজ ভরতের সমক্ষে আমার গুণকীর্ত্তন করিয়া কখনও বিলাপ করিও না, তাহাতে তাঁহার অপ্রীতি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কারণ, সমৃদ্ধিশালী গুণবন্ত পুরুষেরা অন্যের গুণস্তব প্রায়ই সহ্য করিতে পারেন না। অতএব ভরতের প্রতি তোমাকে সর্ব্বথা অনুকূল ব্যবহার করিতে হইবে, ও তাঁহার প্রসাদ লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা সযত্ন থাকিতে হইবে। আমি বনগমন করিলে তুমি ব্রতোপবাস নিয়মাদির বহুল অনুষ্ঠান করিবে; প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া যথাবিধি দেবতার পূজা করিয়া পিতার শুশ্রূষা করিবে। জননী কৌশল্যা জরা ও শোকে জীর্ণা হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার ক্লেশ না হয় তাহা করিবে। অপর মাতৃগণ সকলেই আমাকে ভাল বাসেন, সকলের প্রতিই তুমি সমান ভক্তি প্রদর্শন করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃপুত্রের ন্যায় দেখিবে। বিশেষতঃ ভরত এক্ষণে দেশের ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, কোন মতে তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। সুশীল সদাশয় ও সেবাপরায়ণ না হইলে রাজার প্রসাদ লাভ করিতে পারা যায় না। অতএব কল্যাণি, তুমি সর্ব্বতোভাবে যুবরাজের অনুবর্ত্তিনী হইয়া বাস কর, আমি চলিলাম। সাবধান! যেন তোমা হইতে কাহারও কোন অনিষ্ট না হয়।

রামের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে জানকী, নিতান্ত অভিমানিনী হইয়া প্রণয়কোপভরে কহিলেন, ধীরবর, আজ

আপনি নিজ মহিমার বিরুদ্ধ কথা কেন বলিতেছেন? আপনার কথায় এত দূর লঘুতা প্রকাশ হইয়াছে যে, উহাতে উপহাস ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারা যায় না। আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা আপনার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান বীরপ্রধান রাজপুরুষদিগের নিতান্ত অনুপযুক্ত ও একান্ত অবক্তব্য, ইহা কোনমতেই শ্রবণ-যোগ্য নহে। দেখুন, পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আর সকলেই নিজ নিজ পুণ্য পাপের ফল ভোগ করে, কিন্তু পত্নীকে স্বামীর ভাগ্যভাগিনীই হইতে হয়। লোকে রাজার পত্নীকে মহিষী, ও সন্ন্যাসির পত্নীকে সন্ন্যাসিনী বলিয়াই নির্দ্দেশ করে, অতএব আপনি বনবাসী তপস্বী হইলে আমি অবশ্যই বনবাসিনী তপস্বিনী হইব। কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি সখীজন, কেহই পতির তুল্যকক্ষ নহে। পতি ভিন্ন পতিব্রতা নারীর আর কোন গতিই নাই। এই জন্যই লোকে নারীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া থাকে। অতএব আপনি যখন, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন, তখন আমিও সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। আপনি যদি আজ দুর্গম গহনে যাত্রা করেন, আমি অবশ্যই আপনার অগ্রগামিণী হইব। কি প্রাসাদতল, কি বৃক্ষমূল, কি স্বর্গ, কি পাতাল, আপনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন্ আমাকে ছায়ার ন্যায় সহচারিণী বলিয়া জানিবেন। অতএব আমি আপনার সঙ্গে মৃগপূর্ণ দণ্ডকবনে অবশ্যই যাত্রা করিব। আমি কৌমারাবস্থায় পিতৃভবনে যেমন সুখে বাস করিতাম, সেখানেও সেইভাবে থাকিব। আপ-নার অনুমোদিত নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচারিণী

হইয়া পতি-শুশ্রূষা করিব। যে ব্যক্তি অপর সহস্র ব্যক্তির ভরণ পোষণে সমর্থ, ধর্ম্মপত্নীর প্রতিপালন তাঁহার পক্ষে কখনই ভার বোধ হইতে পারে না। অতএব আমি নিশ্চয়ই বনগমন করিব। আপনি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। আমি ফল মূল আহার করিয়া আপনার সহিত বনবাসিনী হইব। উচ্চতর ভূধর, রমণীয় নির্ঝর, বেগবতী নদী ও হংস-কারণ্ডব-পূর্ণ, কমলিনী-শোভিত সরোবর সকল নিরীক্ষণ করিয়া পরম সুখানুভব করিব। অতএব জীবিতনাথ! আমাকে লইয়া চলুন, আমি আপনাতে রহিত হইয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

এইরূপে সীতা বন-গমনে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলেও রাম সম্মত হইলেন না। তিনি নানামতে সান্ত্বনা করিয়া, বন-গমনের উদ্যম হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন সাধুশীলে! তুমি মহাকুলে জন্মিয়াছ, তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, অতএব আমার পরামর্শানুসারে কার্য্য কর। তুমি গৃহে থাকিয়া পরম সুখে যথেচ্ছ ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অবলে! বনবাসের যে কত দোষ ও কত ক্লেশ, তাহা তুমি কিছুই জান না। বনে সকলই দুঃখ, কোন সুখই নাই। বৃহদাকার পর্ব্বত, ও বিপুল বৃক্ষ-সমূহে বনস্থান অতীব ভীষণ-দর্শন। তথায় অবিশ্রান্ত নির্ঝরপাত-শব্দে ও দরীগৃহস্থিত সিংহের ভৈরব গর্জ্জনে শ্রবণ-কুহর বিদীর্ণ হইয়া যায়। তথায় সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদ সকল দলে দলে অতি ভয়ঙ্কর ভাবে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়, ও মনুষ্য দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণসংহার করে।

সেখানে গমনাগমনের সুগম পথ নাই, ভূমি সকল নিতান্ত বন্ধুর ও কণ্টকনিচয়ে আকীর্ণ, আবার মধ্যে মধ্যে তোয়শূন্য পঙ্কপূর্ণ তড়াগসকল পার হইতে হয়। সেখানে তাবদ্দিন শ্রম করিয়া রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিতে হয়; স্বতঃপতিত ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়; বনবাসে সর্ব্বদা নিয়মে থাকিয়া যথাপ্রাণ উপবাস করিতে হয়, জটা-ভার ও অজিনাম্বর ধারণ করিতে হয়; স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে হয় এবং সমাগত অতিথিদিগের সমুচিত সেবা করিতে হয়। অরণ্য-ভূমির ক্লেশের কথা কি কহিব; তথায় বায়ু প্রায় সর্ব্বদাই প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে; রজনীতে অন্ধকার অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া বৃক্ষের অন্তরাল ভাগ পূর্ণ করিয়া বনস্থল নিবিড়তর ও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে; বৃশ্চিকাদি বিষদংশ বহুরূপ সরীসৃপ সকল সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে থাকে; বৃহদাকার মহাবিষ বিষধরগণ নদীকূল-নিলয় ও গিরিগর্ত্ত হইতে বিনির্গত হইয়া বন্যপথে বিস্তীর্ণ ভাবে পড়িয়া থাকে; এবং মশ দংশক প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র পতঙ্গকুলে আকাশতল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এবম্বিধ স্থলে সামান্য লোক কখনই নির্ভীক হৃদয়ে সুখে বাস করিতে পারে না। সুতরাং বানপ্রস্থ ধর্ম্মে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। বনবাসী ব্রহ্মচারিগণ এত দূর জিতাত্মা যে, বনমধ্যে দুঃখ ও ভয়ের অশেষ সামগ্রী সত্ত্বেও তাঁহারা দুঃখ বা ক্লেশবোধ করেন না, এবং তাঁহা-দিগের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার হয় না।

তাঁহাদিগের সন্তোষ-সুধা-ভাণ্ডার চিরপরিপূর্ণ থাকে। যে অবস্থায় থাকুন ও যত বড় বিপদে পড়ুন, তাঁহারা ক্ষণমাত্রও অসন্তুষ্ট থাকেন না। অতএব জানকি! তোমার ন্যায় রাজনন্দিনীদিগের বনবাস কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, বনগমনোদ্যম হইতে তোমার নিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাম এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, সীতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর স্বরে কহিলেন প্রভো, আপনি বনবাসে যে সকল দোষের বর্ণনা করিলেন সকলই সত্য, কিন্তু আপনার স্নেহপুরস্কৃত হইলে ঐ দোষ গুলি আমার পক্ষে নিশ্চয় গুণই হইবে জানিবেন, ঐ গুলি আমার পক্ষে ক্লেশের সামগ্রী না হইয়া সুখেরই কারণ হইবে। হস্তী, শার্দ্দূল, সিংহ ও অন্যান্য বন্য পশু হইতে আমার কোন ভয় নাই, আপনার এই অপূর্ব্বদৃষ্ট বীর-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে তাহারা সকলেই ভয়ে পলায়ন করিবে। আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিলে স্বয়ং দেবরাজও আমাকে পরাভূত করিতে পারিবেন না। আর, কন্যা-কালে মাতৃভবনে ভিক্ষুণীর মুখে বনবর্ণনা শ্রবণ করিয়া অবধি, বনদর্শনে আমার চিরকৌতূহল আছে ; আমি এজন্য অনেক বার আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, আপ-নিও প্রসন্ন হইয়া "সময় বিশেষে লইয়া যাইবেন" এই অঙ্গীকার অনেক বারই করেন। আমি এত দিন সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব এ সময় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। আমি আপ-নার সহচরী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও পরলোকে পুনর্ব্বার আপনার সঙ্গ পাইব, অতএব পতিব্রতা ধর্ম্ম-

পত্নীকে কি হেতু পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন? চিরানুরক্ত এ দীনা দুঃখিনী অধীনীকে সঙ্গিনী করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আপনি এ দাসীকে নিতান্তই নিরাশ করেন তাহা হইলে গরলপান, জলমজ্জন, বা হুতাশন-প্রবেশ দ্বারা সমস্ত সন্তাপ একবারে নির্ব্বাপিত করিব।

এইরূপে সীতা অনুমতি লাভের নিমিত্ত যত কাতরতা প্রকাশ করিলেন, রাম কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন জনকনন্দিনী নিতান্ত অভিমানিনী হইয়া প্রণয়-কোপ-ভরে বলিতে লাগিলেন আর্য্যপুত্র! যদি বিদেহরাজ আপনাকে আকার মাত্রে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে কখনই কন্যা সম্প্রদান করিতেন না। কিন্তু প্রচণ্ডকর দিবাকরকে কে নিস্তেজ বলিতে পারে? বলিলে কেই বা তার কথায় বিশ্বাস করে? কি আশ্চর্য্য! আপনার এত ভয় হইয়াছে যে আপনি গতিহীনা অনন্যপরায়ণা ধর্ম্ম-পত্নীকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতেছেন! আপনি এই কৌমার-পরিণীতা চিরসঙ্গিনী পতিমাত্রজীবনা পত্নীকে শৈলূষের ন্যায় কিরূপে অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে-ছেন? আমি মনেতেও কখন পরপুরুষের মুখাবলোকন করি নাই এবং অপরের অধীনতা কেমন তাহা কখন স্বপ্নেও জানিনা। যাহার অভিষেকের নিমিত্ত আপনি স্বীয় রাজ্যাভিষেক পরিত্যাগ করিতেছেন, ও যাহাকে সুখী করিতে বনবাস পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়াছেন, আপনি তাহার বশীভূত আজ্ঞাকর কিঙ্কর হউন, আমি প্রাণান্তেও তাহার অধীনতা স্বীকার করিব না। আমি সাবিত্রীর ন্যায় নিশ্চয়ই প্রাণেশ্বরের অনুগামিনী হইব,

আপনি আমাকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। অরণ্যই বলুন, আর তপশ্চর্য্যাই বলুন, আপনার সঙ্গে আমার সকলই সুখ। আপনার সঙ্গে চলিতে আমার কিছুমাত্র অধ্বশ্রম হইবে না। কুশ কাশ ও কন্টক সকল আপনার অনুগমনে আমার তূলসম স্পর্শই অনুভূত হইবে। মহাবাত-সমুদ্ধৃত ধূলি-নিচয় আপনার সহবাসে চন্দনের ন্যায় সুখকর হইবে। আমি জীবিতনাথের সহিত নবীন দূর্ব্বাদলে শয়ন করিয়া পর্য্যঙ্ক-শয্যা অপেক্ষাও সমধিক সুখলাভ করিব। পত্র, ফল বা মূল, অল্পই হউক বা অধিকই হউক, আপনি স্বহস্তে আহরণ করিয়া যাহা দিবেন আমার পক্ষে তাহা অমৃত-তুল্যই জ্ঞান হইবে। আমি সেখানে থাকিয়া মাতা, পিতা বা অন্য কাহাকেও স্মরণ করিব না এবং আমার জন্য আপনার কিছুমাত্র ভার ও কষ্ট বোধ হইবে না। যে অবস্থাই হউক, আপনার সহিত হইলেই আমার স্বর্গ, ও আপনার সঙ্গহীন হইলেই আমার পক্ষে নিরয়, বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। অধিক কি, আজ যদি আপনি আমাকে বনবাস-সহচরী না করেন তাহা হইলে এই দণ্ডেই বিষপান করিব, অন্যের অধীন হইয়া ক্ষণমাত্রও প্রাণ ধারণ করিব না। আপনার বহির্গমনমাত্রেই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব। চতুর্দ্দশ বর্ষের কথা কি, আমি আর মুহূর্ত্তকালও এই শোক সহ্য করিতে পারিব না।

সীতা এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীকে ধরিয়া অচেতন প্রায় হইলেন। তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় ক্রমে নিমীলিত হইল, সন্তাপ-জনিত বারিধারায় গণ্ডস্থল

প্লাবিত হইতে লাগিল; প্রচণ্ড-কিরণ-তাপিত সুধাংশু-কলার ন্যায়, ও বিলূনবৃন্ত কমলের ন্যায়, তদীয় বদন ক্রমেই বিবর্ণ ও ম্লান হইয়া পড়িল; শরীর শিথিলবন্ধ প্রায় হইল; মস্তক পতির বক্ষঃস্থলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; অসহ্য শোক-সহচরী মূর্চ্ছার কোমল করস্পর্শে তিনি নিদ্রিতপ্রায় হইলেন। অমনি ধীরপ্রধান রাম ত্রস্তব্যস্ত হইয়া প্রেয়সীকে ক্রোড়ে করিয়া তালবৃন্ত সঞ্চালনাদি দ্বারা তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। পরে মৃদু মধুর স্বরে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে তুমি নিশ্চয় জানিবে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গ-সুখও ইচ্ছা করি না। এবং এই পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি না। তবে যে তোমাকে নিবৃত্ত করিতে তত কথা কহিয়াছি, শুদ্ধ তোমার আন্তরিক ভাব জানা মাত্রই তাহার উদ্দেশ্য। এখন বুঝিলাম, বিধাতা তোমাকে আমার সহিত বনবাসিনী করিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় জানিবে, যেমন জিতাত্ম ব্যক্তি ক্ষণকালও শান্তিশূন্য থাকেন না, তদ্রূপ আমি ক্ষণমাত্রও তোমাতে রহিত হইয়া থাকিব না। বিশেষতঃ শাস্ত্রে আছে, যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সপত্নীক হইয়াই করিতে হয়, অতএব বানপ্রস্থ-ধর্ম্মে তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গিনী হইবে। কিন্তু প্রেয়সি, পিতৃসত্য পালন ভিন্ন আর কিছুতেই আমি তোমাকে বনবাস-দুঃখভাগিনী করিতাম না। পিতা ও মাতার আজ্ঞাপালন প্রধান ধর্ম্ম, অতএব তাহার অতিক্রম করিয়া আমি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারি না। পিতা মাতার আজ্ঞায় অবহেলা করিলে অপর সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই নিষ্ফল হয়, এই

জন্যই আমাকে আজ বনগমন করিতে হইতেছে। এক্ষণে তুমি যে বনবাসে ক্লেশভয় না করিয়া আমার সহচরী হইবে ইহা আমার অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তুমি আমাদিগের বংশের যথার্থই উপযুক্ত। অতএব অরণ্য-যাত্রার উদ্যোগ কর; মহার্ঘ বসন, ভূষণ, শয্যা, যান ও অন্য যা কিছু আছে, ভৃত্যদিগকে সমস্ত প্রদান কর, এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন বিতরণ কর।

সীতা বনগমনে স্বামীর অনুমতি পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্লমনে তাঁহার নিয়োগানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সীতাসহ রামের অরণ্য-গমন স্থির হইলে, লক্ষ্মণ রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরে কহিলেন, আর্য্য যদি আপনার বনগমন স্থিরই হইল, তবে এ দাসও আপনার সহচর হইবে। আপনি যেখানে যাইবেন সেইখানেই ধনুর্ব্বাণ হস্তে এ অধীন আপনার অগ্রসর হইবে। রঘুনাথের সঙ্গ হীন হইয়া অমরত্ব লাভেও আমার বাঞ্ছা হয় না। এ কথায় রাম, ভ্রাতাকে নানামতে নিবারণ করিলে, তিনি অতিকাতরে পুনর্ব্বার বলিলেন আর্য্য আপনি যখন এ দাসকে আপনার বুদ্ধির অনুগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখনইত বনগমনে আজ্ঞা করা হইয়াছে, এখন পুনর্ব্বার নিষেধের কারণ কি? এ কথায় রাম ভ্রাতাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বীরবর, তুমি অতি সাধু ও পরম ধার্ম্মিক, তুমি আমার প্রাণতুল্য; কিন্তু বিবেচনা কর, যদি আমি তোমাকে বনবাসে লইয়া যাই তাহা হইলে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার কি গতি হইবে? তাঁহাদিগকে আর কে

প্রতিপালন করিবে ? যে মহীপতি দশরথ, পর্জন্যের ন্যায় বাঞ্ছিত ফল দানে, সকলের পরিপালন করেন, তিনিত এখন কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া আছেন। কৈকেয়ী রাজ্যলাভে সমধিক গর্ব্বিতা হইয়া, দুঃখিনী সপত্নীদিগের অনিষ্ট করিতে পারেন, ভরতও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জননীর অনুরোধে অপর মাতৃগণকে বিস্মৃত হইতে পারেন ; অতএব তুমি গৃহে থাকিয়া মাতৃগণের সেবায় সনাতন ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। আমরা দুই জনে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না।

এইরূপে রাম লক্ষ্মণকে বনগমনে নিষেধ করিলে, তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, ধীরবর, আপনি বৃথা শঙ্কা করিতেছেন, নিশ্চয় জানিবেন, আপনার প্রতাপ-প্রভাবে ভরত মাতৃবর্গকে কখনই বিস্মৃত হইবেন না ; বিশেষতঃ আমাদিগের বনগমনে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রতি তিনি সমধিক ভক্তিপ্রদর্শনই করিবেন। যদিই কৈকেয়ীর অনুরোধে ভরত তাঁহাদের অবমাননা ও কোন বিশৃঙ্খলা করে, আমি থাকিলে তাহাকে ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট করিব ; কৈকেয়ীর কথা কি, যত ব্যক্তি ভরতের পক্ষাবলম্বন করিবে আমি সকলেরই প্রাণ সংহার করিব। আর আপনি ইহাও জানিবেন যে, কৌশল্যা ও সুমিত্রা সামান্য নারী নহেন, তাঁহাদিগকে অপরের প্রত্যাশা করিতে হইবে না; তাঁহারা আমার ন্যায় শত সহস্র ব্যক্তির প্রতিপালন করিতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না। অতএব আপনি

এ অধীনকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন, ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট ও আপনার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না, পক্ষান্তরে এ দাসের সম্পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ হইবে। অধিজ্য ধনু, খনিত্র ও পিটক লইয়া পথ প্রদর্শন করিয়া আমি অগ্রে অগ্রে যাইব, ও আপনাদিগের আহারোপযুক্ত ফল মূল আহরণ করিব। কি জাগ্রদবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, আপনাদিগকে আমি সর্ব্বদাই রক্ষণাবেক্ষণ করিব, আপনি বৈদেহীর সহিত গিরিসানুমধ্যে যথেচ্ছ বিহার করিয়া সুখে কালযাপন করিবেন, অতএব অনুমতি প্রদান করুন। এ বিষয়ে আপনি নিরাশ করিলে এ দাস কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না।

লক্ষ্মণের অকৃত্রিম ভক্তি ও আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে রাম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অরণ্য-গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস, আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম, তুমি যথার্থই আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে তুমি জননী সুমিত্রা ও অন্যান্য বান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া আইস এবং জনকরাজ আমাদিগকে যে দুই রৌদ্রদর্শন ধনু, অভেদ্য কবচ, অক্ষয় বাণ, তূণীর ও দিবাকরপ্রভ খড়্গ যৌতুক দিয়াছিলেন সে সমুদায় আনয়ন কর। লক্ষ্মণ আজ্ঞামাত্র সকলের নিকট বিদায় লইয়া, সত্বর সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অনন্তর রামের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞাগারস্থিত সমস্ত ঋত্বিগণ, সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ, দাসগণ ও উপজীবিগণ, সকলে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে

বসন ভূষণ শয্যা যান প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ ও প্রচুর ধনদানদ্বারা যাবতীয় ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিলেন। দীন দুঃখী দরিদ্র ভিক্ষুক যিনি যেখানে ছিলেন সকলেই কামনাধিক ধন ও সম্মানন‍া লাভে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বচনে রামের সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তাদৃশ পুরুষের অকারণ বনবাসে অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

রামের পিতৃভবনে গমন।

এইরূপে দানকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে, রাম প্রিয়তম ভ্রাতা ও প্রেয়সী ধর্ম্মপত্নীর সহিত পিতার নিকট বিদায় লইতে চলিলেন। রাম বনবাসে যাইতেছেন এ কথা ক্ষণমধ্যে নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রামদর্শনার্থি জনসমূহে রাজমার্গ অবিলম্বে দুর্গম হইয়া উঠিল। শতশত ব্যক্তি পথের উভয়পার্শ্বে প্রাসাদের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল। মহাতেজা রাম, বীর লক্ষ্মণ ও রাজনন্দিনী সীতা ছত্রহীন হইয়া রাজমার্গে পদব্রজে যাইতেছেন দেখিয়া সকলেই বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। হায়! গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যে রামের সঙ্গে সঙ্গে চতুরঙ্গিণী সেনা গমন করিত, একাকী লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। আহা, রাম ঐশ্বর্য্যের রসজ্ঞ ও কমনীয় ভোগ্য সামগ্রীর আকর হইয়া, আজ পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন! হায়! যে রমণীরত্ন কখন আকাশগামী ভূতবর্গেরও নয়ন-পথ-গামী হয় নাই, সেই জনকনন্দিনীকে আজ জনাকীর্ণ রাজমার্গ দিয়া পদব্রজে

যাইতে হইল। আহা, জানকীর যে নবনীত-কোমল শরীর চিরকাল অঙ্গরাগে রঞ্জিত ও চন্দনে অনুলিপ্ত থাকে এখন শীত উষ্ণ ও বর্ষাতে সেই শরীর একান্ত বিবর্ণ হইবে। হায়, দশরথ নিতান্তই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা না হইলে প্রিয়তম পুত্রকে কখনই বনবাসী করিতেন না। আহা! নিতান্ত নির্গুণ হইলেও যে পুত্রকে লোকে নয়নপথের বাহির করিতে চায় না, নিখিলগুণাধার পরমধার্ম্মিক সেই পুত্রধনে দশরথ আজ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিলেন। বিদ্বান বীরপ্রধান শান্তশীল রামচন্দ্রকে রাজা একবারে বনবাসী করিলেন! হায়! গ্রীষ্মকালে জলাশয় তোয়শূন্য হইলে জলজন্তু সকল যেমন বিপন্ন হয়, আজ রামের বিপদে প্রজাকুলও সেইরূপ জীবনসংশয় হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইবে। যেমন মূলদেশ ছিন্ন হইলে শাখা পল্লব পুষ্প ফল সকলই শুষ্ক হয়, অখিল-মঙ্গল-নিদান রামচন্দ্রের উচ্ছেদে মনুষ্যমাত্রকেই সেইরূপ উচ্ছিন্ন দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব আজ আমরাও লক্ষ্মণের ন্যায় রামের অনুচর হইয়া বনগমন করিব; গৃহ, উদ্যান ও ক্ষেত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া রামের সমদুঃখভাগী হইব; নিহিত রত্নচয় উদ্ধৃত করিয়া লইব; গোধন, ধান্যধন ও অন্যান্য সমুদয় সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যাইব। আমরা পরিত্যাগ করিয়া গেলে গৃহসকল ধূলিনিচয়ে আকীর্ণ হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইবে, মূষকগণ বিবরহইতে বিনির্গত হইয়া গৃহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবে, ভবনাঙ্গন ভিন্নভাজন খণ্ড সমূহে পরিপূর্ণ হইবে, দুর্ম্মতি কৈকেয়ী সেই সমস্ত ভবন গ্রহণ করুক। আমরা সকলে চলিয়া গেলে এই

নগরই অরণ্যপ্রায় হইবে, এবং রাম যে বনে যাইবেন, আমাদিগের সহবাসে তাহাই নগর হইয়া উঠিবে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকল আমাদিগের ভয়ে গুহাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিবে; অতএব চল আমরা সকলেই বনগমনের উদ্যোগ করি।

নাগরিক ব্যক্তিদিগের এবম্বিধ বিলাপ শ্রবণেও রামের অন্তঃকরণ কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। তিনি, সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, ঐ সকল কথা শুনিতে শুনিতে রাজার অন্তঃপুরদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং দ্বাররক্ষী সুমন্ত্রকে রাজার নিকট সংবাদ দিতে কহিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়া কাতর হইয়া সংবাদ দিবার নিমিত্ত রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, দশরথ রাহুগ্রস্ত দিবাকর ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ও তোয়শূন্য তড়াগের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ শরীরে শূন্য হৃদয়ে নয়ন নিমীলিত করিয়া শোকচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সুমন্ত্র রাজাকে তথাবিধ কাতর দেখিয়া প্রথমে জয়-সূচক আশীর্ব্বচনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, পরিশেষে ভয়বিক্লবস্বরে কহিলেন, মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

এইকথা শ্রবণমাত্র দশরথ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কহিলেন রে নীচে! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল। রাম বনে গমন করিলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, আর ক্ষণকালও তোর বশীভূত হইয়া থাকিব না। রে মূঢ়ে, তুই কাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া-

ছিস্? কি মঙ্গলই বা সম্ভাবনা করিতেছিস্! আমার জীবনান্তকর ব্যাপারে তোরে কে পরামর্শ দিয়াছে? রাম বনগমন করুক, ভরত রাজা হউক, কোন্ দুরাত্মা এ উপদেশ দিয়াছে! গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র থাকিতে কনিষ্ঠ ভরত কিরূপে যৌবরাজ্যের অধিকারী হইবে! কিরূপেই বা প্রজাপালন করিবে? রে পাপীয়সি, বিধাতা তোকে স্ত্রীরূপে প্রলয়রাত্রি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; আমি হতভাগ্য ও অত্যন্ত পাপী, তাই তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। যে সকল স্ত্রী চিরানুরক্ত স্বামীকে ধনতৃষ্ণায় পরিত্যাগ করে তাহারা অতি নীচ, অতি দুষ্টাশয় ও অত্যন্ত কৃতঘ্ন; তাহাদিগকে ধিক্। রে কৈকেয়ি, তুই যেমন আমাকে প্রাণতুল্য পুত্ররত্নে বঞ্চিত করিলি তেমনি এই পাপে তোকে অবশ্যই নিরয়গামিণী হইতে হইবে। হা শুদ্ধভাব, হা ধর্ম্মাত্মন্ গুরুবৎসল বিনীত রাম! তুমি, স্ত্রীপরাজিত এ হতভাগ্যের কেন পুত্র হইয়াছ? হায়, আমি অতিমূঢ়, অতি নীচ, অতি নৃশংস, ও অত্যন্ত পাপাত্মা নরাধম, আমাকে ধিক্; আমি একটা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিখিলগুণৈকভূমি প্রিয়পুত্রকে পরিত্যাগ করিলাম! হায়! বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য ব্রহ্মবাদী মহাত্মগণ আমাকে কি বলিবেন? পৃথিবীস্থ মহীপালগণই বা কি মনে করিবেন! হায়! আমি কৈকেয়ীকে দুইটী বর দিয়া লোকসমাজে নিতান্ত অবমানিত হইলাম! অকলঙ্কিত সূর্য্যবংশে কলঙ্কার্পণ করিলাম! আমি ধনলুব্ধা কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া হত হইলাম, বিনষ্ট হইলাম, ও দগ্ধীভূত হইলাম! এইরূপে দশরথ সুরাপায়ী পণ্ডিতের ন্যায় আপনি আপনার

নিন্দা করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার রামের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলে দশরথ, "পুত্রকে লইয়া আইস" এই কথা বলিয়াই তীব্রশোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তবিলম্বে সুমন্ত্র পুনর্ব্বার মৃদুস্বরে কহিলেন, মহারাজ, পুরুষসিংহ রাম ব্রাহ্মণ ও উপজীবিদিগকে ধনদান করিয়া বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়া, এক্ষণে আপনার দর্শনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

অনন্তর সাগরতুল্য গাম্ভীর্য্যশালী রাজা, সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সূত, তুমি সমস্ত মহিষীদিগকে এইস্থানে ডাকিয়া আন, আজ আমরা সকলে একত্র হইয়া রামের অভ্যর্থনা করিব। এ কথায় সুমন্ত্র সমস্ত মহিষীদিগকে রাজাজ্ঞা নিবেদন করিলে, তাঁহারা সকলে কৌশল্যাকে পরিবারিত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা, রাম সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশে অনুমতি করিলে সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে প্রবেশিত করিলেন।

দশরথ দূরহইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে মহিষীবর্গের সহিত আসন হইতে উঠিলেন এবং রামের আলিঙ্গন লালসে তিনি তদভিমুখে ধাবমান হইয়া কতিপয় পদমাত্র গিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। মহিষীগণ হাহারবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমনি রাম ও লক্ষ্মণ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া পিতাকে ক্রোড়ে লইয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন। ক্ষণবিলম্বে রাজার সংজ্ঞালাভ হইলে, রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদিগের সকলেরই ঈশ্বর, আমি দণ্ডকারণ্যে

যাইতেছি আমাকে বিদায় দিউন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতাকে আমার অনুগমনে অনুমতি করুন, আমি ইহা-দিগকে নানামতে বুঝাইয়া বনগমনে নিষেধ করিলাম তথাপি ইহাঁরা ক্ষান্ত হইলেন না। এই কথা বলিয়া রাম পিতার অনুমতি প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা রামকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিলেন বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বর দিয়া বিমো-হিত হইয়া সনাতন কুলধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিতেছি, অত-এব তুমি এই বিধর্ম্মা অধর্ম্মাত্মাকে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ কর। এ কথায় ধর্ম্মাত্মা রাম অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহারাজ, আপনি বর্ষসহস্র জীবিত থাকিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করুন, আমি বনে চলিলাম, আমার রাজ্যে অভিলাষ নাই; আমি চতুর্দ্দশ বৎসর পরে প্রতিজ্ঞান্তে পুনর্ব্বার পিতার চরণ দর্শন করিব। অনন্তর কৈকেয়ীর উত্তেজ-নায় সত্যপাশ-বদ্ধ দশরথ কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, পুত্র তুমি অতি সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মাত্মা, তোমাকে এ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব ইহামুত্র অভ্যুদয়লাভের ও পুনরাগমনের নিমিত্ত তুমি কুশলে অরণ্য-যাত্রা কর; তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, অদ্য রজনীতে তুমি এই স্থানে থাকিয়া তোমার শোকার্ত্ত জনক-জননীর সহিত একত্র পান ভোজন কর, কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিও। বৎস! তুমি আমার হিতনিমিত্ত যে দুষ্করকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ইহা অন্যের একান্ত অসাধ্য। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি এই দুষ্করকার্য্যে তোমাকে প্রবর্ত্তিত করা কখনই আমার অভীষ্ট নহে; এ দুর্ঘটনাটি

শুদ্ধ নৃশংসা কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ীর কপটভাব হইতেই ঘটিল। কিন্তু তুমি যেরূপ গুণবান ও যে প্রকার ধর্ম্ম-বৎসল, বৃদ্ধ পিতার অনৃতভার মোচনের নিমিত্ত ঈদৃশ কর্ম্ম করা তোমার পক্ষে অধিক আশ্চর্য্য নহে।

অনন্তর রাম অতি দীনভাবে কহিলেন, মহারাজ, অদ্য বনগমনে আমার যে শুভাদৃষ্ট হইবে কল্য যাত্রা করিলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব একান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুমতি করুন; আমি এই দণ্ডেই দণ্ডকবনে যাত্রা করিব। এই রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা পরিত্যাগ করিলাম, আপনি অদ্যই ভরতকে ইহার অধিকারী করুন; অন্যথা মাতা কৈকেয়ীর বরদ্বয় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে না; প্রতিজ্ঞারও অঙ্গহানি হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার রাজ্যে অভিলাষ নাই, বিষয়ভোগেও আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই, এক্ষণে শুদ্ধ পিতৃসত্য পালনেই আমার সারাৎসার ও পরাৎপর সুখানুভব হইবে। দেখুন, অগাধ গম্ভীর সমুদ্র কখনই বিক্ষোভিত হন্ না। অতএব আপনি দুঃখ দূর করুন, আর রোদন করিবেন না। আপনার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আমি পুনর্ব্বার সত্য করিতেছি এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, এই সমস্ত ভোগ্যবস্তু ও এই রাজসুখ, ইহার কিছুতেই আমার ইচ্ছা নাই, এবং এ জীবিতেও আর আমার কোন আস্থাই নাই, শুদ্ধ আপনাকে সত্য প্রতিজ্ঞ করিব এই একমাত্র ইচ্ছা আমার হৃদয়ে বলবতী রহিয়াছে। আমি সত্যদ্বারা ও সমস্ত সুকৃতি দ্বারা আপনার সমক্ষে শপথ করিতেছি, আর ক্ষণমাত্র কালও এখানে অবস্থান করিতে পারি না। মাতা কৈকেয়ী আমাকে "রাম

তুমি অদ্যই বনে যাও ?' আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও "চলিলাম" প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোনক্রমেই তাহার অন্যথা করা হইবে না। আমি অরণ্যমধ্যে হরিণগণের প্রশান্ত বিচরণ দর্শন ও কলকণ্ঠ পতত্রি-কুলের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল সুখে অতিনীত করিব, আপনি দুঃখ করিবেন না। পিতা দেবতাস্বরূপ, পিতার কথা দৈবত জ্ঞান করিয়াই প্রতিপালন করিব; পরে প্রতিজ্ঞান্তে আসিয়া পুনর্ব্বার আপনার চরণবন্দনা করিব। আপনাকে আর আর সকলের সান্ত্বনা করিতে হইবে, অতএব আপনি ব্যাকুল হইবেন না, আমি অরণ্য প্রবেশপূর্ব্বক বিবিধ ফলমুল ভক্ষণ করিয়া, বিশাল গিরি, সুন্দর নদী, মনোহর সরোবর ও নানাপ্রকার রমণীয় বৃক্ষ-লতাদি দর্শন করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব সুখে পরমসুখী হইব, আপনি চিন্তা দূর করুন। রাম এই প্রকার বলিলে পর রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং ঈদৃশ লোকা-তীত গুণান্বিত পুত্রকে বনবাসে বিদায় করিলাম এই চিন্তা করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িলেন। মহিষী-গণ রোদন করিয়া উঠিলেন, সুমন্ত্রও মূর্চ্ছিতপ্রায় হই-লেন, চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজার তথাবিধ ভাব দর্শনে সুমন্ত্র ক্রোধে অধীর হইয়া হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও মস্তকাবধুনন করিয়া আরক্তনেত্রে কৈকেয়ীর প্রতি বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, দেবি, আপনি যখন স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূমণ্ডলের স্বামী স্বামী দশরথকে স্বয়ং পরিত্যাগ করিতেছেন তখন পৃথিবীতে আপনার অকার্য্য আর কিছুই নাই। আপনাকে পতি-

ঘাতিনী বা কুলঘাতিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিপুরুষে জ্যেষ্ঠই রাজা হয়েন, এই চিরাগত পবিত্র কুলাচার ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথ জীবিত থাকিতেই আপনি বিলুপ্ত করিলেন। ভাল, আপনার পুত্র ভরত রাজা হউন, কিন্তু আমরা সকলেই রামের অনুগমন করিব; ব্রাহ্মণমাত্রেই আপনার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আপনার ঈদৃশ নৃশংস কার্য্য দর্শনে পৃথিবী যে এখনও বিদীর্ণা হইতেছেন না, মহর্ষিগণের দিগ্বাক্য-দহনে আপনার শরীর যে এখনও দগ্ধ হইতেছে না, এ অতীব আশ্চর্য্য। "পিতার স্বভাব পুত্রেতে ও মাতার স্বভাব কন্যাতে বর্ত্তে" এই চিরন্তন প্রবাদ, আপনার অদ্যকার কার্য্য দর্শনে, যথার্থ বলিয়াই বোধ হইতেছে। আপনার অধর্ম্মিষ্ঠা জননী যেরূপ তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ আজ রাজার প্রাণ বিনাশের হেতু হইলেন। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন, উপস্থিত নৃশংস কার্য্য হইতে এখনও বিরত হইয়া রাজার ইচ্ছার অনুগমন করুন। রাম সকলের জ্যেষ্ঠ এবং বদান্য কর্ম্মণ্য ও পরম দয়ালু, তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলে পৃথিবীর সমস্ত লোকের উপকার করা হইবে এবং অপবাদের পরিবর্ত্তে লোকে আপনার যশোঘোষণাই করিবে।

এইরূপে সুমন্ত্র যত কথা কহিলেন, কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে কিছুতেই ভয় বা লজ্জার উদয় হইল না। বরং তিনি রাজার প্রতি সরোষনেত্রে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতেই লাগিলেন। তখন দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন

সূত! তুমি রাঘবের অনুযানার্থ শীঘ্র চতুরঙ্গিণী সেনা প্রস্তুত কর, মহাধন বণিকগণ, নর্ত্তকী ও গায়নীদিগকে রামের অনুসরণ করিতে বল, উপজীবী ও বান্ধবগণ মধ্যে যাহাদিগকে রাম অত্যন্ত ভাল বাসেন, ধনদানে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে ইহাঁর সহচর করিয়া দাও। নাগরিকেরা রথারূঢ় হইয়া অনুগামী হউক; ও আরণ্যকেরা পথ প্রদর্শন করিয়া যাউক। আমার যে ধান্যকোষ ও ধনকোষ আছে তৎসমুদায় পুত্রের সঙ্গে দাও, তাহা হইলে ইহাঁর আর বনবাসে ক্লেশের ভত সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহা হইলে রাম বিবিধ নদ নদী ও পর্ব্বত দর্শন ও মৃগ কুঞ্জর স্বীকার করিয়া সকৌতুকে বন বিহার করিতে পারিবেন; ও স্থানে স্থানে ইচ্ছামত বহুদক্ষিণ যাগাদির অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ দীন দরিদ্রজনে ধন বিতরণ করিয়া সুখী হইতেও পারিবেন। মহা-বাহু ভরত কোশলরাজ্যে রাজত্ব করুক, রাম বহুল ধন-রত্ন লইয়া বহুজনে পরিবারিত হইয়া বনবাসী হউন।

এ কথায় কৈকেয়ী ভীতা ও নিতান্ত বিষণ্ণা হইয়া কহিলেন, মহারাজ, পীতসার সুরার ন্যায় হীনধন রাজ্য লইয়া ভরতের প্রয়োজন নাই। কৈকেয়ীর বাক্যে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রে নীচে তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা ও কিছুমাত্র হিতাহিত বিবেচনা নাই! তুই লোকের নিকট যে কতদূর অবজ্ঞাস্পদ হইতেছিস্ তোর কি কিছুই বোধ হয় না! যাহা হউক, আমিও রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগামী হইব, তুই ভরতের সহিত রাজ্য ভোগ কর।

রাম তাঁহাদিগের তথাবিধ বিবাদ শ্রবণ করিয়া কহি-

লেন, মহারাজ, আমি সমস্ত ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতে চলিলাম, আমার অনুযাত্রিক-বর্গে প্রয়োজন কি? কুঞ্জরবর পরিত্যাগ করিয়া কক্ষা-দাগের মমতা করা কি রূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? অতএব আমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই; আমাকে কেবল চীর-বসন খনিত্র ও পিটকমাত্র সম্বল দিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বিদায় করুন। রাম এই কথা বলিবা মাত্র কৈকেয়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং চীরবসন আনিয়া রামের হস্তে দিলেন। অমনি রাম রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। লক্ষ্মণও ম্লানবদনে অধোমস্তকে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া চীরবসনে শরীর আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর চির-কৌশেয়-বাসিনী সীতা, আপনার পরিধানার্থ চীরবসন আনীত হইল, দেখিয়া বাগুরাদর্শনোৎকণ্ঠিতা হরিণীর ন্যায় ত্রাসে নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইলেন। পরে অতি দীনভাবে কৈকেয়ীর হস্ত হইতে চীরবসন লইয়া এক খণ্ড স্কন্ধে ও অপর খণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া সলজ্জবদনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভর্ত্তাকে কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, বনবাসি-গণ কিরূপে চীর পরিধান করেন, আমি জানি না।" এই কথা বলিতে বলিতে জনকনন্দিনী মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। অমনি রাম প্রাণেশ্বরীর হস্তহইতে চীর-বসন লইয়া স্বয়ং কৌশেয়ের উপরে বন্ধন করিয়া দিলেন।

সীতার তাদৃশ শোচনীয় মুগ্ধভাব ও রামের তথা-বিধ কার্য্য দর্শনে সকলেই সচকিত ত্রস্ত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; মহিষীগণ রোদন করিয়া কহিলেন

বৎস রাম! অতি অনুচিত কর্ম্ম করিতেছ, রাজনন্দিনী জানকীর বনবাস-বেশ কোন মতেই সঙ্গত ও উপযুক্ত হইতে পারে না। তুমি পিতৃসত্য পালন করিতে যাইতেছ, লক্ষ্মণ তোমার অনুগমন করিতেছেন। কিন্তু অবলা রাজবালাকে তাপস-বন্ধনে বান্ধিয়া কি জন্য দুঃখ-ভাগিনী করিতেছ, অতএব আমরা সকলে কাতরে প্রার্থনা করিতেছি তুমি সীতাকে রাখিয়া যাও।

অনন্তর জনকনন্দিনীর চীরখণ্ড পরিধান দর্শনে বশিষ্ঠ ক্রোধভরে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন দেবি, তুমি যে কর্ম্ম করিলে ইহাতে তোমাকে ঘোর নিরয়-গামিণী হইতে হইবে। সীতাকে আমি কখনই বনবাসিনী হইতে দিব না, পত্নী ভর্ত্তার আত্ম স্বরূপ, অতএব রামের আত্মস্বরূপ হইয়া সীতাই মেদিনী শাসন করিবেন। যদি সীতাকে বনবাসিনী হইতে হয় আমরাও উহাঁর অনুগমন করিব। যাবতীয় ভৃত্য-বর্গও উহাঁর অনুগামী হইবে, মহাত্মা ভরত শত্রুঘ্ন ও চীরজটাধারী হইয়া বনবাসী হইবে। এইকথা বলিয়া ঋষিবর জানকীকে চীর পরিত্যাগ করিতে কহিলে, পতি-পরায়ণা সীতা সেই ভাবেই দণ্ডায়মানা রহিলেন। তখন বশিষ্ঠ সীতাকে পতির অনুসরণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ বুঝিয়া পুনর্ব্বার কৈকেয়ীকে কহিলেন দেবি, পুত্রবধূকে সমুচিত আভরণ প্রদান কর, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, পতিপরায়ণা জানকী পতিসেবার্থ স্বয়ং বনগমনে উৎসুকা হইয়াছেন, অতএব ইনি সর্ব্বা-ভরণে ভূষিত ও সমস্ত পরিচারকবর্গে পরিবারিত হইয়া যানারোহণে পতির অনুগামিনী হউন।

অনন্তর পরিতঃস্থ সমস্ত ব্যক্তি রাজাকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলে, দশরথ আপনার ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও জীবনের আশায় একবারে হতাশ হইলেন। তিনি কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন রে পাপীয়সি, তুই একতঃ রামকে বিবাসিত করিয়া আমাকে দুরিতভাগী করিলি, আবার নূতনবিধ মহাপাতকে কেন পাতিত করিতেছিস? তপস্বিনী জনক-নন্দিনীর হস্তে চীরবসন প্রদান করিতে তোর করাঙ্গুলি সকল কেন স্খলিত হইল-না? সুকুমারী রাজকুমারীকে অরণ্য-চারিণী করিতে তোর বক্ষঃস্থলই বা কেন বিদীর্ণ হইল না? মৃদুশীলা ধর্ম্ম-বৎসলা সীতা কখন কাহারও অনিষ্ট করেন নাই, কোন বিষয়ে অপরাধিনীও নহেন, আহা! তাঁহাকে দুঃখ-ভাগিনী করিতে তোর কেন ইচ্ছা হইতেছে? সীতা যদি পতিসেবার্থ নিতান্তই বনগমন করেন, সর্ব্ববিধ আভরণে ভূষিতা হইয়াই যাইবেন। দশরথ এই কথা বলিয়া পরিচারিকা-দিগের প্রতি সীতাকে বিভূষিত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন মহারাজ এ দাস চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত বিদায় হইল। এক্ষণে দুঃখিনী জননী যাহাতে আমার শোকে প্রাণত্যাগ না করেন আপনি এ অনুগ্রহ করিবেন। রাজা এইকথা শ্রবণে একান্ত অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়, আমি কত প্রাণীকে বৎসহীন করিয়াছি কত মহাপাপ করিয়াছি যে, আজ আমার এই দুর্দ্দশা হইল! আমি একমাত্র কৈকেয়ীর নিমিত্ত সমুদায় পৃথিবীর অনিষ্ট করিলাম। এইরূপে রাজা অনেক বিলাপ

করিয়া পরিশেষে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত, তুমি কোশাধ্যক্ষের নিকট হইতে বর্ষগণনাক্রমে বস্ত্র ও রত্নাভরণ আনিয়া সীতার সঙ্গে দাও, এবং সুসজ্জিত রথে ইহাদিগের তিন জনকে দণ্ডকারণ্যে নীত কর।

আজ্ঞামাত্র সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, পরিচারিকাগণ বিবিধ রত্নাভরণে সীতাকে বিভূষিত করিল। যেমন প্রভাকরের কিরণ সম্পর্কে গগণমণ্ডল বিদ্যোতিত হয়, সীতার সৌন্দর্য্যেও বেশমণ্ডলের তদনুরূপ শোভা হইল। অনন্তর দুঃখিনী কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে বধূর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন সুশীলে জানকি তুমি ধন্যা, যে সকল যুবতী দুঃশীলা, সুখের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত বা সেবার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই, তাহারা বিপন্ন স্বামীকে অম্লানবদনে পরিত্যাগ করে। পতি যতবড় বিদ্বান ও যতবড় কুলীন-সন্তান হউন, যত উপকার করুন, যত আভরণ দিন ও মিষ্টবচনে যতই তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা পান, অসচ্চারিণী রমণীর কখনই মনোরঞ্জন করিতে পারেন না। কিন্তু সাধ্বী সুশীলা গুণবতী দিগের ভাব স্বতন্ত্র। পতি যেমনই হউন ও যেমন অবস্থাতেই রাখুন, তাহারা তাঁহাকেই সারাৎসার ও পরাৎপর বিবেচনা করে, পতিসেবাই তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম ও একমাত্র প্রধান কর্ম্ম। অতএব প্রব্রাজিত স্বামীর প্রতি তোমার অনুরাগ যেন এইরূপ অবিচলই থাকে ও পতিসেবাই যেন তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।

সীতা এইকথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন মাতঃ আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন সকলই সত্য। আমিও অনভিজ্ঞা নহি, যেমন কৌমুদী চন্দ্র হইতে কখ-

নই বিচলিত হয় না, তেমনি পতিব্রতা-ধর্ম্ম পতিসেবা হইতে আমার অন্তঃকরণ প্রাণান্তেও চলিত হইবে না। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণার বাদ্য ও চক্রহীন রথের গতি হয় না, তদ্রূপ পতিশূন্য ধর্ম্মপত্নীর কোন কালেই সুখ-লাভ হইতে পারে না। কি পিতা কি ভ্রাতা কি পুত্র সকলেই পরিমিত ধন দিয়া থাকেন; কিন্তু অপরিমিত ধনদাতা পতিভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহই নাই। সীতা এই কথা বলিলে, দীনা কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সীতা তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে লইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তিন জনে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রাজাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলে, তিনি শোকে বিসংজ্ঞ প্রায় হইলেন। পরে রাম সকরুণ হৃদয়ে জননীর চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন মাতঃ, আপনি পিতার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, দুঃখ করিবেন না। এই চতুর্দ্দশ বৎসরের ক্ষয় অতি সত্বরেই হইবে; আবার শীঘ্রই আমাকে বন্ধুবর্গে পরিবারিত দেখিতে পাইবেন। এ কথায় কৌশল্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সমস্ত মাতৃগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা সকলেই, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে লক্ষ্মণ, জননী সুমিত্রার চরণে প্রণাম করিলে, দুঃখিনী সুমিত্রা, পুত্রকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিয়া সজল নয়নে কহিলেন, বৎস তুমি বনবাসের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছ। দেখ, রামের প্রতি তোমার ভক্তি যেন কখন বিচলিত না হয় এবং রামের বিষয়ে

তোমার যেন কখন অনবধানতা না হয়। রাম ব্যসনীই হউন আর সমৃদ্ধই হউন, ইনিই তোমার গতি। রাম তোমার জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করা লোকে প্রধানধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। রাম যতই বিপদে পড়ুন ও যতই দুরবস্থাগ্রস্ত হউন, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার অগ্রসর থাকিবে। দান, যজ্ঞ-দীক্ষা, ও যুদ্ধ-মৃত্যু এই তিনটীই আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম, অতএব তোমার কোন ভয় নাই। বৎস তুমি রামকে দশরথের ন্যায়, সীতাকে আমার ন্যায়, ও দণ্ডকারণ্যকে অযোধ্যার ন্যায়, জ্ঞান করিয়া, অকুতো-ভয়ে রাম-সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, এক্ষণে তুমি কুশলে জ্যেষ্ঠের অনুগমন কর। উদ্দেশ্য সাধন, বিজয়-লাভ ও শত্রু পক্ষ নিধনের নিমিত্ত তুমি সুখে অরণ্য-যাত্রা কর। এই কথা বলিয়া সুমিত্রা বাষ্পবারি বর্ষণ পূর্ব্বক পুত্রকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সারথি রথ প্রস্তুত হইয়াছে কহিলে, অগ্রে সুবেশধারিণী সীতা আনন্দিত-চিত্তে রথে আরোহণ করিলেন, পরে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে অধিরোহণ করিলেন। সর্ব্বশেষে সুমন্ত্র জানকীর বস্ত্রাভরণ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, রথে আরোহণ করিয়া, বায়ুবেগে অশ্ব-চালনা করিলেন। রাজপুরী রোদন-শব্দে পরিপূর্ণ হইল।

রামের অরণ্য-যাত্রা।

রাম অরণ্যযাত্রা করিলে অযোধ্যার যাবতীয় লোক রাজপথে উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কত শত ব্যক্তি পার্শ্ব হইতে, কত শত ব্যক্তি পৃষ্ঠ হইতে, প্রাণপণ চীৎ-

কার স্বরে সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল "সূত, অশ্বের রশ্মি সংযত কর, মন্দ মন্দ রথ চালনা কর, আমরা একবার অনাথনাথ অযোধ্যানাথ রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করি"। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রোদন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল "হা কৌশল্যে! তোমার হৃদয় যথার্থই পাষাণময়, নতুবা এমন দেব-তুল্য পুত্রকে বনবাসে দিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিতেছ? হা জানকি! তোমারজীবন সার্থক যে, তুমি এমন স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে না। হা লক্ষ্মণ! তুমি সকল-লোক-বৎসল রামচন্দ্রের সঙ্গী হইয়া জীবনের সার কর্ম্ম করিলে"। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বহুসংখ্য লোক প্রাণপণ বেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। হস্তী অশ্ব গো প্রভৃতি পশুপাল ও বৃক্ষস্থ পতগকুল, ঘোরতর রোদন শব্দে ত্রস্ত হইয়া, বিকৃত চীৎকার করিতে লাগিল, বোধ হইল অযোধ্যাপুরী নবীন নাথের বিয়োগ সহিতে না পারিয়া সহস্র সহস্র মুখে তাঁহাকে বনগমনে যেন নিবারণই করিতে লাগিল।

দশরথ এইপ্রকার ঘোরতর রোদন-ধ্বনি শুনিয়া শোকে উন্মত্ত হইয়া, কোথায় রাম কোথায় রাম বলিয়া, মহিষীবর্গের সহিত রাজপথে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূরে রথ যাইতেছে দেখিতে পাইয়া, হা রাম! হা রাম! শব্দে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইলেন। কৌশল্যা শোকে ক্ষিপ্ত ও ধূলিধূসরিত হইয়া, হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ, বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূরে গিয়া বৃদ্ধ রাজা অচেতন হইয়া ধূলায় পড়িলেন,

মহিষী ও দাসদাসীগণ হাহাকার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, প্রজাকুল সমধিক শোকাকুল হইয়া, কোলাহল স্বরে সারথিকে রথ রাখিতে বলিতে লাগিল। রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন পিতা ধূলায় পড়িয়া আছেন, দুঃখিনী জননী ধূলি-ধূসরিত শরীরে অশ্রুমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিতেছেন। এতদ্দর্শনে রামের হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল, কিন্তু কি করেন, সত্যভঙ্গ ভয়ে রথ রাখিতে বলিতে পারিলেন না, প্রত্যুত শীঘ্র পরিচালনের নিমিত্তই সারথিকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।

একদিকে দশরথ, কৌশল্যা, ভৃত্যবর্গ ও প্রজাগণ রথ রাখিতে বলিতেছেন, অন্য দিকে রাম ত্বরা করিতেছেন, সারথি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, চক্রশব্দে আপনাকে বধির প্রায় জানাইয়া, সমধিকবেগে রথ চালাইতে লাগিলেন। ক্ষণমধ্যে রথ নগরহইতে বহির্গত হইল, পশ্চাৎ ধাবমান প্রকৃতিপুঞ্জের আর কোলাহল শুনা গেল না, চক্রোত্থিত ধূলিনিচয় অতি দূরতর দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে রাম নগর হইতে বহির্গত হইলে, মহিষী-গণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, আহা, যে রাম অনাথ অশরণ দীনগণের একমাত্র গতি ও একমাত্র শরণ, সেই মহাত্মা এখন কোথায় চলিলেন! হায়! যিনি পুনঃপুনঃ কৃতাপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রতিও কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, যিনি অপরের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন, যিনি জননীর মত আমাদিগের সেবা করিতেন, সেই গুণাধার রাম এখন কোথায় গমন করিলেন! এখন প্রকৃতিবর্গের প্রতি আর কে তেমন

বাৎসল্য প্রকাশ করিবে! হায়! রাজা কি অজ্ঞান! তিনি সকল জীবলোকের ত্রাণকর্ত্তা ধর্ম্মশীল সত্যপরায়ণ পুত্রকে নিরপরাধে বনবাসী করিলেন।

মহিষীগণের এবম্বিধ বিলাপে রাজার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি যতক্ষণ রথের ধূলি দেখিতে পাইলেন তাবৎ পর্য্যন্ত সেই দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। পরে রথধূলি নয়নপথের অতীত হইলে রাজা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায়, যে রাম শৈশবাবধি সুখস্পর্শ শয্যায় চন্দনানুলিপ্ত হইয়া সুখে শয়ন করিয়াছেন, সেই রাম আজ বৃক্ষমূলে গলিত পর্ণ শয্যায় প্রস্তরমাত্র উপধানে শয়ন করিবেন! আর প্রভাতে দীনদরিদ্রের ন্যায় পাংশুধূসরিত শরীরে উঠিবেন। আহা, বনচরেরা সকল-লোকনাথ রামচন্দ্রকে অনাথ বলিয়াই মনে করিবে। হায় যে জনকনন্দিনী জন্মাবধি ভবনের বাহির হন নাই ও কখন কোন দুঃখ পান নাই, তাঁহাকে আজ কন্টকাকীর্ণ অরণ্যপথে বিচরণ করিতে হইবে। আহা! জনকদুহিতা বন কেমন কখন জানেন না, শ্বাপদগণের হুঙ্কারে আজ কত ভীতাই হইবেন! দশরথ এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে পরিবারবর্গের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কৌশল্যা ধূলায় ধূসরিত হইয়া সমদুঃখভাগিনী সুমিত্রার হস্ত অবলম্বন করিয়া রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা দশরথ ভবনে প্রবেশ করিয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। সভাঙ্গন জনশূন্য হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ আর বেদপাঠ করিতেছেন না, স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিগীতে নিবৃত্ত হইয়াছে। এইসমস্ত বিষাদ-

ভাব দেখিয়া রাজা কোথাও স্থির হইতে না পারিয়া কৌশল্যার শয়ন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। মহিষী কৌশল্যা ও সুমিত্রা উভয়েই তাঁহার অনুগমন করিলেন।

অনন্তর রাজা পলাঙ্কে শয়ন করিলে, দীনা কৌশল্যা পুত্রশোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়, এতদিনে সুভগা কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল। সে, রামকে বনবাসী করিয়া এখন আমাকে গৃহমধ্যগত সর্পীর ন্যায় সর্ব্বদা ভয় প্রদর্শন করিবে। আহা, যদি কৈকেয়ী রামকে ভিক্ষুক বা ভরতের দাস হইবার বর প্রার্থনা করিত ও এ নগরে থাকিতে দিত, তাহা হইলেও আমার এত দুঃখ হইত না। হায়, সেই শুভ দিন কবে হইবে! আমি কবে আবার ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামের বদন দর্শন করিব! কবেই বা অযোধ্যা তাঁহা-দিগের আগমনে আনন্দিতা হইয়া পতাকামালা পরি-ধান করিয়া প্রবাস-সমাগত নাথের অভ্যর্থনা করিবে! কবে পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শনে বারিধি-নীর-রাশির ন্যায় প্রজা-বর্গের আনন্দ সন্দোহ সমুচ্ছলিত হইবে! নগরাঙ্গনা-গণ কোন্ দিন সেই দুই বীরের উপর লাজ কুসুম বর্ষণ করিবে! কবে সেই পুরুষপ্রধানদিগকে আয়ুধ নিস্ত্রিংশ পাণি সমাগত দেখিব! হায়! আমি পূর্ব্বজন্মে কত ধেনুকে বৎসহীনা করিয়াছিলাম যে সেই পাপে আমাকে আজ বিবৎসা হইতে হইল। আমি সেই সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ সর্ব্বগুণধাম প্রিয়তম রামের মুখ না দেখিয়া আর ক্ষণমাত্রও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না।

কৌশল্যা এই রূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলে, সুমিত্রা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কহিলেন, দেবি, রাম লক্ষ্মণ

ও সীতার নিমিত্ত এরূপ শোক করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না। রাম পিতাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে বনগমন করিয়াছেন, সুতরাং তেমন পিতৃভক্ত ধার্ম্মিক গুণবান পুত্র কি রূপে শোচনীয় হইতে পারেন? দয়াবান লক্ষ্মণ যে রামের অনুগমন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার লাভই হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। তবে একমাত্র জনকনন্দিনীর পক্ষে বনবাস ক্লেশাবহ সত্য, কিন্তু তিনি যখন তেমন অলোকসামান্য গুণসম্পন্ন স্বামীর সহচরী হইয়াছেন তখন তাঁহার আর কোন দুঃখই হইতে পারে না। যে বনবাসের কীর্ত্তিপতাকা ভুবনত্রয়ে উড্ডীন হইল, সে বনবাস তাঁহাদিগের পক্ষে কখনই ক্লেশকর হইতে পারে না এবং তাঁহাদিগের পক্ষে আর কিছুই অলব্ধও রহিল না। বিবেচনা করুন, যে রামের বাহু-বলে সমস্ত বৈরিদলের মস্তক অবনত হয়, যাঁহার অস্ত্র-পথে কেহই দাঁড়াইতে পারে না, যাঁহার গুণে ও বলদর্পে পৃথিবী বশীভূত, দুর্জ্জয় খড়্গহস্ত লক্ষ্মণ যাঁহার সহচর, বনবাসে তাঁহার কখনই ক্লেশ হইতে পারে না, তিনি সর্ব্বত্রই গৃহের ন্যায় সুখে অবস্থান করিবেন। অতএব শোক পরিত্যাগ করুন, কোন ভয় নাই, বীরদ্বয় সীতার সহিত ত্বরায় আসিয়া আপনকার চরণবন্দনা করিবেন, আপনি রাঘবকে আবার সুহৃৎপরিবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্ল বদনে আসিতে দেখিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, রাম আবার সেই মৃদুপীন পাণিদ্বারা আপনকার চরণ সম্বাহন করিবেন, আপনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে পাইবেন। এইরূপে সুমিত্রা প্রবোধ প্রদান করিলে কৌশল্যা অনেক শান্তি লাভ করিলেন।

এদিকে রামের সুহৃদগণ রথ প্রদক্ষিণ করিয়া অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনুরক্ত প্রজাগণ তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তমসা-তীর পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল। তখন প্রজাবৎসল রাম তাহাদিগকে নিতান্ত ক্লান্ত ও অনুগমনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া, সন্ধ্যাও সমীপবর্ত্তিনী বিবেচনা করিয়া, সে রাত্রি তাহাদিগের সহিত সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন স্থির করিলেন। পরে তিনি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রজাদিগকে সমুচিত সমাদর করিয়া, সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, আমার প্রতি যে তোমাদিগের অকৃত্রিম অনুরাগ ও অকপট স্নেহ আছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু তোমরা তাহার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া আমার ইষ্টানুষ্ঠান কর। ভরত বয়সে বালক সত্য, কিন্তু জ্ঞানবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রবীণভাব জন্মিয়াছে। তিনি অতিবিনীত, দয়ালু ও শান্তপ্রকৃতি, এবং বলবীর্য্যাদি বিষয়েও অসাধারণ। অধিক কি, রাজার সমুদয় গুণই তাঁহাতে আছে। এক্ষণে তিনিই তোমাদিগের স্বামী হইবেন, তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা কিছুমাত্র দুঃখ পাইবে না, তোমাদিগের কোন ভয় নাই। অতএব তোমরা আমার অনুসরণে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও এবং বৃদ্ধ রাজা যাহাতে সন্তপ্ত না হন তাহা কর। তাহা হইলেই আমার প্রকৃত হিতানুষ্ঠান করা হইবে। রাম এইরূপে প্রবোধ দিয়া তমসার অদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলে পর্ণশয়নে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত প্রজাপরিবেষ্টিত হইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

রাত্রিতে রাম সীতার সহিত নিদ্রিত হইলে, লক্ষ্মণ ও

সুমন্ত্র রামের গুণবিষয়ক কথোপকথনে জাগিয়াই ছিলেন; রাত্রিশেষে রাম জাগরিত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ প্রজাগণ আমাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহশালী, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, উহারা আমাদিগের অনুগমন করিবে। কিন্তু উহাদিগকে নিরর্থক ক্লেশভাগী করা বিধেয় হয় না। অতএব এক্ষণে উহারা অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সুষুপ্ত রহিয়াছে, এই সময় আমাদিগের প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। এই কথা বলিয়া রাম সুমন্ত্রকে শীঘ্র রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে অশ্বযোজনা করিলেন। পরে তাঁহারা তিন জনে রথে আরোহণ করিলে অশ্বগণ বায়ুবেগে চলিল।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে প্রজাগণ জাগরিত হইয়া রামকে দেখিতে না পাইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিল, 'হা নিদ্রে! তোরে ধিক্, আমরা তোর মায়াজালে বশীভূত ও চৈতন্যশূন্য হইয়া রামচন্দ্রকে হারাইলাম। হা রাম! আপনি তেমন সত্যপরায়ণ ও তত প্রজাবৎসল হইয়া কিরূপে অধীনদিগকে অনাথ করিয়া পরিত্যাগ করিলেন! হায়, যিনি আমাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন, তিনি আজ কি অপরাধে আমাদিগের প্রতি এরূপ নির্দ্দয় হইলেন! হায় আমরা কি বলিয়া গৃহে গমন করিব, কি করিয়াই বা নগর প্রবেশ করিব। প্রজাগণ এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গেল, কিন্তু পথহারা হইয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে তাহারা রামের অনুসরণে

হতাশ হইয়া শূন্য হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে নগরে প্রত্যাগমন করিল।

এদিকে রাম বেগবান রথে বেদশ্রুতি ও গোমতী নদী অতিক্রম করিয়া, সীতাকে নানাস্থান দেখাইতে দেখাইতে কোশলরাজ্য ছাড়াইয়া গেলেন এবং বেলাবসানে ভোজরাজ্যের মধ্যদিয়া গিয়া গঙ্গাকূলে উত্তীর্ণ হইলেন। তথাকার রাজা গুহক চণ্ডাল রামের পরম মিত্র ছিলেন, তিনি রামের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ ভোজ্য বস্তু ও অন্যান্য বহুমূল্য সামগ্রী উপহার দিয়া রামচন্দ্রকে সপরিবার নিজ ভবনে লইয়া যাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন। রাম সস্নেহ আলিঙ্গন-দানে ও প্রণয় সম্ভাষণে গুহককে সমুচিত সম্মানিত ও যথেষ্ট পরিতুষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে আপনার সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনের কথা কহিয়া, অশ্বের আহার-সামগ্রী মাত্র প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগের সেই রাত্রি গঙ্গার অদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলেই যাপিত হইল। রাম জনকনন্দিনীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিলেন দেখিয়া গুহক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সপরিবারে সেই স্থানেই জাগিয়া রহিলেন। রাম প্রত্যূষে উঠিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন সারথে, যাহাতে পিতা মাতা অত্যন্ত শোকাকুল না হন ও ত্বরায় ভরতকে অভিষিক্ত করেন আপনি এরূপ করিবেন, আমরা সত্যপালন করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে পুনর্ব্বার সম্মিলন-সুখ অনুভব করিব। এই কথা বলিয়া তিনি সুমন্ত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে বিদায় করি-

লেন। পরে তাঁহারা তিন জনে তরণীযোগে তরঙ্গিণীর অপরপারে উত্তীর্ণ হইলে, সুমন্ত্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে শূন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে, অরণ্যমধ্যে এক বৃক্ষের তলে প্রথম রাত্রি যাপিত করিলেন। পরদিন গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থানাভিমুখে গমন করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ঋষিবর তাঁহা-দিগের পরিচয় ও আগমনের কারণ অবগত হইয়া, পরম সমাদরে, তাঁহাদিগকে সে রাত্রি সেই আশ্রমেই রাখি-লেন। পরদিন প্রভাতে রাম বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে অনেক অনু-রোধ করিলেন, পরিশেষে, রাম "এ আশ্রম অতিপ্রকাশ্য স্থান, অযোধ্যা হইতে অনেকেই আমাদিগের অন্বেষণ করিয়া এখানে আসিতে পারে, অতএব কোন নিভৃত প্রদেশে আমাদিগের বাস করা কর্ত্তব্য" এই কথা বলিলে, ভরদ্বাজ ঐ বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া আশ্রমের দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্ব্বতে তাঁহাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; তাঁহারাও তাঁহার আজ্ঞা-নুসারে সেই স্থানেই গিয়া রহিলেন।

এদিকে অযোধ্যার পুরবাসিগণ ও রাজপরিবার সকল সুমন্ত্রকে শূন্যরথে আসিতে দেখিয়া, হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর দশরথ রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সুমন্ত্র রাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সমস্ত নিবেদন করিলেন, এবং ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেকের বিষয়ে রামের সবিশেষ অনুরোধও জানাইলেন। কিন্তু রাজা তাঁহার কোন কথায়

উত্তর করিলেন না, তিনি অচেতনপ্রায় অনিবার অশ্রু-ধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। পরে রাম-জননী কৌশল্যা পুত্রদ্বয় ও বধূর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সুমন্ত্র, তাঁহারা বনবাসে পরমসুখে আছেন বলিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। মহিষীগণ "হা বৎস রাম, হা কুমার লক্ষ্মণ, হা জানকি! তোমরা কোথায় রহিলে, বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় দিন-যামিনী নগরীর যাবতীয় লোকের কেবল আর্ত্তনাদ করিয়াই অতিপাতিত হইল।

দশরথের মৃত্যু।

অনন্তর এক দিন কৌশল্যা পর্য্যঙ্ক শয়নে স্বামীর নিকটে বসিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, নাথ, তাদৃশ গুণবান কীর্ত্তিমান নরশ্রেষ্ঠ রাম, কুমার লক্ষ্মণ, ও সুকুমারী রাজকুমারী কিরূপে দুঃসহ বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিবেন, ও চিরকাল সুখান্ন সেবন করিয়া কিরূপে বন্য নীবারান্ন ভোজন করিবেন? বিশেষতঃ পরম সুকুমারী রাজকুমারী কিরূপে দুঃসহ দ্বন্দ্ব-দুঃখ সহ্য করিয়া থাকিবেন? চিরকাল বীণাদির মধুর স্বর শ্রবণ করিয়া সিংহাদির ভয়ঙ্কর চীৎকারে কিরূপে কর্ণপাত করি-বেন? হায়, সেই মহেন্দ্র-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় আজ ভুজ-মাত্র উপধানে কোথায় শয়ান রহিয়াছেন? হায় আমার হৃদয় কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না, হায় পুত্র রামচন্দ্রকে আমি এ জন্মে আর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে পাইব না। চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে ভাগ্যক্রমে রাম প্রত্যাগত

হইলেও হয়ত ভরত যৌবরাজ্য পরিত্যাগ করিবেন না, করিলেও কনিষ্ঠের উচ্ছিষ্ট বলিয়া রাম তাহা নাও স্বীকার করিতে পারেন। দেখুন, অপর-নিহত জন্তুর মাংস ভক্ষণে সিংহের কখনই ইচ্ছা হয়না এবং গতসার মদিরার আস্বাদনেও কাহারও প্রীতি জন্মেনা। হৃত-নবনীত দুগ্ধ পান করিতে কোন্ ভদ্রলোকের অভিরুচি হয়? অতএব বোধ হয় কনিষ্ঠের উচ্ছিষ্ট রাজ্য রাম কখনই গ্রহণ করিবেন না; শার্দ্দূলের বালধিমর্দ্দনের ন্যায় এ অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ্য করিবেন না। হা রাজন্! আপনি আমাকে গতিহীনা করি-লেন, নারীদিগের প্রথম গতি স্বামী, কৈকেয়ী তাহাতে আমাকে অনেক দিনই বঞ্চিত করিয়াছে; দ্বিতীয় গতি পুত্র, আপনি তাহাতেও বঞ্চিত করিলেন।

রাজা কৌশল্যার তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভূত হইয়া, আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ চিন্তার পর, মুনিবালকের প্রাণবধের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তিনি কম্প-মান হৃদয়ে কাতরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন কৌশল্যে! প্রসন্না হও, তুমি স্বভাবতঃ অতি দয়ালু, অতএব এ দীনে অনুকম্পা কর। পতি গুণবান বা নির্গুণ হউন, ধর্ম্ম-পত্নীর দৈবত স্বরূপ। তুমি অতি ধর্ম্মশীলা সাধ্বী, বৃদ্ধ ভাগ্যহীন দীন স্বামীকে এরূপ কঠিন বাক্য বাণে বিদ্ধ করা তোমার উচিত হয় না। পতিব্রতা কৌশল্যা পতির তথাবিধ কাতরতা দর্শনে ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া অঞ্জলি মস্তকে লইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! এ দাসীকে ক্ষমা করুন, ধর্ম্মাত্মন্! আমি

পুত্রশোকে অধীর হইয়াই ঐরূপ অসঙ্গত কথা বলিয়াছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

রাজা কৌশল্যাকে পুনর্ব্বার কহিলেন প্রিয়ে মনুষ্যের শুভ ও অশুভ এবং সুখ ও দুঃখ সমুদায় আত্মকৃত সৎ ও অসৎ কার্য্যেরই ফল। আমি বহুকাল পূর্ব্বে এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া শব্দানুসারে বাণ নিক্ষেপ করিয়া মৃগভ্রমে এক মুনিবালকের প্রাণবধ করি। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা অন্ধমুনি পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে মুনিবর আমাকে "তোমারও পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে" এই অভিশাপ দেন। আজ সেই অভিশাপ সফল হইল। রামের বনবাস শুদ্ধ আমার সেই পাপেরই পরিণাম। নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, তুমি আমার গাত্রস্পর্শ কর, আর আমি তোমাকে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। হায় আমার ন্যায় আর কোন্ পাপাত্মা তাদৃশ গুণবান পুত্রকে পরিত্যাগ করে? কোন্ পুত্রই বা এবম্বিধ পাপাধম পিতার প্রতি অসূয়ু না হয়? আহা, রাম বনবাসী হইয়া প্রকৃত পুত্রের কার্য্যই করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রতি নৃশংস নরাধম শত্রুর কার্য্যই করিয়াছি। হা কৌশল্যে! আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না, কোন কথা স্মরণ হয় না; যমদূতেরা এই আমাকে বন্ধন করিতেছে। স্নেহক্ষয়ে দীপ-শিখার ন্যায় ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণপ্রভ হইয়া ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে। হা বীরবর, হা অনাথনাথ বৎস রাম! তুমি এখন কোথায় রহিলে? হা পিতৃবৎসল! তোমার হতভাগ্য পিতা দীন অনাথের ন্যায় বিপন্ন

হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছে আসিয়া দেখ। হা দুঃখিনি কৌশল্যে, হা তপস্বিনি সুমিত্রে, তোমরা আমাকে স্পর্শ কর। হা পাপীয়সি কৈকেয়ি! তোর মনোরথ সিদ্ধ হইল। এই কথা বলিতে বলিতে রাজার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইল, অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল, প্রাণবায়ু ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আসিল, মহানিদ্রার ঘোরে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইয়া পড়িল, তারকদ্বয় ঊর্দ্ধে অর্দ্ধ-বিলীন হইয়া নিষ্কম্প হইল, পরিশেষে অপাঙ্গ-বিগলিত অশ্রু-ধারা-পাতের সহিত আন্তরিক সংজ্ঞা ও দুঃসহ কঠোর সন্তাপের একবারে অবসান হইল।

পুত্রশোকে দশরথের প্রাণ বিয়োগ হইলে, মহিষীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, হা রাম, হা লক্ষ্মণ, হা সীতে, হা দশরথ, ইত্যাদি আর্ত্তরবে নগর পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর রাত্রি প্রভাতা হইলে, রাজগুরু বশিষ্ঠ রাজার মৃতদেহ বিবিধ গন্ধদ্রব্যে পরিরক্ষিত করিয়া, সত্বর ভরতকে আনিতে দূত প্রেরণ করিলেন। এবং এ সমস্ত অশুভ ঘটনা যাহাতে ভরত পূর্ব্বে জানিতে না পারেন, তজ্জন্য দূতকে সাবধান করিয়া দিলেন।

ভরতের অযোধ্যায় প্রবেশ।

ভরত মাতুলালয় হইতে বহির্গত হইয়া সপ্তম দিবসে অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইলেন। নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া রঘুবীর, সারথিকে কহিলেন সুত, অদ্য নগরী নিরানন্দ প্রতীয়মান হইতেছে; উদ্যান ও ক্রীড়া কানন সমুদায় শূন্যপ্রায় দেখিতেছি; ধনিগণ ও বীরগণ করি-তুরগ

পৃষ্ঠে গতায়াত করিতেছে না; বিপণী পণ্যশূন্য ও শোভা-বিহীন হইয়াছে; রাজপথে আর পূর্ব্ববৎ জনতা দেখা যায় না; বণিকগণ পূর্ব্বতন অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে; ধনিগেহে আনন্দ কোলা-হল শুনা যাইতেছে না; বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আজ বেদপাঠ করিতেছেন না; পূর্ব্বে যেমন, স্থানে স্থানে মৃদঙ্গ বীণাদি যন্ত্রের বাদ্য ধ্বনি হইত, আজ সে সকল নীরব হইয়াছে; অদ্য অযোধ্যা নগরী পতিহীনা কামি-নীর ন্যায় মলিন ও শোভাহীন লক্ষিত হইতেছে।

ভরত এই কথা বলিতে বলিতে রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, ও চারি দিকে অশুভ লক্ষণ সন্দর্শনে নিশ্চয় বিপদ্ সম্ভাবনা করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সূত, দেবালয় সকল কেন কুসুমদামে ভূষিত ও অগুরু-ধূপগন্ধে আমোদিত হয় নাই? পুরোহিত-ব্রাহ্মণগণ কেন দেবার্চ্চনা করিতেছেন না? বন্দীগণ কেন নিস্তব্ধ রহিয়াছে? এবং যাবতীয় ব্যক্তিই সজল নয়ন ও ম্লানবদন লক্ষিত হইতেছে। আমাকে এত শীঘ্র করিয়া আনিবার কারণ কি, বল। অত্যাশঙ্কায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, অন্তঃকরণ অস্থির হইয়াছে। রাজপুরীতে অবশ্যই কোন ভয়ঙ্কর অত্যাহিত ঘটিয়া থাকিবে। ভরত এই কথা বলিতে বলিতে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজার ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় পিতাকে দেখিতে না পাইয়া ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া মাতৃমন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

কৈকেয়ী হৃদয়নন্দন পুত্রকে সমাগত দেখিয়া আন-ন্দিত হইয়া সৌবর্ণ আসন হইতে উঠিলেন এবং আলি-

ঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্রকে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত, জননীকে সংক্ষেপে সকলের মঙ্গল-বার্ত্তা কহিয়া, ব্যাকুলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাতঃ, আপনার হেমভূষিত পর্য্যঙ্কশয়ন শূন্য দেখিতেছি, রাজ-পুরীর সকলকেই দুঃখিত বোধ হইতেছে, পিতার দর্শন লালসায় আমার অন্তঃকরণ একান্ত উৎকণ্ঠিত হই-য়াছে, তিনি সর্ব্বদা আপনার মন্দিরেই অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে তাঁহার নিজ ভবনেও দেখিতে পাইলাম না ; তিনি এখন কোথায় আছেন ? জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার ভবনে বা অন্য যেখানে থাকেন শীঘ্র বলুন, আমি ত্বরায় সেই স্থানে গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিব। রাজ্য-লোভ-মোহিতা কৈকেয়ী কহি-লেন বৎস জীবমাত্রের যে চরম গতি তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মাত্মা পুণ্যচেতা ভরত পিতার মৃত্যুসম্বাদ শ্রবণমাত্র, হা হতোহস্মি বলিয়া বাহুাক্ষেপ পূর্ব্বক শোকে অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িলেন। কৈকেয়ী সূর্য্যসমতেজস্বী পুত্রকে শোকে অভিভূত ও পরশুচ্ছিন্ন বিশাল শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া কহিলেন বৎস উঠ উঠ, তোমার মত মহাত্মা সাধু পুরু-ষেরা কখনই এরূপ শোক করেন না। ভরত অনেকক্ষণ রোদনের পর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন মাতঃ রাজা যজ্ঞ করিয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন আমি এই সঙ্কল্পে আনন্দিত মনে মাতুলালয় হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ অন্যথা দেখিতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমি পিতাকে দেখিতে

পাইলাম না। হায়! রাম ও লক্ষ্মণ ধন্য, তাঁহারা চরম কালে পিতার চরণশুশ্রূষা করিয়াছেন। হায়, রাজা আমাকে সমাগত দেখিতে পাইলেন না। হায়, আমাকে আর কে তাদৃশ প্রণয়ালিঙ্গন করিবে? তাদৃশ সুখস্পর্শ পাণি দ্বারা আর কে আমার গাত্রের ধূলি মার্জ্জনা করিবে? জননি! পিতার কি রোগে মৃত্যু হইয়াছে বল। আর এক্ষণে সেই ধন্যাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোথায়? যিনি আমার প্রতি সর্ব্বথা পিতৃতুল্য স্নেহ করেন, যাঁহার দাস্য কর্ম্মে আমার ইহামুত্র চরিতার্থতা লাভ হইবে, সেই পরম ধর্ম্মাত্মা পরম বন্ধু স্নেহময় রামচন্দ্র কোথায় আছেন শীঘ্র বল, আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া সমস্ত সন্তাপ শান্তি করিব। জননি! পিতা মৃত্যুকালে আমার কথা কি বলিয়া গিয়াছেন বল। কৈকেয়ী কহিলেন বৎস! তোমার পিতা চরমকালে আর কোন কথাই বলিয়া যান নাই, কেবল, হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ, এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে যাহারা ভাগ্যক্রমে জীবিত থাকিবে তাহারাই রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে পুনরাগত দেখিতে পাইবে। ভরত, দ্বিতীয় অশুভ সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে কোথায় গিয়াছেন? লোভাক্রান্তা কৈকেয়ী প্রিয়সংবাদ দিয়া পুত্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন মনে করিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন রাম চীরজটাধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্য বাসী হইয়াছেন।

ভরত, একতঃ সূর্য্যবংশ অতি বিশুদ্ধ তাহাতে রামের

চরিত্র অতীব পবিত্র, তাঁহার বিবাসনের কথায় তাঁহাতে পাপের আশংসা করিয়া সাতিশয় ভীত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাতঃ! রাম কি পরধন হরণ, পরদারাপহরণ বা নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণহিংসা করিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে এতদূর দণ্ডিত হইতে হই-য়াছে? এ কথায় চপলা কৈকেয়ী আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মকৃত সমুদয় কর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। কহিলেন পুত্র! রাম কখন কাহারও ধন হরণ বা নিরপরাধে কাহারও প্রাণহিংসা করেন নাই, এবং ভ্রমক্রমেও পরদারের মুখাবলোকন করেন নাই। আমি তাঁহার বনবাস ও তোমার রাজ্যাভিষেক এই দুই বর প্রার্থনা করিলে, মহীপতি আপনার পূর্ব্বকৃত সত্য স্মরণ করিয়া, রামকে বিবাসিত করিয়াছেন ও সেই শোকেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সমস্ত শোক দূর কর; এই নগরী, এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও এই বিস্তীর্ণ রাজ্য সকলই তোমার, তুমি যথাবিধানে অভি-ষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে ভোগ কর। আমি তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত এত কাণ্ড করিয়াছি।

ভরত পিতার মৃত্যুসংবাদে সাতিশয় শোকার্ত্ত হই-য়াছিলেন, এক্ষণে জননীর নৃশংস ব্যবহারই জ্যেষ্ঠের বিবাসন ও পিতার অকাল-মরণের এক মাত্র কারণ জানিতে পারিয়া যার পর নাই দুঃখার্ত্ত হইলেন। অনলে ঘৃতস্পর্শের ন্যায় তাঁহার শোকসন্তাপ একবারে প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল। ক্ষতে ক্ষার-বিক্ষেপের ন্যায় মর্ম্মব্রণ-জ্বালা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি মুহূর্ত্তকাল হত-জ্ঞান প্রায় হইয়া রহিলেন। পরে ক্রোধভরে কৈকেয়ীকে

কর্কশ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে নীচাশয়ে! পিতাকে নিহত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বনবাসী করিয়া এ হতভাগ্য নরাধমের রাজ্যে প্রয়োজন কি? রে কুলঘাতিনি! তুই সূর্য্যবংশের বিনাশের নিমিত্ত কালরাত্রি স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছিস্! তুই পিতাকে নিহত ও রামচন্দ্রকে বিবাসিত করিয়া আমাকে নিরয়গামী করিলি। হায়, দেহান্তেও আমার এ দুঃখের অবসান হইবেনা। পিতা অজ্ঞান প্রযুক্তই জ্বলন্ত অঙ্গার হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। হা পাপীয়সি, ধর্ম্মাত্মা রাম জন্মাবধি তোর প্রতি জননীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন, তবে তুই তাঁহাকে কেন বনবাসী করিলি? আহা, ধর্ম্মশীলা পুণ্যবতী কৌশল্যা তোর প্রতি চিরকাল ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে তুই তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কেন বিবাসিত করিলি? আহা, বীরপ্রধান সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের চীরবসন পরিধান দেখিয়া তোর বক্ষঃস্থল কেন সহস্রধা স্ফুটিত হইলনা? হায়! কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী পুত্রশোকে কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। সেই দুই পুরুষসিংহ ব্যতিরেকে আমার কি সাধ্য, রাজ্য রক্ষা করি। যেমন সুমেরু আত্মজাত বনাবলীদ্বারা আত্মরক্ষা করেন, আমার পিতাও সেইরূপ রামচন্দ্রের আশ্রয়ে এই বিপুল রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, আমি কাহার বলে এই দুর্ব্বহ ভার বহন করিব? রে নীচে! আমি প্রাণান্তেও তোর কামনা পূর্ণ করিব না। যদি তোর প্রতি রামচন্দ্রের মাতৃবৎ ভক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তোকে এই দণ্ডেই পরিত্যাগ করিতাম। তুই যেমন করিয়াছিস্ তেমনি

আমি তোর অপ্রিয় সাধনের নিমিত্ত এখনই দণ্ডক বনে গমন করিব ও রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আনিয়া যাবজ্জীবন তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।

কৈকেয়ী পুত্রের তথাবিধ ভাবে নিতান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া রাজার নিমিত্ত রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ভরত ক্রোধে অন্ধ হইয়া পুনর্ব্বার ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন রে নৃশংসে দুষ্টচারিণি কৈকেয়ি! আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম, তুই দূরীভূত হ। তোর আর রাজার নিমিত্ত কপট রোদনের প্রয়োজন নাই। রে পাপিষ্ঠে! ধর্ম্মবৎসল রাম ও দশরথ তোর কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে তুই একের বনবাস ও অপরের প্রাণবিনাশ সাধন করিয়াছিস্? তোর দোষে রামের বিবাসন হইল, পিতার মৃত্যু হইল, কৌশল্যা ও সুমিত্রা জীবন্মৃত-প্রায় হইলেন, সমুদায় মহিষীগণ শোকার্ত্ত হইলেন, নগরের সমস্ত লোকের ও রাজ্যশুদ্ধ সকলের শুভাশা অস্তমিত হইল। রে পতিঘাতিনি! তুই আর আমার সহিত বাক্যালাপ করিস্ না। তুই একপুত্রা ধর্ম্মবৎসলা কৌশল্যাকে বিবৎসা করিয়া যে পাপ কর্ম্ম করিয়াছিস, হয় অনলে প্রবেশ কর্, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কর্, কিম্বা স্বয়ং দণ্ডকারণ্য-বাসিনী হ, ইহা ভিন্ন তোর আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি রামচন্দ্রকে রাজা করিয়া তাঁহার দাস্যবৃত্তিদ্বারা আত্মাকে নিষ্পাপ করিব। কখনই তোর বশীভূত হইব না। ভরত এই কথা বলিতে বলিতে শোকে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন অনেক দুঃখ করিয়া অবশেষে নানামতে ভরতকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে

কুব্‌জার পরামর্শেই রাম বিবাসিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! রাম তথাবিধ বিদ্বান্, তাদৃশ দয়ালু ও সর্ব্বপ্রাণীর পরম হিতৈষী হইয়া, একটা স্ত্রীলোকের কথায় বনবাসী হইলেন! কি আশ্চর্য্য! লক্ষ্মণ, তথাবিধ ভ্রাতৃ-বৎসল, তাদৃশ বলবান্ ও তদ্রূপ অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন হইয়া, বৃদ্ধ পিতাকে নিগৃহীত করিয়া রামের অভিষেক সাধন করিতে পারিলেন না! যখন শত্রুঘ্ন এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এমন সময় শুভ্র-বসন-পরিধানা, আভরণ-ভূষিতাঙ্গী কুব্‌জা প্রফুল্ল বদনে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি একজন দ্বারপাল তাহাকে ধৃত করিয়া শত্রুঘ্নের নিকটে আনিয়া কহিল, কুমার! যে পাপীয়সীর পরামর্শে রাজার প্রাণ বিয়োগ ও রামের বনবাস হইয়াছে সেই নৃশংসা এই; এক্ষণে ইহাকে যাহা ইচ্ছা করুন। শত্রুঘ্ন মন্থরাকে সমীপানীত দেখিয়া, ক্রোধকম্পিত কলেবরে গলদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অমনি মন্থরা চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। তখন তিনি পাংশুদ্বারা তাহার বদন পূর্ণ করিয়া, যাবতীয় অন্তঃপুরচরদিগকে কহিতে লাগিলেন, এই নীচা পাপীয়সীই আমাদিগের সমস্ত বিপদের একমাত্র নিদান; অতএব আমি এই দণ্ডেই ইহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া শত্রুঘ্ন মন্থরার পৃষ্ঠদেশে এক মুষ্টিপ্রহার করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কুব্‌জার রোদন-শব্দ শ্রবণে সমস্ত সখীজন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কুমারকে

ক্রোধান্ধ দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন অদ্য শত্রুঘ্ন যে প্রকার ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, বোধ হয়, আজ আমাদিগের সকলকেই নিঃশেষিত হইতে হইবে। অতএব চল আমরা দয়াশীলা কৌশল্যার শরণাগত হই।

অনন্তর কুব্‌জা বজ্রসদৃশ মুষ্টি প্রহারে কাতরা হইয়া "হা কৈকেয়ি! রক্ষা কর" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিলে, শত্রুঘ্ন তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে অসৎ স্ত্রী আমাদিগের কুলক্ষয়-কর পাপ কর্ম্ম করিয়াছে সেই পাপীয়সী এখন তোকে রক্ষা করুক, আমাদিগের সমুদায় বিপদ্ শুদ্ধ তোর পরামর্শ হইতেই হইয়াছে, অতএব তোকে এই দণ্ডেই যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই কথা বলিয়া শত্রুঘ্ন তাহাকে নিক্ষেপ করিলে, সে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে পুত্র ভরতের শরণাগত হইলেন। ধীমান্ ভরত শত্রু-ঘ্নকে ক্রোধান্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ স্ত্রী জাতি অবধ্য, অতএব ক্ষমা কর। আমি স্বহস্তেই এই পাপীয়সী কৈকেয়ীর মস্তকচ্ছেদন করিতাম; শুদ্ধ রাম মাতৃঘাতক বলিয়া পাছে আমাকে পরিত্যাগ করেন এই ভয়েই ক্ষান্ত হইয়া রহিয়াছি। অতএব ক্রোধ সম্বরণ কর, এই ক্ষুদ্রা মন্থরার প্রাণবধ করিলে ধর্ম্মাত্মা রাম স্ত্রীহত্যা-পাতকী বলিয়া আমাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। আর যখন এই পাপীয়সীকে আমাদিগের অধীন হইয়া থাকিতে হই-

য়াছে তখন ইহাকে মৃত বলিয়াই বিবেচনা করিবে। শত্রুঘ্ন ভরতের এই কথা শ্রবণে ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক মন্থরাকে দূরে ক্ষিপ্ত করিলে, সে উঠিয়া কৈকেয়ীর চরণে পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভরত সর্ব্বজন সমক্ষে মাতার ভৎর্সনা করিয়া ভ্রাতাকে কহিলেন বৎস, চল আমরা প্রধানা জননী কৌশল্যার নিকটে যাই। তিনি এক্ষণে পতিপুত্রশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়াছেন। কিন্তু ভর্তৃঘাতিনী জননী তাঁহার যে অনিষ্ট করিয়াছে, আমি কি করিয়া তাঁহার নিকটে যাইব? কি করিয়া মুখ দেখাইব? কি বলিয়াই বা সান্ত্বনা করিব? ভরত এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্নও অনুরূপ শোকার্ত্ত হইয়া চীৎকার স্বরে কান্দিতে আরম্ভ করিলেন।

ভরত ও শত্রুঘ্নের রোদন শব্দে রাজপুরী পরিপূরিত হইলে, কৌশল্যা শব্দ-পরিচয়ে সুমিত্রাকে কহিলেন, ভগিনি! বোধ হয়, ক্রূরকর্ম্মার পুত্র ভরত আসিয়াছে, চল আমরা সেই দীর্ঘদর্শীর নিকটে যাই, তাহাকে দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। এই কথা বলিয়া কৌশল্যা সুমিত্রা-সমভিব্যাহারে যেমন বাহির হইলেন অমনি ভরতও শত্রুঘ্ন সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া কৌশল্যার চরণে নিপতিত হইলেন। দীনা মনস্বিনী রামজননী শোকে অধীর প্রায় হইয়া কহিলেন, বৎস, তোমার জননী আমার রামকে চীর-জটাধারী করিয়া বনবাসী করিয়াছে, এক্ষণে তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। যেখানে সেই জটাধারী পিতৃ-সত্য পালনার্থ তপস্যা করিতেছেন, এ দুঃখিনী হতভাগিনীকেও সেই

স্থানে বিদায় করিয়া দাও, ও এই ধনরত্ন-পূর্ণ বিস্তীর্ণ বসুন্ধরায় সুখে রাজত্ব কর।

কৌশল্যার এই সমস্ত কথা ভরতের মর্ম্মব্রণে সূচীবেধনের ন্যায় অনুভূত হইল। তখন তিনি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া কাতরে কহিলেন জননি, আপনি নিরপরাধে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। আমার মাতার পাপাভিপ্রায়ের বিষয় আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারিনাই ; আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। রামের প্রতি আমার অচল ভক্তি ও বিপুল প্রীতি আছে, নিশ্চয় জানিবেন। যদি জ্যেষ্ঠের বনবাসে আমার কিছুমাত্র সম্মতি থাকে তাহা হইলে আমার বুদ্ধি যেন কখনই শাস্ত্রানুসারিণী না হয়; ধার্ম্মিক রাজাকে বিপদে পরিত্যাগ করিয়া গেলে বা তাঁহার সহিত বিদ্রোহ করিলে যে পাপ হয়, আমারও যেন সেই পাপ হয় ; আমি যেন পক্ষপাতী মধ্যস্থের, কৃতঘ্নের ও তস্করের তুল্য পাতকী হই। যদি রামের বনবাসের বিষয় পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে, স্ত্রী বাল বৃদ্ধের বধ করিলে যে পাপ হয় আমি যেন সেই ঘোর পাতকে নিমগ্ন হই। আমি যেন উন্মত্তের ন্যায় চীর পরিধান করিয়া কপাল-করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করি। আমি যদি সেই নিখিলগুণাধার মহামহিমের বিবাসনে প্রীত হইয়া থাকি, তাহা হইলে গুরুনিন্দক মিত্রদ্রোহী ও অগ্নিদাতার তুল্য পাতকী হই ; সাধুসহবাস, সাধ্বী কীর্ত্তি ও সাধু কর্ম্ম হইতে আমি যেন এই দণ্ডেই ভ্রষ্ট হই ; দীন দরিদ্র অনাথ অর্থিদিগের নিরাকরণে, ধর্ম্মপত্নীর পরিত্যাগে, পানীয় দূষণে, ও বিষ দানে যে পাপ হয়, আমি যেন

সেই ঘোর মহাপাতকে নিমগ্ন হই, ও পরলোকে ঘোর নরকে যেন আমার পতন হয়। ভরত অশ্রুধারাকুল নেত্রে এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

কৌশল্যা ভরতকে তথাবিধ কাতর ও বিচেতনপ্রায় পতিত দেখিয়া, শোকার্ত্ত হইয়া কহিলেন, বৎস তোমার কাতরতা দর্শনে আমি অধীর ও অস্থির হইতেছি। তুমি এরূপ শোকাভিভূত হইলে এ পতিপুত্রহীনা অনাথা দুঃখিনীকে আর কে সান্ত্বনা করিবে? তুমি যে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হও নাই ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। জানিলাম তুমি যথার্থই ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যচেতা সত্যপর ও কীর্ত্তিমান্। তোমাতে দোষের লেশমাত্রও নাই, অতএব উঠ, এই কথা বলিয়া রামজননী ভরতকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে রাজগুরু বশিষ্ঠ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকে সত্বর রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কহিয়া, যেখানে রাজার মৃত দেহ সুরক্ষিত ছিল, তাঁহাদিগকে তথায় লইয়া গেলেন। রাজার মৃত দেহ দর্শনে তাঁহাদিগের শোকানল প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহারা ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ রোদনের পর বশিষ্ঠ নানামতে প্রবোধ প্রদান করিলে, ভরত ভ্রাতা ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে রাজার মৃত দেহ লইয়া সরযূতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমুদয় কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পর দিন প্রভাতে বশিষ্ঠের

আদেশে অভিষেক-সভা সজ্জীকৃত হইল, অমাত্য ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন, নাগরিক ও অন্যান্য লোক সকল অভিষেক দর্শনার্থ সাতিশয় কুতূহলী হইয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ভরত, বশিষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে ভ্রাতার সহিত সভাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলে প্রজাগণ বিজয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; বন্দীগণ আনন্দে স্তুতি সঙ্গীত আরম্ভ করিল। ভরত এই সমস্ত দর্শনে অধিকতর শোকার্ত্ত হইলেন এবং "আমি তোমাদিগের রাজা নহি, সেই জটাকৌপীন-ধারীই এ রাজ্যের অধিকারী" এই কথা বলিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিয়া, গুরু-চরণে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠ মধুরস্বরে ভরতের সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, বৎস, তোমার পিতা যাবজ্জীবন সনাতন রাজধর্ম্ম পালন করিয়া তোমাকে রাজ্য দিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রাম পিতার আজ্ঞা পালনার্থ বনবাসী হইয়াছেন, রাজ্য রক্ষার ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে; প্রজাগণ কৃষ্ণ-পক্ষান্তে চন্দ্র-কলার ন্যায় তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। অতএব তুমি যথাবিধানে অভিষিক্ত হইয়া বহু রত্ন পূর্ণ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের রক্ষা বিধান কর।

ভরত গুরুর বচন শ্রবণ করিয়া সবাষ্প-কণ্ঠে কহিলেন, ঋষিবর, আপনি কিরূপে এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? আমি সেই ধীমান ধর্ম্মবৎসল ব্রহ্মচারীর রাজ্য কি বলিয়া হরণ করিব? আমি দশরথের পুত্র হইয়া কিরূপে রাজ্যাপহরণ পাপে আত্মাকে কলঙ্কিত করিব? এই বিস্তীর্ণ কোশল রাজ্য, এই প্রকৃতিবর্গ, এই অমাত্যগণ, এই সিংহাসন ও আমার আত্মা পর্য্যন্তও সেই

জটাধারী ব্রহ্মচারীরই অধীন। বয়োগুণ-জ্যেষ্ঠ, মহাবাহু রামচন্দ্রই এ রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা ও তিনিই ইহার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র; তিনি যেখানে থাকুন আমাকে তাঁহার দাস বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। অতএব আমিও জটা কৌপীন ধারী হইয়া তাঁহার অনুগমন করিব, তাঁহার অনুগমন ভিন্ন এ দীনের আর কোন উপায় নাই। ভরতের এবম্বিধ বিলাপ শ্রবণে সভাস্থ সমস্ত লোকের আনন্দাশ্রুপাত হইলে, তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, যদি আমি রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত করিতে না পারি, মহাত্মা লক্ষ্মণের ন্যায় তাঁহার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব। ভরত এই কথা বলিয়া সুমন্ত্রের প্রতি সসৈন্যে বনযাত্রার উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, অমাত্যগণ, সৈন্যগণ ও অনুরক্ত প্রজাগণ সকলেই রামের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলে, ভরত অরণ্যযাত্রা করিলেন।

ভরতের অরণ্য গমন

পথিমধ্যে গুহকের সহিত পরিচয় হওয়াতে ভরত এক রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহার মুখে রামের ভূতল-শয়ন প্রভৃতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানের কথা শুনিয়া শোকার্ত্ত হইয়া আপনিও জটাচীর পরিধান করিয়া সেই ব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। পরদিন তিনি গুহককে সঙ্গে লইয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং সে দিবস তথায় অবস্থান

করিয়া মুনিবরের নিকট রামের সন্ধান লইয়া তৎপরদিন চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন।

ভরত সসৈন্যে চিত্রকূট পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক উচ্চতর প্রদেশে ধূমোদ্গম হইতেছে দেখিতে পাইলেন। ধূম দর্শনে তিনি তথায় রামের আশ্রম সম্ভাবনা করিয়া সেই স্থানেই সেনা সন্নিবেশিত করিলেন এবং রামকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সুমন্ত্রকে শত্রুঘ্নের সহিত আসিতে বলিয়া স্বয়ং অগ্রে অগ্রে চলিলেন। সুমন্ত্র শত্রুঘ্ন ও গুহক সকলেই রাম দর্শনে সমান উৎসুক ছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও অনুরূপ দ্রুত পদেই গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে রামের বিশাল পর্ণশালা তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল।

তাঁহারা দেখিলেন কুটীরের সম্মুখে মহাসার সুবর্ণ-পৃষ্ঠ প্রকাণ্ড কোদণ্ড লম্বমান রহিয়াছে, দিবাকর তুল্য দেদীপ্যমান তূণ-মধ্য-গত বাণ সকল ভুজঙ্গ ফণার ন্যায় শোভা পাইতেছে; কাঞ্চন-ভূষিত বিচিত্র গোধাঙ্গুলিত্র সমুদায় সজ্জিত রহিয়াছে, রৌপ্য-কোষ-নিহিত ভীষণ খড়্গদ্বয় বিলম্বিত রহিয়াছে, বোধ হয় যেন, অস্ত্র শস্ত্র গুলি বিপক্ষদিগকে কুটীরের সন্নিহিত হইতে নিবারণই করিতেছে। বস্তুতঃ, মৃগেন্দ্রগুহা মৃগকুলের যেরূপ ভয়ঙ্কর ঐ পর্ণশালাও শত্রুকুলের পক্ষে তদ্রূপ ভীষণই ছিল। ভরত অস্ত্র পরিচয়ে, ঐ কুটীরে রাম অবশ্যই আছেন স্থির সম্ভাবনা করিয়া মহানন্দে সমধিক দ্রুতপদে চলিলেন, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন কুটীরের অভ্যন্তরে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, কুণ্ডসমীপে, পরিধান চীর

বল্‌কল, গাত্রে কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম, মস্তকে জটাভার, মহাযোগী মহাবাহু রাম আসীন রহিয়াছেন, সীতা ও লক্ষ্মণ উভয় পার্শ্ব অলঙ্কৃত করিতেছেন। ভরত রামের এই অচিন্ত্য-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাব বিলোকনে শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। বলিতে লাগিলেন, হায়, যিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রকৃতিগণে ও ধনিজনে পরিপূর্ণ রাজসভা মধ্যে রত্ন-সিংহাসনে আসীন থাকিতেন, সেই মহাত্মা মহামহিম রাম আজ সীতা ও লক্ষ্মণ মাত্র সহায়, বল্কল ও অজিন মাত্র পরিধান, দুর্গম গহন মধ্যে তৃণাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। আহা, সাগরান্ত বসুধার অধীশ্বর হইয়া তিনি আজ বন্য ফল মূলে প্রাণ ধারণ করিতেছেন। হায়, রামের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা শুদ্ধ এই নরাধমের নিমিত্তই হইয়াছে! এ নৃশংস জীবনে ধিক্। ভরত এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া, আর্য্য! এই শব্দটী সকৃৎ মাত্র উচ্চারণ করিয়া শোকে অভিভূত ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন। শত্রুঘ্ন সুমন্ত্র ও গুহক অনুপদেই উপস্থিত হইয়া রামের চরণ বন্দনা করিলেন। রাম আলিঙ্গনদানে অগ্রে তাঁহাদিগের তিন জনের অভ্যর্থনা করিয়া পশ্চাৎ সত্বর ভরতের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন।

রাম ভরতের অচিন্তনীয় মুনিবেশ দর্শনে কাতর হইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস, জগতীনাথ দশরথ এখন কোথায়? তিনি কেমন আছেন? তাঁহার জীবন থাকিতে তুমি কি রূপে এ বেশে বনপ্রবেশ করিলে? জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাই বা কেমন

আছেন? রাম এইরূপে একে একে যাবতীয় আত্মীয় বর্গের, নগরের ও রাজ্যের শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আর্য্য, জগতীনাথ দশরথ সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমার জননী কৈকেয়ী রাজ্যলোভে ঘোরতর পাপকর্ম্ম করিয়া বৈধব্য-যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন, তাঁহাকে অবশ্যই নিরয়-গামিনী হইতে হইবে। এক্ষণে আপনি এ দাসের প্রতি দয়া করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিরাশ্রয় প্রজাদি-গের প্রতিপালন করুন। সমস্ত অমাত্যবর্গ ও প্রকৃতি বর্গের সহিত আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি যথা-বিধানে রাজা হইয়া পৃথিবীকে সনাথা করুন, আমি আপনার কনিষ্ঠ, শিষ্য ও সেবক ; আমার প্রতি অনু-কম্পা করুন। ভরত এই কথা বলিয়া রামের চরণদ্বয় মস্তকে লইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন।

রাম পিতার পরলোক-বার্ত্তা শ্রবণে অনেক ক্ষণ বিলাপ করিয়া, কি রোগে পিতার মৃত্যু হইয়াছে জিজ্ঞা-সা করিলেন। পরিশেষে কহিলেন ভ্রাতঃ! মাদৃশ ব্যক্তি সামান্য রাজ্য ধনের নিমিত্ত কখনই সত্য ভঙ্গ করিতে পারে না। আমি জানি তোমাতে অণুমাত্রও দোষ নাই। আর তোমার জননীও অপরাধিনী নহেন। পুত্রের উপর পিতা মাতা উভয়েরই যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার আছে। পুত্রকে দূরীকৃত বা রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পিতার যেরূপ অধিকার মাতারও সেইরূপ। সেই পিতা মাতা উভয়েই আমাকে বনবাসী হইতে আদেশ করিয়াছেন। আমিও তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন

করিতেছি, এবিষয়ে কৈকেয়ী বা দশরথ, কেহই দোষী হইতে পারেন না, এবং আমারও তাঁহাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া যাওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না। অযোধ্যায় তোমাকেই রাজা হইতে হইবে, আমি এই দণ্ডকারণ্যেই বাস করিব। অতএব তুমি এক্ষণে পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করিয়া, অযোধ্যায় রাজা হইয়া রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

ভরত জ্যেষ্ঠের তাদৃশ বচন শ্রবণে দুঃখিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন আর্য্য! এ ধর্ম্মভ্রষ্টের রাজধর্ম্মে কি উপকার হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবেন, এইটি আমাদিগের সনাতন কুলধর্ম্ম, তাহার অতিক্রম করা কিরূপে ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে? আর আমরা এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, আপনার বনবাস ও পিতার পরলোকের কথা আমরা অযোধ্যায় আসিয়া জানিতে পারিলাম। শুনিলাম আপনি, সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা শোকে অধীর হইয়া ছয় দিন নিরন্তর হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! এই কথা বলিয়া, অবশেষে আর শোক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা গুরুর আদেশে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি উদকাঞ্জলি দান দ্বারা পরলোকস্থ রাজার তৃপ্তি বিধান করিয়া পুত্রের কার্য্য করুন। এবং তার পর অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সনাতন কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। আপনাকে বিবাসিত করা পিতার কখনই

অভিপ্রেত ছিল না। তিনি শুদ্ধ কৈকেয়ীর প্রতারণায় বিমুগ্ধ হইয়াই এই অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছেন। আপনার বিবাসন তাঁহার প্রীতিকর হইলে আপনার শোকে তাঁহার কখনই প্রাণ বিয়োগ হইত না। নিশ্চয় জানিবেন শুদ্ধ আপনার বনবাসই তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ হইয়াছে।

রাম এই বজ্রতুল্য বার্ত্তা শ্রবণে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। সীতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বারিসেচন ও ব্যজন সঞ্চালনাদি দ্বারা রামের মূর্চ্ছাপনোদন হইলে, তিনি রোদন করিতে করিতে ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস, চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেও আমি অযোধ্যায় গমন করিতে পারিব না। হায়, আমি কি হতভাগ্য ও কি পাপাত্মা যে পিতার প্রাণ-বিয়োগের হেতু হইলাম। হায়, আমি তাঁহার চরমকালে শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না। আমি সেই অমৃতোপম সান্ত্বনা বাক্য আর কার মুখে শুনিব? রাম এইরূপ অনেক ক্ষণ বিলাপ করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ শোকে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত শত্রুঘ্ন সুমন্ত্র ও গুহক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া রাজার উদ্দেশে উদকাঞ্জলি দান করিতে কহিলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন।

ভরতের রামের নিকট বিদায়।

এদিকে বশিষ্ঠ, অমাত্যবর্গ, সেনাপতি ও প্রধান নাগরিকগণ রামদর্শনার্থ গঙ্গাকূলে উপস্থিত হইলে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গুরুচরণে প্রণাম করিয়া যাবতীয় ব্যক্তিকে যথোচিত সমাদর করিলেন। অনন্তর রাম সকলকে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভরত রামচন্দ্রকে কি কথা বলেন এই প্রতীক্ষা করিয়া সকলেই তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর ভরত কাতর স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন আর্য্য! রাজা কৈকেয়ীর সন্তোষার্থ আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, এক্ষণে আমি পুনর্ব্বার সেই রাজ্য আপনাকে দিতেছি, আপনি ভোগ করুন, ইহাতে পিতার আজ্ঞা পালন ও রাজ্যরক্ষা উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। দেখুন, দশরথ-শূন্য সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করা আপনারই উপযুক্ত, আমার কর্ম্ম নহে। বর্ষাকালীন জলবেগে সেতু ভগ্ন হইলে, তখন তাহা বন্ধন করা, তাদৃশ অসাধারণ লোকেরই কার্য্য। গর্দ্দভ অশ্বের, ও সামান্য পক্ষী গরুড়ের, গতির অনুকরণ করিতে পারে না; যেমন মহোচ্চ-শাখা-বিলম্বি ফল বামনের হস্তলভ্য হয় না, তদ্রূপ আপনার কার্য্যভার বহন করা কখনই আমার সাধ্য হইতে পারে না। প্রজাগণ গগনোদিত সূর্য্যের ন্যায় আপনাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে, অমাত্যগণ মাতৃগণ ও গুরু বশিষ্ঠ সকলেরই ইচ্ছা যে আপনি রাজা হইয়া প্রকৃতি পরিপালন করুন। যেমন বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া ফল প্রসব না করিলে, রোপয়িতার দুঃখের

সীমা থাকে না, আপনার রাজ্যত্যাগ ও বনবাসেও সকলের সেইরূপ দুঃখ হইয়াছে। অতএব আপনি যথা-বিধানে অভিষিক্ত হইয়া সকলের দুঃখ দূর করিয়া দাসকে অনুগৃহীত করুন।

রাম ভরতকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া নানামতে বুঝা-ইয়া কহিলেন বৎস! তুমি সবিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখ, জগতের সমস্ত শুভাশুভ ঘটনাই দৈবের অধীন, পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। পিতার মৃত্যু ও আমার বনবাস উভয়ই ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে, সে বিষয়ে শোক করা অজ্ঞানেরই কর্ম্ম। অতএব তুমি দুঃখ করিওনা। পুণ্যচেতা পিতার আজ্ঞা-পালনে আমি যেরূপ ব্রতী হইয়াছি, তুমিও সেইরূপ হও। তিনি আমাদিগের দেবতা স্বরূপ, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয় না।

এ কথায় ভরত সমধিক কাতরতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি অনুপস্থিত থাকিতে জননী আমার নিমিত্ত যে পাপ করিয়াছেন সে বিষয়ে আপনি ক্ষমা করুন, ও এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্ম-বন্ধে বদ্ধ না থাকিলে, এতাদৃশ পাপকারিণীর সমু-চিত দণ্ড করিতে পারিতাম, কিন্তু দশরথের পুত্র হইয়া হিতাহিত জ্ঞান থাকিতে অজ্ঞান পামরের ন্যায়, কিরূপে এত জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিব। বৃদ্ধ পিতা এখন প্রেতভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া তাঁহা-রও নিন্দা করিতে পারা যায় না। কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ ও মতিবৈপরীত্য না হইলে, তাঁহার তুল্য প্রধান লোকের, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করা, কখনই

সন্তুবিতে পারে না। "মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রাণী মাত্রেরই মোহ হয়" এই শ্রুতি পিতার এই কার্য্যে সর্ব্বথা অন্বর্থ হইয়াছে। অতএব ক্রোধেই হউক, সাহসেই হউক, আর মোহেই হউক, পিতা যে দুষ্কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রত্যাহরণ করা আপনার কর্ত্তব্য। পিতার ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের শোধন করিয়া না লইলে পুত্রের প্রকৃত কর্ম্ম করা হয় না। অতএব আপনি পিতার এই লোকবিগর্হিত কার্য্যের প্রতিবিধান করুন। তাহা হইলে পিতাকে, আমাকে, কৈকেয়ীকে, সমস্ত মাতৃগণকে ও রাজ্যশুদ্ধ সকলকেই রক্ষা করা হয় এবং সকলেরই চির মনোরথ পূর্ণ হয়। আরও দেখুন আরণ্য ধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম এই দুই পরস্পর কথনই সঙ্গত হয় না। জটা ধারণ ও প্রজাপালনের পরস্পর অনেক অন্তর আছে। ক্ষত্রিয় হইয়া এরূপ ধর্ম্মাচরণ কোন ক্রমেই বিধিবিহিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের অভিষেচনই প্রধান ধর্ম্ম, তাহাতে পৃথিবী পালনরূপ সনাতন ধর্ম্মের প্রতিপালন করা হয়। বলুন দেখি, কোন্ ক্ষত্রবন্ধু এরূপ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংশয়স্থ আয়তিস্থ ধর্ম্ম অব-লম্বন করে ? যদি আরণ্য ধর্ম্মকে ক্লেশজ বলিয়া উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, যথাবিধানে চতুর্ব্বর্ণের প্রতিপালন করিয়া রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতেও অত্যন্ত ক্লেশ আছে। আরও দেখুন, যাবতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা গৃহস্থাশ্রমটীকে অপর তিনটী আশ্রম অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব তৎপরিত্যাগে আপনার ত কোন কারণই নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, পদ, ধর্ম্ম ও বয়স সকল বিষয়েই আমি আপনার কনিষ্ঠ, আপনি জীবিত

থাকিতে আমি কখনই রাজ্যপদ গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব গুরু বশিষ্ঠ, অমাত্যগণ প্রজাগণ ও আমি আমরা সকলে আপনার অভিষেক করিতেছি, আপনি অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগের সহিত অযোধ্যায় গিয়া নির্বিঘ্নে পৈতৃক রাজ্য পরিপালন করুন। তাহা হইলে ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইবে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পরিপালন হইবে, অমাত্যগণ ও বন্ধু জন আনন্দিত হইবেন, বৈরিদল ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিবে, এবং কৈকেয়ী ও দশরথ জনাপবাদ ও পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। আর্য্য! আপনাকে সকলে অনুরোধ করিতেছেন, ও আমি আপনার চরণে ধরিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আপনি এ দাসের প্রতি করুণা প্রকাশ করুন। ভরত এই কথা বলিয়া রামের চরণদ্বয় মস্তকে লইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, রামের নয়ন হইতে করুণাশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি ভরতের প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর জাবালি, বশিষ্ঠ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ সকলে যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক রামকে অযোধ্যায় যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি একে একে তাবৎকেই সমুচিত সদুত্তর দিয়া নিরস্ত করিলেন। তখন ভরত সুমন্ত্রকে কহিলেন সূত! তুমি এই কুটীর দ্বারে কুশশয্যা কর, আমি শয়ন করিব; ধনহীনব্রাহ্মণ যেমন নিরাহারে নিরালোকে পতিত হইয়া থাকে, জ্যেষ্ঠের প্রসাদ লাভ পর্য্যন্ত আমিও সেইরূপে থাকিব। এ কথায় সুমন্ত্র রামের প্রতি চাহিয়া থাকিলে, ভরত স্বহস্তে

কুশ বিস্তার করিয়া কুটীরদ্বারে শয়ন করিলেন। রাম কাতর হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার নিমিত্ত পিতার প্রতি উপেক্ষা করিতেছ; আর এরূপ অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম। মূর্দ্ধাভিষিক্ত দিগের প্রত্যুপবেশন নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অতএব উঠ, এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত সমস্ত প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা যে রামচন্দ্রকে কোন কথাই কহিতেছ না ইহার কারণ কি। প্রজাগণ উত্তর করিল কুমার, রাম পিতৃসত্য পালনে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কি আছে? অনন্তর রাম ভরতকে পুনর্ব্বার উঠিতে বলিলে তিনি উঠিয়া জলস্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, প্রকৃতিগণ পারিষদ্গণ ও সমস্ত লোক শ্রবণ করুন, আমি পিতাকেও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, মাতাকেও কিছু বলিতেছি না, জ্যেষ্ঠকেও কোন অনুরোধ করি না, যদি পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাসই করিতে হয়, সত্য করিতেছি জ্যেষ্ঠের প্রতিনিধি হইয়া আমিই বনবাস-ব্রত পালন করিব, মহাত্মা রাম আমার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য রক্ষা করুন। ভরতবাক্যে রাম বিস্ময়ান্বিত হইয়া সকলের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন পিতা জীবদ্দশায় যাহাকে যে বস্তু বিক্রয় বা দান করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইতে আমারও ক্ষমতা নাই, ভরতেরও ক্ষমতা নাই। ভরত যে আমার প্রতিনিধি হইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন ইহাতে ইহাঁর পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, সারল্য ও ঔদার্য্য

প্রভৃতি প্রধান প্রধান গুণের পরিচয় হইল ; এজন্য ভরত সকলেরই সাধুবাদের পাত্র ; কিন্তু অক্ষম ব্যক্তিরই প্রতিনিধি বিধানের ব্যবস্থা আছে ; আমি বনবাসে অক্ষম নহি, আমি প্রতিনিধি করিয়া কখনই জুগুপ্সিত কার্য্য করিতে পারিব না ; তবে এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিতে পারি যে চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইলে ভ্রাতার সহিত রাজ্যপালন করিব ; অতএব বৎস ভরত, আমি যেরূপ রাজার আজ্ঞা পালন করিতেছি, তুমিও তদ্রূপ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া, তাঁহাকে ও আপনাকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

ভরত ও রামের এবম্বিধ কথোপকথন শ্রবণে সমাগত ঋষিগণ বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের উভয়েরই যথোচিত প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে, রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্য পালন করাই আবশ্যক, এইটী বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন করিয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যাবতীয় ব্যক্তিই রামের মত পোষণ করিলে, ভরত ত্রস্ত হইয়া কাতরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য, আপনি চিরক্রমাগত কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জননীর প্রার্থনা পূর্ণ করুন, একাকী এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের রক্ষা করিতে আমার সাহস হয় না এবং প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করাও আমার সাধ্য হইবে না। জ্ঞাতিগণ, যোধগণ, মিত্রগণ ও সুহৃদ্গণ, সকলেই, কৃষকের মেঘ দর্শনের ন্যায়, আপনার মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন, অতএব আপনি একবার এই রাজ্য স্বীকার করিয়া অপরের হস্তে সমর্পণ করিলেও ইহার প্রতিপালন তাহার সাধ্য হইতে

পারে। ভরত এই কথা বলিয়া ভ্রাতার চরণতলে পড়িলে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন ভ্রাতঃ তোমার এই কল্যাণী বুদ্ধি স্বভাবসিদ্ধ বটে; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি অনায়াসে লোকের মনোরঞ্জন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে; অমাত্য সুহৃদ ও ধীমান্ মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিলে তোমার কোন কার্য্যে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাকে রাজ্য স্বীকার করিতে আর অনুরোধ করিও না। বরং, চন্দ্র কৌমুদী পরিত্যাগে, হিমালয় হিমত্যাগে, ও সাগর বেলাতিক্রমে, সমর্থ হইতে পারেন; কিন্তু আমি কখনই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। এক্ষণে তুমি সকলের মতানুসারে ও ধর্ম্মানুসারে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য রক্ষা কর। মাতা কৈকেয়ী তোমাতে স্নেহ বশতই হউক, আর লোভ বশতই হউক, যাহা করিয়াছেন তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত বা লজ্জিত হইও না এবং তাঁহার প্রতি কোন রূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশও করিও না।

একথায় ভরত যার পর নাই কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন আর্য্য! আপনি অনুমতি করুন আমি আপনার পাদুকাদ্বয় সিংহাসনে রাখিয়া তাহারই দাস হইয়া রাজকার্য্য করিব। এ কথায় বশিষ্ঠাদি গুরুজন ও আর সকলেই একবাক্যে রামকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সুমন্ত্রও অমনি সৌবর্ণ পাদুকাদ্বয় রামের সম্মুখে রাখিলেন। তখন রামচন্দ্র সকলের সন্তোষার্থ সেই পাদুকাদ্বয়ে নিজ পদার্পণ করিলেন ও তাহা লইয়া ভরতের হস্তে প্রদান করিলেন। ভরত রামদত্ত

পাদুকা মস্তকে লইয়া রামকে কহিলেন আর্য্য! আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল জটা বল্কল পরিধান ও ফল মূল মাত্র ভোজন করিয়া, আপনার আগমন প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে পর্ণকুটীরে অবস্থান করিব। চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে তৎপরদিন যদি আপনার চরণ দর্শন না পাই নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।

অনন্তর রাম ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। এবং শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ আমি ও সীতা উভয়েই অনুরোধ করিতেছি তুমি কৈকেয়ীকে সর্ব্বথা রক্ষা করিবে। কোনমতে তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। এইরূপ রাম মিষ্ট বচনে সকলকে তুষ্ট করিয়া গুরুজনদিগকে যথোচিত পূজিত করিয়া বিদায় করিলেন। ভরত মহানন্দে পাদুকা লইয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। এবং দুই দিন পরে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া যথোক্ত বিধানে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।